

ঔষধী গাছপালা

এস.কে.জেন



অনুঃ- প্রতিত মুখোপাধায়

ଓସଧୀ ଗାଛପାଳା

ভারত—দেশ ও দেশবাসী

ওষধী গাছপালা

এস. কে. জৈন

অনুবাদ
প্রভাত মুখোপাধ্যায়



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-1296-0

প্রথম প্রকাশ : 1995 (শক 1916)

দ্বিতীয় মুদ্রণ : 1999 (শক 1921)

মূল © লেখক, 1968

বাংলা অনুবাদ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1995

Medicinal Plants (*Bangla*)

মূল্য : **40.00** টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-৫ প্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-১১০০১৬ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রস্তাবনা

বনৌষধি কথাটা কানে এলেই মনটা কোন এক অলৌকিক অথবা দৈবী ওষুধ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বনৌষধি দিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার বিবরণই শুধু নয় তাদের অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য দৈবী ক্ষমতারও বহু উল্লেখ আছে। যেমন, অমৃক গাছের শিকড় মন্ত্রপূত করে কোন মানুষের গায়ে ফেললে তাকে বশে আনা যায় বা অমৃক ফলের বিচি চিবিয়ে বাঁচার মেয়াদ বাড়ান যায় অথবা অমৃক পাতার রস দু চার ফৌটা দিয়ে মরা মানুষকেও বাঁচিয়ে তোলা যায়।

প্রাচীনকালে অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওষুধের গুণাবলীর চাইতে সাধু ফরিকের দেওয়া ওষুধের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। সন্তুষ্টতা: এই ধরণের সহজ এবং সাধারণ বিশ্বাসের মূলে ছিল সেই সময়কার পরিস্থিতি এবং মানসিক মূল্যবোধ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন সাধারণভাবে সব কিছুকেই যুক্তির ওজনে মাপতে শুরু করল তখন বহু পুরানো বিশ্বাসকে নির্থক বলে বাতিল করে দিল। তার ফলে অতীত গরিমা সহেও ঔষধী গাছপালার ব্যবহার আস্তে আস্তে কমতে শুরু হল। আজ তাদের মাহাত্ম্য নিয়ে, উপযোগিতা নিয়ে, তাদের উন্নতি এবং প্রসারের প্রশ্ন নিয়ে তর্কালোচনাই বেশী, গবেষণা কর। এর কারণ কি?

যখন উন্নত দেশগুলো নিজেদের দেশজ গাছপালা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত ছিল আমরা তখন শুধুই অতীতের গরিমা নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিংকার করেছি, তাদের অলৌকিক শক্তির স্বপ্ন দেখেছি, জ্ঞানের গর্ব করেছি কিন্তু আসল কাজ কিছুই করিনি। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশাগত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ এমন ব্যাপ্ত উৎসাহে গ্রহণ করায় তৎপর হয়েছি যে দেখতে দেখতে সময় এবং সুফলসিদ্ধ আয়ুবেদীয় আর উনানী ওষুধগুলোকে অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করতে করতে তাদের কথা ভুলেই গেছি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ভুলেও কখন ভাবে না বা জানতেও চেষ্টা করে না যে দেশজ ঔষধী গাছপালার সত্যিই কোন গুণ আছে কি না এবং থাকলে সেগুলো কি বা কতখানি।

আন্দাজ পদ্ধতি বছর আগে পর্যন্ত আমাদের ঔষধী গাছপালা নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিধিমতে কোন গবেষণা কখন হয়নি বলে তাদের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দৃঢ় বিশ্বাসে কিছু বলার ছিল না। কোন এক কালে তাদের বিষয়ে যা বলা বা লেখা হয়েছিল, প্রবর্তী প্রকাশনে সেই সবেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে, কখনো প্রত্যক্ষ অনুবাদে, কখনো পরোক্ষ অভিযোজনায়। ফলে অনেক অসিদ্ধ, অনুপযুক্ত এবং অনাস্থাসূচক তথ্য ঔষধী প্রাসক্রিক রচনায় স্থান পেয়ে স্থায়ী ভাবে থেকে গেছে। এই ধরণের কিছু সমস্যা এই বইয়ের প্রস্তাবনায় আলোচিত হয়েছে।

ভারতীয় ঔষধী গাছপালা নিয়ে ছোট বড় বহু লেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই

বিশেষজ্ঞদের পক্ষে উপযোগী যেমন, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, উদ্ধিদ বিজ্ঞানের সাধক, রাসায়নিক ইত্যাদি। যে ধরনের পাঠককে উদ্দেশ্য করে ন্যাশনাল বৃক ট্রাস্ট “ভারত—দেশ এবং দেশবাসী” প্রাসঙ্গিক পুস্তকমালা প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের উপযোগী এই বিষয়ের কোন বই এ পর্যন্ত ছিল না। ওষধী গাছপালাকে এই পর্যায়ের উপযুক্ত বিষয় বলে মনে করার জন্য তাঁরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দনযোগ্য। এই গ্রন্থমালায় তাঁদের প্রকাশিত বিভিন্ন বই এক পলক দেখলেই বোঝা যায় যে আপন আপন বিষয়ে তাঁরা অন্যভাবে বাতিক্রম এবং পূর্ব প্রকাশিত অনুরূপ রচনাবলী থেকে সম্পূর্ণ অপচ সৃষ্টিভাবে আলাদা।

এই বইতে গবেষণাসিদ্ধ এবং বিশৃঙ্খল তথ্যের উপর ভিত্তি করে আন্দাজ 100 রকম ওষধী গাছপালার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ওষধী গাছপালা প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত রচনা এমনই বিস্তৃত এবং ব্যাপ্ত যে সাম্প্রতিক কিছু কিছু তথ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আসলে, সেটা খুবই সম্ভব। এ বিষয়ে কারো যদি কিছু কার্য্যকরী বক্তব্য থাকে আমি আন্তরিক আনন্দে তা গ্রহণ করে কৃতার্থ হব।

এই বইয়ের প্রথম দুই সংস্করণ প্রক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রভৃতিভাবে সম্বৰ্ধিত হয়েছিল এবং অনেকগুলো কার্য্যকরী প্রস্তুতিও এসেছিল। বর্তমান সংস্করণে তার অনেকগুলি সন্নিবেশিত হল এবং দুটো নতুন পরিচ্ছেদে আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি নামান রকম সাম্প্রতিক তথ্যও সংযোজিত করে দেওয়া হল।

সচিত্র করার প্রচেষ্টায় যে সব রঙিন, সাদা কলো এবং রেখাচিত্র এই বইয়ে দেওয়া হল, সেগুলো নানান জায়গা থেকে সংগ্রহিত করা হয়েছে। তার জন্য আমি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিশেষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিচালক, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া; প্রধান সম্পাদক, পার্সিকেশন অ্যাণ্ড ইনফ্রামেশন ডাইরেকটরেট, নয়াদিল্লি : ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার আঙ্গ হার্টিকালচার, মহীশূর; উদ্ধিদ বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কে. সুব্রহ্মণ্যম; ত্রী কে. ত্রীনিবাসন; ড. এম. এ. রাও; স্বর্গীয় ড. এইচ. বি. সিং; ড. আর. এস. রাও; ড. টি. এ. রাও; ড. এ. ডি. সৈনী।

স্বর্গীয় ডঃ সাত্তাপাও এই বইয়ের পাত্রুলিপি অনেকখানিটা পড়েছিলেন এবং বহু কার্য্যকরী উপদেশ দিয়েছিলেন। ত্রী কে. কাশ্যপ এবং ত্রী আর. এল. মিত্র কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। স্বর্গীয় পি. ল্যাঙ্কাস্টের গাছপালার ব্যবহারে কিছু মূল্যবান তথ্য সম্ভবে আমায় সচেতন করে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এঁদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বহু বছর আগে পড়া একটা লাইন দিয়ে এই ভূমিকা শেষ করব : “লেখক যদি এই প্রতীক্ষায় বসে থাকেন যে এমন পূর্ণাঙ্গ বই তিনি লিখবেন যার উন্নতিসাধনের আর কোন সন্তানবনাই থাকবে না তাহলে কখনই সে বই আর লেখা হবে না।”

এস. কে. জৈন

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

v

ভূমিকা

1

গাছপালার বর্ণনা

1.	মুক্তবুরি বা মুক্তবর্ষী	5
2.	অ্যাকোনাইট	7
3.	বচ (কালামুস)	9
4.	বাসক	11
5.	বেল	14
6.	কুলঞ্জন	16
7.	ছাতিম	18
8.	আলুই বা কালমেঘ	21
9.	ইসুরমূল	23
10.	ওয়ার্মসীড	25
11.	বেল্লাডোমা	27
12.	নিম	29
13.	ত্রক্ষী	32
14.	দাঙ হলদি	34
15.	পুর্নবা	38
16.	পলাশ	39
17.	সোনালী বা বন্দরলতি	41
18.	নয়নতারা	44
19.	থানখুরআ	46
20.	সোমরাজ	48
21.	ইপেকাক	50
22.	কুইনাইন	51
23.	দাঙচিনি	53
24.	কালসিকুম	56
25.	তিতা	58

26.	হলদি গাছ	59
27.	কৃষ্ট	60
28.	সিংহোপোগন	62
29.	শ্বেত ধূতুরা	63
30.	ডিজিটালিস	65
31.	ডিওক্সেৱারিআ	67
32.	এলাচ	68
33.	ঢাঢ়কি ঝণ্টি	71
34.	আমলকি	73
35.	এফেড্ৰা	76
36.	বাৰাকেৰ	78
37.	হিং	83
38.	উইন্টাৰ গ্ৰীণ	85
39.	কাৰু বা কুটকি	86
40.	যষ্টিমধু	88
41.	অনন্তঘূল	90
42.	কুচি	92
43.	চালমুগৱা বা ডালমুগৱি	94
44.	কুলিআখাৱা বা কুলোকাটা	96
45.	ঘূৰাসানি আজওয়ান	97
46.	কালোদনা	99
47.	মেহদি	105
48.	বন ভামাক	107
49.	মহয়া	109
50.	কমলা বা রৈণি	112
51.	পুদিনা	114
52.	জটামানসি	116
53.	তুলসী	117
54.	দুধিয়া কলমী	119
55.	ইসবন্দ	121
56.	চাণ্ডুবোটি	123
57.	কটকি	124
58.	সৱলগাছ (পাইন)	125

59.	জাটা বা পিপুল	127
60.	ইসবঙ্গল	129
61.	ইশুয়ান পোড়োফিলুম	131
62.	লতা কস্তুরি	133
63.	ইশুয়ান কিনো	134
64.	চন্দ্রা বা সর্পগঞ্চা	136
65.	কোকিমা বা রেবন্দচিনি	138
66.	এরি বা ভেরেণ্ডা	139
67.	চন্দন (সুখদ)	141
68.	অশোক	143
69.	কুড়	144
70.	বেরেলা বা বালা	146
71.	কন্টকরী	148
72.	কড়ায়া	151
73.	চিরতা	153
74.	লোধ	154
75.	কালো জাম	156
76.	তেঁতুল	159
77.	বাহেরা	162
78.	গুলঁঘ	165
79.	সবুনি	166
80.	গোধুক	168
81.	অঙ্গুল	170
82.	বন পেঁয়াজ বা জংলী পেঁয়াজ	171
83.	ভ্যালোরিআন	173
84.	অশুগঞ্চা	174
	গ্রন্থপঞ্জী	176

**Click Here For
More Books>>**

চিত্র তালিকা

বঙ্গিন চিত্র

- I সিষ্মোপোগন
- II ঘুরাসানি আজওয়ান
- III কপূর
- IV ইসবগুল
- V লতা কস্তুরী
- VI শ্বেত ধূতুরা
- VII কণ্টকারী
- VIII সর্পগঙ্গা
- IX অঙ্গুল
- X কৃষ্ণ
- XI বেল

বেঁথা চিত্র

- 1. হাতিয়ান আকালিঙ্কা
- 2. বাসক
- 3. ছাতিম
- 4. নিম
- 5. দাঙ্ক হলদি (বারবেরিস আরিসটাটা)
- 6. দাঙ্ক হলদি (বারবেরিস লিসিঅম)
- 7. সোনালী বা বন্দরলতি
- 8. দাঙ্কচিনি
- 9. এলাচ
- 10. আমলকি
- 11. বারাকেরু (ইউফোরবিআ হির্টা)
- 12. বারাকেরু (ইউফোরবিআ আন্টিকোরম)
- 13. বারাকেরু (ইউফোরবিআ নোরিফোলিআ)
- 14. কালোদানা (ইপোমোএ মিল)
- 15. ইপোমোএ পেস্টিগ্রিডিস
- 16. ইপোমোএ আকুআটিকা

17. ইপোমোএ পোকাপ্রে
18. মহ়য়া
19. দুধিআ কলমী
20. সোলানুম
21. কালোজাম
22. তেঁচুল
23. অর্জুন
24. বিষখাপা
25. গোবৰ
26. অশ্বগন্ধা

ভূমিকা

ওয়ুধ এবং শল্য চিকিৎসার (সার্জারী) ইতিহাস সম্ভবতঃ মানব জাতির উদ্ভব থেকেই আরম্ভ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার কোন নির্দারিত পদ্ধতি ছিল না বলে তখনকার দিনে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর কোন প্রামাণিক তথ্য আমাদের জানা নেই। যেখান থেকে ইতিহাসের শুরু স্থানে দেখা যায় যে তখনকার দিনে মানুষের ক্রেশ এবং তার উপর্যুক্ত ধর্ম অতিকথা আর মায়াবিদ্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল। আন্দজ করা যায় যে তার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিও নিশ্চয় কিছু ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ যখন কৌতুহলের উদ্দীপনায় অতীতের অনুসন্ধান করে এবং আমাদের পূর্বতন পুরুষদের অকপট পদ্ধতির সামান্যতম আভাসও দেয় তখন সেটাও আকর্ষণীয় অধ্যাপনার বিষয় বস্তু হয়ে ওঠে।

ভারতের কিছু গাছপালার ঔষধীগুণ এবং চিকিৎসায় ভাদের ব্যবহারের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য পাওয়া যায় ঝগড়ে। এই বেদের সুত্রে বর্ণিত বহু গাছপালার নাম এমন শুন্দি এবং স্পষ্ট যে আজও ভাদের চিনতে বা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। যেমন সেফল, পীপল, পলাশ, পিঠুন ইত্যাদি, তবে ঝগড়ে গাছপালার বিবরণ অত্যন্ত স্বল্প। অর্থাৎ বেদে যে বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলো বেশ কিছু বিস্তৃত। বলা হয় যে ঝগড়ের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব 3,500 থেকে 1,800 বছর পর্যন্ত। বেদের পর প্রায় এক হাজার বছর এই চিকিৎসা বিদ্যা বা তার উন্নতির কোন সঠিক ইতিহাস ভারতে কোথাও পাওয়া যায় না।

ভারপরই দেখা যায় ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ঔষধী শাস্ত্রের বিষয়ে দুটো বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ রচনা : চড়ক এবং সুস্ক্রতের অভূতপূর্ব, অক্ষয় কীর্তি—চড়ক সংহিতা এবং সুস্ক্রত সংহিতা। চড়ক সংহিতায় আন্দজ 700 ঔষধী গাছপালার উদ্দেশ্য এবং বিস্তৃত বিবরণ আছে যার মধ্যে কিছু গাছপালা অবশ্যই ভারতীয় নয়। সুস্ক্রত সংহিতায় শল্য চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ আছে যা বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিকরাও সম্মান করেন এবং স্বীকার করেন যে ভারতে হয়তো দু' হাজার বছর আগেও প্রাসাদিক সার্জারীর প্রচলন ছিল। দেখা যায় যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চড়ক সংহিতার পর আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে আরও অনেক ঔষধী গাছপালা সংযোজিত হতে হতে সংখ্যায় দাঁড়িয়ে যায় প্রায় দেড় হাজার।

ভারতে ঔষধী গাছপালা সমূক্ষে ছোট, বড় ও মুদ্রিত রচনা আছে। তার মধ্যে কিছু বই বৃহৎ আকারে এবং একাধিক খণ্ডে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একই গাছের শুণাবলী সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মতামতের ভারতময় আছে, যার ফলে আঞ্চলিক ভাষাতেও ঔষধী সাহিত্যের অভাব নেই। কিছু কর্মী যেমন এইচ. সি. দক্ষ, জি. ওয়াট,

আর. এন. চোপড়া (এবং তার সহকারী ও শিয়বৃন্দ), কে. এম. নদকার্ণী, বি. ডি. বাসু, বি. মুখ্যজী, চন্দ্ররাজ ভাণ্ডারী, কে. বিশ্বাস, কে. পি. ত্রিবেদী, “ওয়েলথ অফ ইশিয়া” পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠী এবং আরও অনেকে অক্ষুণ্ণ পরিশ্রম করে এইসব নানা তথ্য সংকলিত করেছেন।

কিছু লোক গাছপালার সঠিক নাম বা বর্ণনা এবং তাদের শুণাবলী সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণা ছাড়াই তথ্য সংকলন করার ফলে কিছু কিছু গাছপালার শুণাবলী এমনভাবে অতিরিক্ত করেছেন যে মনে হয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মানুষের যে কোন রোগের পক্ষে তারা অবার্থ।

(প্রাচীন সাহিত্যে অলৌকিক উদ্ধিদ এবং বিশ্বাসকর ওষুধের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নাম থাকলেও সেই সময়কার বৈদ্যদের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্ম তাদের নমুনা রাখা সম্ভব ছিল না। তাদের প্রাথমিক বিবরণও বড় একটা পাওয়া যায় না বলে আজ তাদের নির্ভুল ভাবে সনাত্ত করাও সম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে সনাত্ত করার একমাত্র উপায় হল আজকের প্রচলিত নামের সঙ্গে প্রাচীন নামগুলো মিলিয়ে নেওয়া। কিন্তু তাতেও বেশ কিছু অসুবিধা আছে, কারণ প্রচলিত নামও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যাতে দেখা যায় যে একাধিক গাছের একই নাম। যেমন পুনর্বা, ব্ৰহ্মী, দুধী, বালা, ইতাদি। মুদ্রিত রচনায় এই নামগুলো একাধিক উদ্ধিদের পক্ষে প্রযোজ্য।)

কিছু ভারতীয় কর্মী প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত উদ্ধিদের বিবরণ অনুযায়ী সঠিক ভাবে তাদের সনাত্ত করার সাধনা করেছেন এবং করে চলেছেন। তাঁরা সফল হলে অনেক বিভাস্তির অবসান ঘটবে।

অভীতের সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ মুদ্রিত রচনা ছাড়াও ঔষধী গাছপালার অন্ন বিস্তর আরও পরিচয় পাওয়া যায় গভীর অরণ্যাঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে। পুরুষানুক্রমিক ভাবে এবং মৌখিক লোকাচারের মাধ্যমে সেই প্রাচীন জ্ঞানের কিছু কিছু আজও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাচৰন্ত না হলেও মাঝে মাঝে প্রচেষ্টা অবশ্যই হয়েছে যাতে ওদের লোকাচারের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা যায়। এই অধ্যয়ন উদ্ধিদ বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট অঙ্গ, যাকে বলা হয় ‘এথনোবোটানি’ (অর্থাৎ আদিবাসী সম্পর্কিত উদ্ধিদ বিজ্ঞান)। কয়েক বছর আগে মধ্য ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই অনুসন্ধানী কাজ আমি আরও করেছিলাম। সেই প্রচেষ্টায় গাছপালার ঔষধী প্রয়োগের এমন বহু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যার কোন উল্লেখ লিখিতভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। তার কিছু মননশীল উদাহরণ এই বইতে আছে। তবে সেগুলো সবই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা সাপেক্ষ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঔষধী গাছপালার শুণাবলী যাচাই করার প্রশ্ন প্রায়ই গঠন। প্রশ্নটা কিছু অবাস্তুর নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে বহু প্রচলিত কিছু অবধারিত মনে হলেও আরও একটা দিক ভেবে দেখা যুক্তি দরকার। হতেও ত

পারে যে কোন কোন বনৌষধির মধ্যে এমন কিছু অজ্ঞাত গুণ আছে যার ফলে রোগের উপশম হয় অথচ যেটা রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। এমনও হতে পারে যে সমবেত ভাবে উদ্ধিদের যে ক্রিয়া তার বিভিন্ন উপকরণ আলাদা করে নিলে তা আর হয় না। অর্থাৎ তাদের ক্ষয়ীয় পদার্থ (অ্যালকালয়েড) একত্রিতভাবে কার্যকরী, আলাদা হলেই ব্যর্থ।

আরও এমন অনেক কিছু আছে যাদের প্রভাব ঔষধী শুণাবলীর ওপর নেহাত কিছু কম নয়, যেমন ফুল ফোটার আগে এবং পরে, ফল ধরার সময়, কচি এবং পাকা পাতা, রোপনের সময় স্থান এবং ঝুঁতু, বীজ বা শিকড় বা ছাল আহরণের সময় বা ঝুঁতু ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই বিশিষ্ট ব্যাপারগুলোর বিচার কি উপায়ে বা কতখানি করা সম্ভব তা জানা এবং বোঝা বিশেষ দরকার।

আন্দাজ করা যায় যে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রায় দু হাজার ঔষধের মধ্যে কম বেশী 200 টি পন্থজাত, প্রায় অতঙ্গলেই খনিজ পদার্থ থেকে প্রাপ্ত এবং বাকি প্রায় সবই, কমপক্ষে 1500 টি ফল, মূল, পাতা, শিকড়, ছাল, রস ইত্যাদি উদ্ধিদজাত। আমাদের দেশের বিরাটত্ব এবং অসংখ্য বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটা সামানাই বলা যায়। আমাদের দেশের তাপমান এবং আবহাওয়ার সীমা (49 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে 43 সেন্টিগ্রেড), বর্ষার তারতমা (100 মি.মি. থেকে 10,000 মি.মি.- রও অধিক) এবং সমুদ্রতট থেকে 6000 মিটার উচ্চতার কারণে প্রায় 15,000 রকমের উদ্ধিদ জন্মায় যাতে ঔষধী শুণাবলী আছে বলে আন্দাজ করা যায়।

এই বইয়ের প্রয়োজনে, সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রায় 1500 ঔষধী গাছপালা থেকে আন্দাজ মাত্র 100 রকমের গাছপালা বেছে নেওয়ার অসুবিধা অনেক ছিল। যেগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের শুণাবলী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারে সপ্রমাণিত অথবা ভারতীয় ফার্মসিউটিকাল এবং ব্রিটিশ কিংবা মার্কিনী ঔষধকোষে স্বীকৃত। এগুলোর অধিকাংশই ভারতীয় গাছপালা। এমন অবশ্যই কিছু আছে যেগুলো বিদেশী হলেও বিশেষ শুণসম্পন্ন এবং এখন বাণ্প্রভাবে আমাদের দেশে চাষ করা হয়। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে সেগুলো প্রায় আমাদেরই প্রকৃতিজাত হয়ে গেছে।

উদ্ধিদের ব্যবসায়িক অঞ্চল বাণ্প্রভাবে প্রচলিত নামই অধ্যায়ের শিরোনামায় ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোন উদ্ধিদের একাধিক নাম ভারতীয় ঔষধকোষে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে অথবা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেগুলো দ্বিতীয় পংক্তিতে লঘুবন্ধনীর মধ্যে বলা হয়েছে।

যতদূর সম্ভব অধুনাতম বৈজ্ঞানিক নামই ব্যবহার করা হয়েছে, তবে যে সব পাঠকেরা পুরোন নামে অভ্যন্ত তাদের সুবিধার জন্য প্রয়োজনবোধে একাধিক নামেরও উল্লেখ আছে।

উদ্ধিদের বর্গ বিবরণের পর বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আঞ্চলিক নামের তালিকায়

প্রথমে আছে হিন্দী এবং পরে বর্ণনুক্রমিক ভাবে অন্যান্য ভাষায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজী নামেরও উল্লেখ আছে এবং বৈজ্ঞানিক অথবা ব্যবসায়িক নামের উৎপত্তি কি করে হল তারও কিছু আলোচনা আছে।

গাছের সাধারণ আকার সহজেই অনুমান করতে এবং তা দেখে চিনতে পারার জন্য প্রত্যেক গাছের বৈশিষ্ট্য সমেত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। যতদূর সত্ত্ব প্রয়োগিক পরিভাষা এবং কঠিন বৈজ্ঞানিক শব্দ বর্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে যে ক্ষেত্রে বর্জন করলে বক্তব্যে ফাঁক থেকে যায় সেখানে শক্ত হলেও শব্দগুলো রাখতেই হয়েছে। গাছের বিবরণ শুধু অতীতে প্রকাশিত বই থেকেই নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আধারেও অনেকবারি। পরিচয় পর্বতী সহজ করার প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঁকা ছবি এবং রঙিন চিত্রও দেওয়া হল।

গাছের প্রাপ্তিশ্বান সঠিক ভাবে নির্ণয়ের জন্য কলকাতার বিশাল বেটানিক্যাল গার্ডেন এবং প্রকাশিত প্রামাণিক রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গাছের শুণাবলী এবং ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত রচনা থেকে সংগৃহীত এবং শুধু সেই সব শুণেরই উল্লেখ করা হয়েছে যা ত্রিপিশ এবং মার্কিনী ঔষধকোষে স্বীকৃত অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশ্চাদ্বারি ওপর প্রতিক্রিয়ায় সম্প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে গত তিবিশ বছরে প্রকাশিত রচনাবলী নিয়ে গবেষণার সময় গ্রহ্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে খুব অল্পসংখ্যক ঔষধী গাছপালাই বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষিত। যদি আমরা বনৌষধির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের এই প্রভৃত সম্পদের সুবিধা এবং সুযোগ নিতে চাই তাহলে ঐ কাজটা আগে করা নিতান্ত দরকার।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঔষধী গাছপালার অন্যান্য ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যান্য প্রয়োগ শিরোনামায় কিছু কিছু বিবরণে দেওয়া হয়েছে।

‘বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে এই বইয়ের উদ্দেশ্য বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থা পত্র তৈরি করা নয়, ভারতীয় ঔষধী গাছপালার সঙ্গে যতদূর সত্ত্ব সৃষ্টিভাবে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।’ অনেক ওষুধ একাধিক গাছের নির্দ্বারিত অংশ বিশেষ সংমিশ্রণে তৈরী হয়। সেই সব অংশ সংগ্রহের বিধি, তাদের মাত্রা, সংমিশ্রণের নিয়ম, সেবনের রীতি, অনুপান ইত্যাদি সবই নির্দিষ্ট নিয়ম সাপেক্ষে এবং ওষুধের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। বলাই বাহল্য, অনভিজ্ঞ পাঠক এই বইয়ের ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রচেষ্টা করলে বিপদগ্রস্ত হতে পারেন। রোগের বিভিন্ন অবস্থায় বিশিষ্ট ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন। সে কাজ একান্তভাবে বিশারদদের।

১. মুক্তবুরি বা মুক্তবর্ষী

(ইশ্বিয়ান আকালিফা)

রেখা চিত্র-১

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আকালিফা ইশ্বিকা
বর্গ	:	ইউফোরিভিসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কুপী গুজরাতি : বৈধিং কাঁটো মালয়ালম : কুপামণি মারাঠী : খোখালি ওড়িয়া : ইন্দ্রমারিস সংস্কৃত : হরিতমঙ্গী তেলুগু : কুপামণি

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'আকালিফা'।

বর্ণনা

বাংসরিক গাছ, আন্দাজ ৭৫ সে.মি. উচু। পাতা ৩-৪ সে.মি. লম্বা ডিস্কার, পাতলা এবং তিনটে শিরাযুক্ত। পাতার প্রান্ত দন্তুল। পাতার চেয়ে পাতার বেঁটা লম্বা। পাতার কক্ষে সোজা সোজা স্পাইকের ওপর ফুল ফোটে। নারীফুলের নিচে ত্রিকোণ আকারের একটা সহপত্র থাকে। পুরুষফুল অত্যন্ত ছোট এবং ডাঁটার ওপর দিকেই শুধু ফোটে। ফুল ছোট, রোঁয়ায় ঢাকা এবং ত্রিকোণ সহপত্রের আড়ালে ফলে।

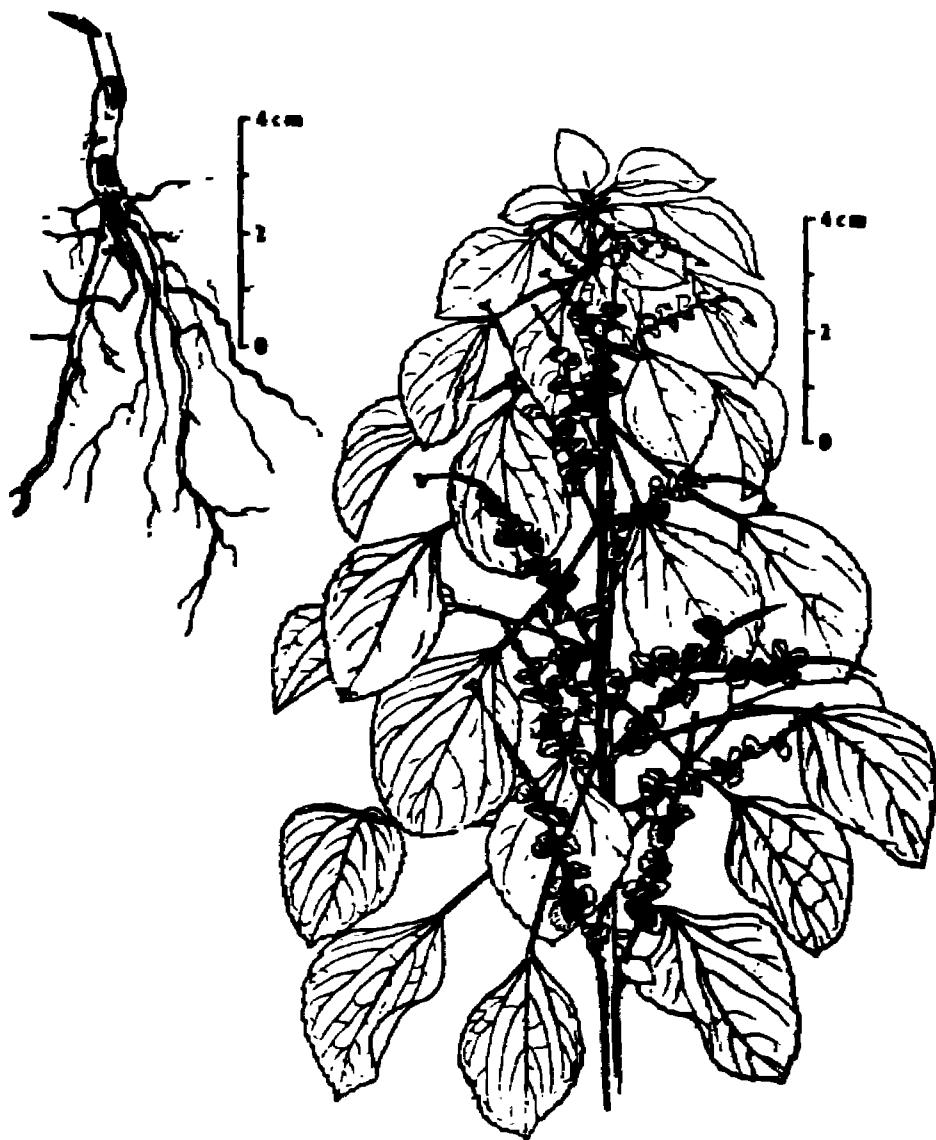
প্রাপ্তিস্থান

ভারতের প্রায় সব সমতল ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাগানে, ক্ষেতে, রাস্তার ধারে এবং পোড়ো জমিতে বা বাড়ির আশে-পাশে আগাছা হয়ে জমায়।

ঔষধী গুণ

মুক্তবুরির গাছে যখন ফুল ধরে তখন গাছটা পুরোপুরি তুলে নিয়ে এবং শুকিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

ওষুধের গুণ ইপিকাকের অনুরূপ। ব্রনকাইটিস, ইঁপানী, নিউমোনিয়া এবং বাতে



রেখা চিত্র 1: ইতিয়ান আকালিমণি

বিশেষ উপকারী। গাছের পাতা এবং শিকড় রেচক, পেট পরিষ্কার করে। পাতার রস বমনে সাহায্য করে। তাজা পাতা বেটে ফোড়ার ওপর লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

2. আ্যাকোনাইট

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আ্যাকোনিটম
বর্গ	:	রাশুনকুলেসি
আঞ্চলিক নাম	:	আ্যাকোনিটম কাসমনথুম
কাশীরি	:	মোহরি আ্যাকোনিটম ডিনারেহিজুম
কাশীরি	:	দুধিআ বিষ, সফেদ বিষ, মোহরা। আ্যাকোনিটম হেটেরিফিলুম
কাশীরি	:	অতিস, অতিবিষ, পতিষ

এই জাতীয় গাছের বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক
এবং সাধারণ নাম আ্যাকোনাইট।

গাছের কন্দালমূল থেকে আ্যাকোনাইট পাওয়া যায়। বেশ কিছু বিষাক্ত উপকরণ আছে বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিখ্যাত। ব্রিটিশ ঔষধকোষে আ্যাকোনিটম নপেলনস থেকে পাওয়া ওষুধই স্বীকৃত। এই জাতের গাছ ভারতে জন্মায় না। কিন্তু এই শ্রেণীর যে সব গাছ ভারতে পাওয়া যায় তা প্রায় সমান ভাবেই উপযোগী এবং প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আ্যাকোনিটম হেটেরিফিলুম (অতিস) হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে 2000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় সাধারণতঃ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গাছের ওষুধে বিষের ক্রিয়া কম। জ্বর, পরবর্তীকালীন দুর্বলতা, অতিসার এবং আমাশয় রোগে ব্যবহার করা হয়। বলবর্দ্ধক হিসেবে স্বীকৃত হলেও জ্বরে খুব উপকারী নয়।

আ্যাকোনিটম কাসমনথুম (বণবলনাগ) অতিসের মতই হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে 2000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় জন্মায়। এই শ্রেণীর গাছ থেকে পাওয়া ওষুধ আ্যাকোনিটম নগেন্সেরই অনুরূপ এবং প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত। বণবলনাগে ক্ষারীয় পদার্থ (অ্যালকালয়েড) ইউরোপীয় আ্যাকোনাইটের তুলনায় অন্দাজ দশ গুণ বেশী হলেও ওষুধের শক্তি ততটা নয়।

আ্যাকোনিটম ডিনারেহিজুম এবং আ্যাকোনিটম বর্গের আরও কিছু গাছ ভারতে

পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু ঔষধী ব্যবহারে তারা অত্যন্ত সীমিত।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ইশ্তিয়ান আকোনাইট নামীয় ওষুধ একাধিক শ্রেণীর সংমিশ্রণে তৈরী হয়।

(আকোনাইটে ক্ষারীয় পদার্থ বিষজনিত বলে সুনির্দারিত মাত্রায় এবং অতি সাবধানে ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় নানান রকম হানিকর ফলের সত্ত্বাবনা থাকে) পার্বত অঞ্চলের গাছে আকোনাইট অনেক বেশী থাকে, বিষাক্ত হল অন্যান্য উপকরণ এবং সেই জন্যই ওষুধ অত্যন্ত নির্দারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে এই ওষুধের প্রধান ব্যবহার হল বাতশূল (নিউর্যালজিআ) রোগে বাহ্যিক প্রলেপ।

৩. বচ

(কালামুস)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আকরস কালামুস	
বর্গ	:	অরেসি	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী অসমীয়া গুজরাতি কন্নড় সংস্কৃত মালয়ালম মারাঠী তামিল তেলুগু	: ঘোড়া বচ, সফেদ বচ থেমেপ্রী গঙ্গালোবজ বজেগিড়া ভূতনাশিনী ভাসমন্পে বেখন্ড ভাসমু ভাসা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘কালামুস’।

বর্ণনা

গাছ সাধারণতঃ খূব ছোট হয়। অত্যন্ত সুগন্ধিত প্রকাণ্ড নানান ভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির ওপর বহুবৃ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পাতা বেশ লম্বা (এক থেকে দেড় মি.) কিন্তু সেই অনুপাতে চওড়া কম (২ থেকে ৩ সে.মি.)। ফুলের উঁচির তলায় পাতার আকারের কাণ্ড থাকে। তাকে বলা হয় “স্পেথ”। বেলনাকার উঁচি বা স্পাইক ৫ থেকে ১০ সে.মি. লম্বা। এই বিশেষ প্রকারের উঁচিকে বলা হয় স্পেডিকস্। হালকা সবুজ রংয়ের ফুল, ছোট। ফল হলদে রঙের।

প্রাপ্তিষ্ঠান

সাধারণতঃ 200 মি. উচ্চতা পর্যাপ্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। বেশী জন্মায় উক্তর পূর্ব হিমালয়ের জলা, কর্দমাক্ত এবং নরম জমিতে। মহীশূর এবং অরণ্যে কিছু জায়গায় এই গাছের চাষও আজকাল হচ্ছে।

উষ্ণী শুণ

গাছের কাণ্ড শকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। (এতে উদ্বায়ী তেল আছে বলে বায়ুরোগনাশক অর্থাৎ পেট ফাঁপা এবং পেট ভার কমায় এবং ক্ষিদে বাঢ়ায়। পেট ফাঁপার ফলে ব্যথার জন্য এটা একটা ঘরোয়া ওষুধ। এই উদ্বায়ী তেলে শ্বাসনালীর লালাগ্রস্থিকে সক্রিয় করে বলে হাঁপানিরোগে উপকারী।

এতে ট্যানিন আছে এবং সেই জন্য অতিসর ও আমাশয়রোগে ফলপ্রদ। বমি করায় সাহায্য করে তবে মাত্রা বেশী হয়ে গেলে অত্যধিক বমির ভয় থাকে।

বচের পাতা এবং কাণ্ড পানীয় পদার্থকে সুগন্ধিত করার কাজে লাগে এবং কীটনাশক ওষুধেও নিয়মিত ব্যবহার হয়।

শিকড়ের চূর্ণ দিয়ে কৃমিনাশক ওষুধ তৈরী হয়।

বচের তেল স্নায়ুর পক্ষে মাদক। আলকোহলে তৈরী বচের রসে ষষ্ঠনা নাশের শুণ আছে, আয়ুকে শান্ত করে এবং সেই জন্য মানসিক রোগে উপকারী।

সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বচের কাণ্ড জীবাণুরোধেও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

4. বাসক

(আডুসা)

বেঁধা চির-২

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আড়াটোডা বাসিকা
বর্গ	:	অকেথেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : আডুসা, বানসা, ভাসিকা অসমীয়া : বাহক, হেৰুক, তৌশে গুজরাতি : আলদুসো, আরদুসি কঙ্গড় : আদুমোগে মালহালম : আতালোতাকম মারাঠি : আদুলসা ভার্মিল : আদাদেৱাই, আৱাধোৱাই তেলুগু : আদাসারামু দিল্লী : পিয়াবংশ

সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'বাসক'।

বৈজ্ঞানিক নামের মূলেও ঐ সংস্কৃত নাম।

বর্ণনা

হালকা হলুদে রংয়ের ডালশালামুক্ত । খেকে ২ মি. উচু গাছ, সর্বদাই প্রায় সবুজ থাকে। বন্ধমাকারের পাতা বেশ বড়। ফুল ঘন, ছেট স্পাইকের ওপর ফোটে। স্পাইকের বৃন্ত পাতার চেয়ে ছোট। স্পাইকের ওপর পাতার আকারে উপপত্র থাকে যার গায়ে ফন এবং মেটো শিরা থাকে। ফুলের কোরোনা (পত্রমূলাবর্ত) সাদা। তার ওপর বেশুনী দাগ থাকে। সুগারি আকারের ফল, বীজে ভর্তি।

প্রাণিস্থান

জলসিক্ত এবং সমতলভূমিতে ভারতে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। লোকাবাসের কাছেই বেশী।

গুরুত্বী গুণ

অজ্ঞ অব্যবহা তকানো পাতা ও ফুলের কাজে লাগে।



যেবা চিত্র 2: বাসক

বাসকের পাতায় ভাসিসিন নামীয় ক্ষারীয় পদাৰ্থ (অ্যালকালয়েড) এবং তেল থাকে। শ্বাসনালীৰ লালাগ্রস্থিকে সক্ৰিয় কৰে বলে শ্বেতানাশক হিসেবে বাসক প্ৰসিদ্ধ। বাসক পাতার নিৰ্যাস, রস বা সিৱাপ শ্ৰেষ্ঠা তৱল কৰে নিৰ্গমেৰ সুবিধা কৰে দেয় বলে সৰ্দি, কাশি এবং শ্বাসনালীৰ প্ৰদহমূলক বাধিতে বিশেষ উপকাৰী। অধিক মাত্ৰায় খেলে বমি এবং অসোয়াস্তি হওয়া খুবই স্বাভাৱিক। সামৃতিক পৱীক্ষায় বাসকেৰ গুণ প্ৰমাণিত।

অন্যান্য

বাসকেৰ পাতা সবুজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পাতা থেকে ইলদে রং পাওয়া যায়। বাসক পাতায় এমন কিছু ক্ষারীয় পদাৰ্থ আছে যাৰ ফলে ছত্ৰাক জন্মায় না এবং পোকামাকড় ধৰে না বলে ফল প্যাক এবং সঞ্চয় কৰাৰ কাজে ব্যবহৃত হয়। পাতায় কিছু দুৰ্গন্ধি আছে বলে পশুৰা মুখ দেয় না। সেই কাৰণে চাষ আবাদেৰ জন্য জমি উদ্ভাৱেৰ কাজে বাসকেৰ পাতা বিশেষ উপকাৰী।

5. বেল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এইঘে মার্মেলোস
বর্গ	:	কটেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : বেল অসমীয়া : বেল গুজৱাতি : বিলি করড় : বিলপাত্রে মালঘালম : ভিলভাম যারাঠী : বেল সংস্কৃত : বিন্দু, আফল তামিল : ভিলভাম তেলুগু : মারেডু সারা ভারতের সাধারণ নামই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

মাঝারি আকারের পাতা-ঝরা বৃক্ষ। পাতার বৃত্তে ৩ অথবা ৫ টি সহপত্র থাকে এবং শাখা প্রশাখায় বড় বড় কঁটা। হালকা সবুজ এবং সাদা মেশানো মিষ্টি গন্ধে ভরা ফুল, ব্যাস অন্দাজ আড়াই সে. মি। ছেট ছেট ওচে ফোটে। ফুল গোলাকার, ব্যাসেরেখা ৪ থেকে ২০ সে.মি। প্রথমে সবুজ এবং পাকলে অরু ধূসর। খোসা বেশ শক্ত। কফলা রংয়ের পাঁস অত্যন্ত সূস্থাদু এবং সূগন্ধিত।

প্রাপ্তিস্থান

সমতল ক্ষেত্রে ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনবোধে পোতাও যায়।

ঔষধী গুণ

পাকা অথবা আব পাকা ফুল ও ঘূঢ়ের কাজে লাগে। শাঁসের আঠা এবং শেকলিই বেলের প্রধান গুণ। দীর্ঘস্থায়ী অতিসার এবং আমাশয়ের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ধীরা কখন অতিসার এবং কখন কোষ্টবজ্জ্বল ভোগেন তাঁদের পক্ষে কুবই ভাল।

ব্যাসিলারি আমাশয় থেকে রোগমুক্তির পর আন্তরিক আরামের পক্ষে বেলের সরবৎ অতি উপাদেয়।

কাঁচা বা আধ পাকা বেল কিন্দে বাড়ায় এবং ইজমের শক্তিকেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

সম্প্রতি বাসায়নিক পরীক্ষায় সপ্রমাণিত হয়েছে যে বেল, বেলপাতা এবং গাছের শিকড়ে যথেষ্ট জীবাণুরোধের শক্তি আছে। (বাস্তারের অধিবাসীরা জ্বরে শিকড়ের ছাল প্রভৃতি পরিমাণে খেয়ে থাকে)।

অন্যান্য প্রয়োগ

বেল গাছের কাঠ থেকে যে কয়লা হয় প্রচুর-গ্যাস জনিত্রের পক্ষে তা উপযোগী।

শাসের মধ্যে যে আঠায় বিচি আটকে থাকে সেই আঠা বার্নিশে এবং কাঠ জোড়ার মশলা তৈরীর কাজে লাগে।

খোসা থেকে হলদে রং পাওয়া যায়।

6. কুলঞ্জন

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আলিনিও গালাংগা
বর্গ	:	জিঙ্গিবেরোসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কলিঙ্গন, সুগন্ধ বচ কমড় কমড় মারাঠী : দুম্পারাসমে সংস্কৃত : কোস্তা কুলঞ্জন তামিল : কুলঞ্জন পেরারস্টই

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে বাবসাহিক নাম ‘গলংগন’।

সাধারণতঃ বড় গলংগন বলা হয় কারণ এই বর্গের আর এক শ্রেণীর গাছ আছে যাদের বলা হয় ছোট গলংগন।

বর্ণনা

লতানে গাছ, প্রায় 2 মি.মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা 70 মি.মি. পর্যন্ত লম্বা, আন্দাজ 15 মি.মি. চওড়া, ওপর দিকে ঘন সবুজ, নিচের দিকে হালকা এবং কিনারায় সাদা আভাস থাকে। পাতার মধ্য শিরা খুব মোটা এবং স্পষ্ট। ফুল আন্দাজ 3 মি.মি. লম্বা, সবুজ আভায় সাদা, ঘন ওচ্ছে ফোটে। ফুলের পাপড়িতে লাল রংয়ের দাগ থাকে। আঙুর পরিমাণ ফনের রং ঘন কমলা। শিকড় অল্প সুরভিত।

প্রাপ্তিষ্ঠান

হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে এবং পশ্চিম ঘাটে পাওয়া যায়। ভারতের কিছু কিছু জায়গায় চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের প্রকাণ ও মুখের কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাত এবং শ্বাস প্রাসঙ্গিক পৌড়ায় (বিশেষভাবে শিশুদের) অভ্যন্তর উপকারী। পেটের অসুখে ফলপদ, শক্তিবর্ধক, দুর্গন্ধ এবং জীবানুনাশক। আদর গঙ্গের মতন মাদকতা আছে।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল আল্লিনিআ অফিসিনারুম। চীন দেশের এই গাছকেই
বলা হয় ছোট গলংগল যা এখন পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তর ভারতের বহু জায়গায় চাষ করা
হয়। ছোট গলংগল থেকে পাওয়া ওষুধের স্বাদ এবং গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।

7. ছাতিম (ডিটা বার্ক)

বেধা চিৰ-৩

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এলস্টেনিআ স্কলারিস
বর্গ	:	অ্যাপোসাইনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : ছাতিম অসমীয়া : ছেতেন কন্নড় : মাড্ডালে মালয়ালম : পালা মারাঠী : সত্তিন ওড়িয়া : চাতিনান সংস্কৃত : সপ্তপর্ণ তামিল : পালা তেলুগু : পালাইয

ভাৱতে ব্যাপ্ত ভাবে ব্যবহৃত নামেৰ ভিত্তিতে ব্যাবসায়িক নাম 'ছাতিম'।
মূলাবৰ্তে সাতটি পাতা এক সঙ্গে থাকে বলে সংস্কৃত নাম 'সপ্তপর্ণ'।

বৰ্ণনা

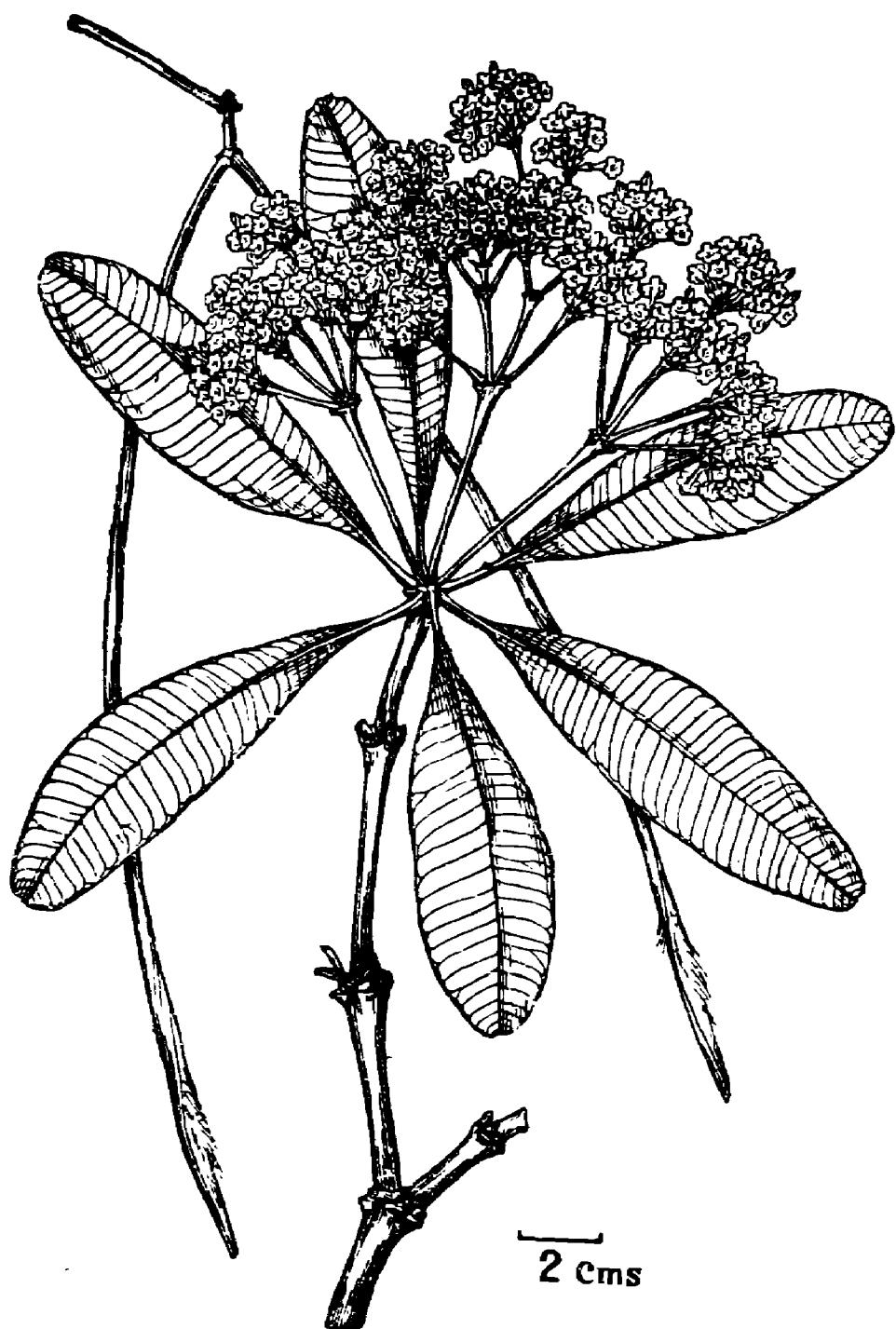
বিশাল চিৰসবুজ বৃক্ষ, 25 মি. পৰ্যন্ত উঁচু হয়। দুধেৰ মতন সাদা তেতো রস থাকে। গাছেৰ ছাল অসমতল, ধূসৱ বৰ্ণ। শাখা পত্ৰমূলাবৰ্ত বিশিষ্ট। গাছেৰ গুঁড়ি মোটা হয় বা মনে হয় যেন শাখা দিয়ে ঠেকনো দেওয়া আছে। 10 থেকে 15 সে.মি. লম্বা পাতা একই মূলাবৰ্তে 4 থেকে 7টা পৰ্যন্ত থাকে। শাখাৰ শীৰ্ষে সবুজ মেশানো সাদা রংয়ে ছেট্ট ছেট্ট ফুল থোকায় থোকায় ফোটে। 30 থেকে 60 সে.মি. লম্বা সৰু ফুল এক বৃন্তে সাধাৰণতঃ দুটো কৱে ঝুলে থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা দেশেৰ জলসিক্তি অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছেৰ ছাল শুকিয়ে নিয়ে ওমুধেৰ কাজে ব্যবহাৰ কৱা হয়।



ক্রনিক অতিসার এবং আমাশয়ে অতোস্ত উপকারী। জ্বর ধীরে ধীরে নামায বলে মালেরিয়াতেও উপকারী। অনান্দ ওষুধে জ্বর নামার সময় খুব ঘাম এবং পরে যে দুর্বলতা হয়, ছাতিমে তা হয় না।

চর্মরোগেও ছাতিম ফলপদ।

স্বায়ুর শক্তিসূত্রে অসাড়তা আনে বলে রক্তের চাপ কমাতে ছাতিম উপকারী। কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে অ্যাটিবাওটিক কোন শুণ বা শারীরিক ক্রিয়ায় সাহায্য করার কোন শক্তি ছাতিমের নেই।

অন্যান্য প্রয়োগ

ছাতিমের কাঠ দিয়ে খুব সাধারণ ফার্নিচুর, প্যাকিং কেস, চায়ের পেটি, পেনসিল এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী হয়। পুরাকালে ছাতিমের কাঠ দিয়ে শিশুদের লেখার জন্য তক্তা বানান হত। হয়ত সেই কারণেই এলস্টেনিয়ার পর “স্কলারিস” কথাটা যোগ করা হয়েছে।

৪. আলুই বা কালমেঘ (আলুগাফিস)

165

କାନ୍ଦିତ ଅନ୍ଧାରର ପାଇଁ ଆମେ ଯାଏଇଲୁ କାହାର କାନ୍ଦିତ
କାନ୍ଦିତ ଅନ୍ଧାରର ପାଇଁ ଆମେ ଯାଏଇଲୁ କାହାର

卷之三

ପାଇଁ ଏହା କରିବାକୁ ମାତ୍ର ନାହିଁ ।

278

ଶିକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀର ସବ ଅଂଶଟି ଓସନ୍ତର କାହାଙ୍କ ନାହିଁ ।

କାଳମେଘ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେତୋ କିନ୍ତୁ ପୁଣିକର । ଭୁର, କୃମି, ଆମିଶ୍ର, ପାଦାରଙ୍ଗ ଶାରୀର ଦୂର୍ବଲତା ଏବଂ ବାୟୁ ଆଧିକେ କାଳମେଘ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ । ଶିଶୁଦେର ଧ୍ରୁବ ରୋଗେ ଏବଂ ହଜ଼ମେର ଗୋଲମାଲେ ଫଳପ୍ରଦ ।

কালমেঘের পাতা থেকে তৈরী অলুই পশ্চিম বাংলার ঘরোয়া ওষুধ যা পেটের অসুখে শিশুদের দেওয়া হয়।

সাধারণ একটা বিশ্বাস ছিল যে সাপের কামড়ে কালমেঘ খুব উপকারী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কথাটা ভুল। তবে এও দেখা গেছে যে টাইফয়েড রোগে এবং জীবান্তরোধে কালমেঘ কার্য্যকরী।

(বাস্তারের অধিবাসীরা সরমের তেলে কালমেঘ গাছ বেটে নিয়ে চুলকানিতে লাগায়।)

9. ইসুরমূল

(ইশিয়ান বার্ষওয়ার্ট)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আরিস্টোলোকিআ ইভিকা
বর্গ	:	আরিস্টোলোকিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : ইশ্বরী গুজরাতি : আর্কমূল মারাঠী : সপাসন সংস্কৃত : ইশ্বরীমূল তামিল : উতামানএলাএ তেলুগু : শঙ্খগঞ্জিরা

বৈজ্ঞানিক এবং ইংরেজি নামের ভিত্তিতেই বাবসাইক নাম।

বর্ণনা

আরোহী লতা। নিচের শাখা শক্ত এবং মোটা, ওপরে হ্রদশঃ সরু এবং নরম। আসল শিকড়ও শক্ত এবং মোটা। সব পাতার আকার এক নয়। কিছু পাতা সরু, কিছু ডিস্কার্ড, মাথার দিকে চওড়া। অল্প সবুজ সাদায় ডেঁপু আকারের ছোট ছোট ফুল পত্রকক্ষে গুচ্ছে ফোটে। ফুলের মাথা ফিকে বেগুনী রংয়ের। ফল আনন্দজ ৫ সে.মি. লম্বা, চওড়া কম এবং নিচের দিক থেকে আরম্ভ করে ৬ ভাগে বিভক্ত।

প্রাপ্তিষ্ঠান

সমতল ক্ষেত্রে এবং পাহাড়ের নিম্নাংশে ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে ঘুবই সাধারণ।

ঔষধী গুণ

শুকিয়ে নেওয়া ডাল এবং শিকড় ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়।

নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় খেলে তবেই ইসুরমূলের শুণ। অল্প মাত্রায় হজমে সাহায্য করে এবং মাসিক রজ়স্বেরকে নিয়ন্ত্রিত করে। শক্তি বর্দ্ধক। মাত্রা বেশী হলে হজম প্রণালী এবং কিডনির অপকার করে, প্রচণ্ড বমি হয়, মাথা ঘোরে, গর্ভপাতেরও ভয় থাকে।

নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় শক্তি বর্দ্ধক, ঝর কমায় এবং রক্ত চাপেও কার্যকরী।

এই বর্ণের অন্য শ্রেণী

এই বর্ণের আর এক শ্রেণী হল আরিস্টালোকিআ। ব্রাকটেওলাটা (হিন্দী এবং
গুজরাতী : ক্রিমার; সংস্কৃত: ধূম্রপত্র; করড় : কালাঙড়কি; তামিল : গারিওরে পৰ্পকু)।
এই গাছ সমতল চূমিতে ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। বিশেষ ভাবে দেখা যায় রেণুর
জমিতে। এই গাছের ওমুধ কৃমি, ফোড়া, ক্ষত এবং পচা ঘায়ে খুব উপকারী।

10. শুয়ার্মসীড

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আর্টেমিসিআ মারিটিমা	
বর্গ	:	কম্পোজিট	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী কাশ্মীরি মারাঠী পাঞ্জাবী সংস্কৃত	: কিরমানি আজওয়ান, কির্মালা মুর্নি কির্মানি ওভা ফিলৌর গদাধর

আর্টেমিসিআ শ্রেণীর উদ্ধিদের কিছু কার্যকরী বৈশিষ্ট্যের
ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'স্যান্টানিন'।

বর্ণনা

আন্দাজ 1 মি. উচ্চ বহুবৰ্ষী এবং বহু শাখা প্রশাখাপূর্ণ সুগাঁথিত গাছ।

শ্বেতাভ পাতা 2 থেকে 5 সে.মি. লম্বা। শাখার নিচের দিকের পাতা অনেক ভাগে
বিভক্ত, ওপর দিকের পাতা পূর্ণাঙ্গ। ফুল অত্যন্ত ছোট এবং ছোট স্পাইকের ওপর
ফোটে।

প্রাপ্তিস্থান

উত্তর ভারতে কাশ্মীর থেকে কুমায়ুন পর্যান্ত 2000 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় পাওয়া
যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের কচি পাতা এবং ফুলের বৃন্ত শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।
বসন্তের শেষে অথবা গ্রীষ্মের প্রথমে অর্থাৎ গাছে ফুল পূরোপূরি ফোটার আগেই পাতা
এবং ফুলের বৃন্ত তুলে ফেলাই বিধেয়। এই সময় ঔষধী গুণের মূল উপকরণ 'স্যান্টানিন'
কচি পাতায় এবং পুষ্পবৃন্তে প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফুল ফোটার পর গাছের গুণ কমতে
শুরু করে।

স্যান্টানিন প্রধানতঃ কৃমি রোগের প্রতিফেৰক হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং সুতোকৃমি (প্রেড
ওয়ার্ম) আৰ গোলকৃমি (রাউণ্ড ওয়ার্ম) রোগে বিশেষ উপকারী। এই ঔষুধ সেবনের

ফলে কৃমি বড় অঙ্গে নেমে আসে এবং সেখান থেকে রেচকের সাহায্যে বের করে দেওয়া হয়। জ্বর এবং শোথ রোগেও উপকারী। শক্তি বর্দ্ধনে সাহায্য করে।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

এই বর্গের আরও বহুশ্রেণীর গাছ ও মুধের কাজে ব্যবহার হয়। আর্টেমিসিআ নিলাগিরিকা (সংস্কৃত : নাগদামী; বাংলা এবং হিন্দী : নাগদেনা; তামিল : মাচিপত্রি) ভারতের পার্বতা অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং কৃমি, হাঁপানি ইত্যাদি রোগে ব্যবহার হয়।

আর্টেমিসিআ অফসার্থিন কাশ্মীরে পাওয়া যায় এবং হজমী ও পৃষ্ঠিকর।

সেই কারণে বিশেষজ্ঞরা বার বার বলেন যে আর্টেমিসিআ শ্রেণীর গাছ ভারতে চাষ করা বিশেষ প্রয়োজন। চাষের পক্ষে অতি উপযুক্ত জায়গা হল 2000 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে।

11. বেলাডোনা

বৈজ্ঞানিক নাম	: অট্রোপা অকুমিনাটা
বর্গ	: সোলেনেসি
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী : আঙ্গুরসফা, সাগনগুর
কাশ্মীরি	: সাগনগুর

অট্রোপা বর্গের এক ইউরোপীয় শ্রেণীর গাছ অট্রোপা বেলাডোনা। সেই নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'বেলাডোনা'। এ শ্রেণীর চাষ ভারতে আবস্থ হয়েছে।

বর্ণনা

বহুষৰ্ষী গাছ, সাধারণত ৫০ থেকে ৯০ সে.মি. উচু। ৭ থেকে 15 সে.মি. লম্বা পাতা, বাদামী-সবুজ রং, শীর্ষে এবং মূলে, দুদিকেই সরু। পাতার অক্ষবর্তী অংশে ২ থেকে ৫ সে.মি. লম্বা ঘন্টাকৃতি ফুল একক বা একসঙ্গে দুটো করে ফোটে। ফুলের রং বাদামীর সঙ্গে হলদে মেশান। ফুল দেড় সে.মি. পরিধিতে গোলাকৃতি, রং ঘন রেগুলী, প্রায় কালোর কাছাকাছি।

প্রাপ্তিস্থান

কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে, 2,000 থেকে 3,500 মি. উচুতে জন্মায়। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের সব অংশ শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ক্ষারীয় পদার্থের মাত্রা গাছের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, ফুল ফোটার সময় কম, ফুল যখন সবুজ থাকে তখন সব চাইতে বেশী।

পাতা এবং অন্যান্য উর্দ্ধাংশ থেকে প্রস্তুত ওষুধ ঘাম, পাচক রস এবং মুখলালা কমায়। নিয়মিত অথচ থেকে থেকে আসা আস্ত্রিক কলিক ব্যথা এবং এ ধরণের অন্যান্য ব্যথায় উপকারী। ইংসানি এবং ছপিং কাশিতেও ফলপ্রদ।

শিকড় থেকে তৈরী ওষুধের গুণও প্রায় অনুরূপ কিন্তু শিকড়ে কিছু বিষাক্ত পদার্থ আছে, এই বিষাক্ত সেবনের চেয়ে বাহ্যিক ব্যবহারের ওষুধই বেশী প্রচলিত যেমন বাত, বাতশূল এবং ফেলার ওপর প্রলেপের জন্য মলম।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

অট্রোপা বেল্লাডোমা ইউরোপীয় শ্রেণীর গাছ যা আজকাল ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়মিত চাষ করা হচ্ছে। এই গাছের শিকড় (বেল্লাডোমা রেডিকস) এবং পাতা (বেল্লাডোমা ফলিউস), সেবনের মাত্রার অনুপাতে শক্তি বর্দ্ধক, শূলবেদন নিয়ারণে এবং স্নায়বিক স্থৈর্য সৃষ্টি কাজে ব্যবহৃত হয়।

আ্যাট্রোপিনের মতন চোখের মণি বিস্তৃত করার কাজে উপযোগী বলে বেল্লাডোমা থেকে তৈরী ওষুধ চক্র পরীক্ষায় এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কিছু বিষজনিত রোগেও বেল্লাডোমা প্রতিবেদক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

12. নিম

(মার্গেসা ট্রি)

রেখা চিত্র-৪

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আজাড়িরাক্টা ইশিকা	
বর্ণ	:	মেলিএসি	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী গুজরাতি কন্নড় মালয়ালম মারাঠী ওড়িয়া সংস্কৃত তামিল তেলুগু	: নিম লিঙ্গো বেঙ্গু ভেপা নিষ্বা, লিষ্বা নিম নিষ্বা ভেপা ভেপা

ভারতীয় অতি সাধারণ নামের ভিত্তিতেই বাবসায়িক নাম ‘নিম’।

বর্ণনা

নিম ভারতে বহুল পরিচিত বৃক্ষ। এই গাছের পাতা পালকাকৃতি এবং পাতারই অনুরূপ অনেক সহপ্ত্র থাকে। ছোট, সাদা, অল্প সুরভিত ফুল পত্রকক্ষে লম্বা গোছা হয়ে ফোটে। 1.2 থেকে 1.8 সে.মি. পরিধির ফুল গোলাকৃতি, কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকার পর হলদে এবং প্রত্যেক ফলে একটা করে বিচি থাকে।

প্রাপ্তিষ্ঠান

ডেকান উপদ্বীপে স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায়। ভারতের অনানন্দ দেশে, বিশেষ করে লোকাবাসের কাছে এবং পথের ধারে রোপন করা হয়।

ঔষধী গুণ

নিমের পাতা, ডাল এবং শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ঔষধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছাল তেতো কিন্তু পৃষ্ঠিকর, কোষ্ঠরোধক, পর্যা঵ৃত্ত জ্বর (যেমন মালেরিয়া) থামাবার পক্ষে এবং চর্মরোগে বিশেষ উপকারী।



ବ୍ୟା ଚିତ୍ର 4: ନିମ

পাতাও অত্যন্ত তেতো। চর্মরোগে এবং ফেড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ। সিন্ধু করে পাতার সার পদার্থও পান করা চলে।

শিকড় এবং পাতার চর্মরোগ প্রাসঙ্গিক এবং অ্যাণ্টিবায়টিক শুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত।

অন্যান্য প্রয়োগ

নিম কাঠ অত্যন্ত মজবুত এবং টেকসই বলে গৃহ নির্মাণে, কৃষি সরঞ্জামে এবং অন্যান্য বহুবিধ কাজে ব্যবহার হয়। গাছের ছাল থেকে যে আঠা বা তেল বের হয় তাও অনেক কাজে লাগে। শুকনো পাতা কাপড়ের ভাঁজে রাখলে কাপড়ে পোকা ধরে না।

13. बच्ची

(বাকোপা)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বাকোপা মন্ডিএরি
বর্গ	:	ক্ষেত্রফলেরিএসি
আধ্যাতিক নাম	:	হিন্দী
	:	গুজরাতি
	:	মালয়ালম
	:	সংস্কৃত
	:	তামিল
	:	তেলুগু
	:	ইংরেজী
	:	ব্ৰহ্মী, সফেদ চন্দ্ৰ
	:	জলব্ৰহ্মী, জলনেশ্বি
	:	বাৰ্ণা, নিৰ্বচী
	:	সৌমালতা
	:	সাম্রাজ্য এলাই
	:	সাম্রাজ্য আখন্দু
	:	থাই-লিঙ্গড পাটিউলা

বহু প্রচলিত ভারতীয় এবং বৈজ্ঞানিক নামের ডিক্ষিতে

ব্যবসায়িক নাম 'ব্রহ্মী' এবং 'বাকোপা'।

ବର୍ଣ୍ଣମା

ବ୍ରନ୍ଦୀର ଲତା ଛୋଟ ଏବଂ ଜମିତେ ଛଡ଼ାୟ । ଶାଖା ଏବଂ ପାତା ଅଭ୍ୟନ୍ତ ନରମ ଏବଂ ଶୀମାଲୋ । ଶାଖାର ପ୍ରହିତେବେ ଶିକ୍କଡ ଜ୍ଞାନ୍ୟ । ପାତାର କଙ୍କେ ଏବଂ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷେ ଫୁଲ ଫୋଟେ । ପାଚଟି ବୃକ୍ଷାଶ୍ରେ ଏକଟି ଅନ୍ୟ ସବଗୁଲୋର ଚାଇତେ ବଡ । ଫୁଲେର ରଂ ହାଲକା ନୀଳ ଏବଂ ପରିଧି ଆନ୍ଦାଜ । ସେ ମି ।

ଆଧୁନିକାନ

ବ୍ରଦ୍ଧୀ ଲତା ମାରା ଭାରତେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭିଜେ ଜାଯଗାୟ ପାଓଯା ଥାଏ । ଯେମନ ପୁକୁର ପାଡ଼େ, କ୍ଷେତ୍ରର ଧାରେ, ପାତକଯାର କାହେ ।

ପ୍ରସାଦୀ ଅଣ୍ଟ.

পরো গাছই ওষধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ବ୍ରହ୍ମୀ ଆୟୁର ପକ୍ଷେ ଶତି ବର୍ଦ୍ଧକ ବଲେ ଆୟବିକ ଅସୁଖତାଯ (ବିଶେଷ କରେ ଅଞ୍ଜାନ ବା ଦେହ ଆକ୍ରିପ୍ତ ହଲେ), ମାନସିକ ପୌଡାୟ ଏବଂ ମୁକ୍ରବର୍ଦ୍ଧକ ହିସେବେଓ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ।

ଶିଶୁଦର ଆସନାଳୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗେ ପାତାର ରମ ପାନ କରାନ୍ତେ ଦ୍ୱର୍ମ ଏବଂ ରୋଚକେର ଫଳେ ଯଥିଷ୍ଟେ ଉପକାର ହୁଏ ।

ଶିଶୁଦର ଜାତି ମର୍ମଶବ୍ଦି ପାତାର ବାତାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ହୁଏ ହୁଏ । ଶିଶୁଦର କର୍ମଶବ୍ଦି ପୁରୁଷଙ୍କ ମର୍ମଶବ୍ଦି ହୁଏ ହୁଏ । ଅନ୍ତରେ ଉପକାର ହୁଏ ହୁଏ ହୁଏ ।

ବ୍ରକ୍ଷମିର ଚାଲାକୁଣ୍ଡାତରିକ ନିର୍ମାଣ ପାତାର ପାତାର ହୁଏ । ବ୍ରକ୍ଷମିର ଚାଲାକୁଣ୍ଡାତରିକ ନିର୍ମାଣ ପାତାର ପାତାର ହୁଏ । ବ୍ରକ୍ଷମିର ନାମିର କର୍ମଶବ୍ଦି ହୁଏ । ବ୍ରକ୍ଷମିର ନାମିର କର୍ମଶବ୍ଦି ହୁଏ ।

14. দাক্ক হলদি

(ইংণিয়ান বারবেরি)

বৈশা চিত্র-5-6

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বেরবেরিস আরিস্টটা
বর্ণ	:	বেরবেরিডেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : রসৌল, দাক্ক হলদি, কিংগোরা কাশ্মীরি : রসতল মালয়ালম : মারা দারিসিনা মারাঠী : দাক্ক হলদ পাঞ্জাবী : কসমল সংস্কৃত : দাক্ক হরিদ্র তামিল : মারামনজল

বর্ণনা

কটকাকীর্ণ ঘন খোপ। কাঠ হলদে, শাখা সাদা বা ধূসর বর্ণ (স্নান)। লম্বায় ৪ থেকে 10 সে.মি. পাতা, চারিধারে তীক্ষ্ণভাবে দাঁতাল এবং শিরা খুবই তীক্ষ্ণ। কাটার প্রাণ্তিতে একাধিক ধরে। ফুল ছোট, রং হলদে, ছোট ছোট খোকায় ধরে। গাঢ় নীল বা বেগুনী রংয়ের ফল, ডিস্কার্ক্যুলেশন। বীজ অর্ধেক থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

2000 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে এবং নীলগিরি পাহাড়ে পাওয়া যায়।

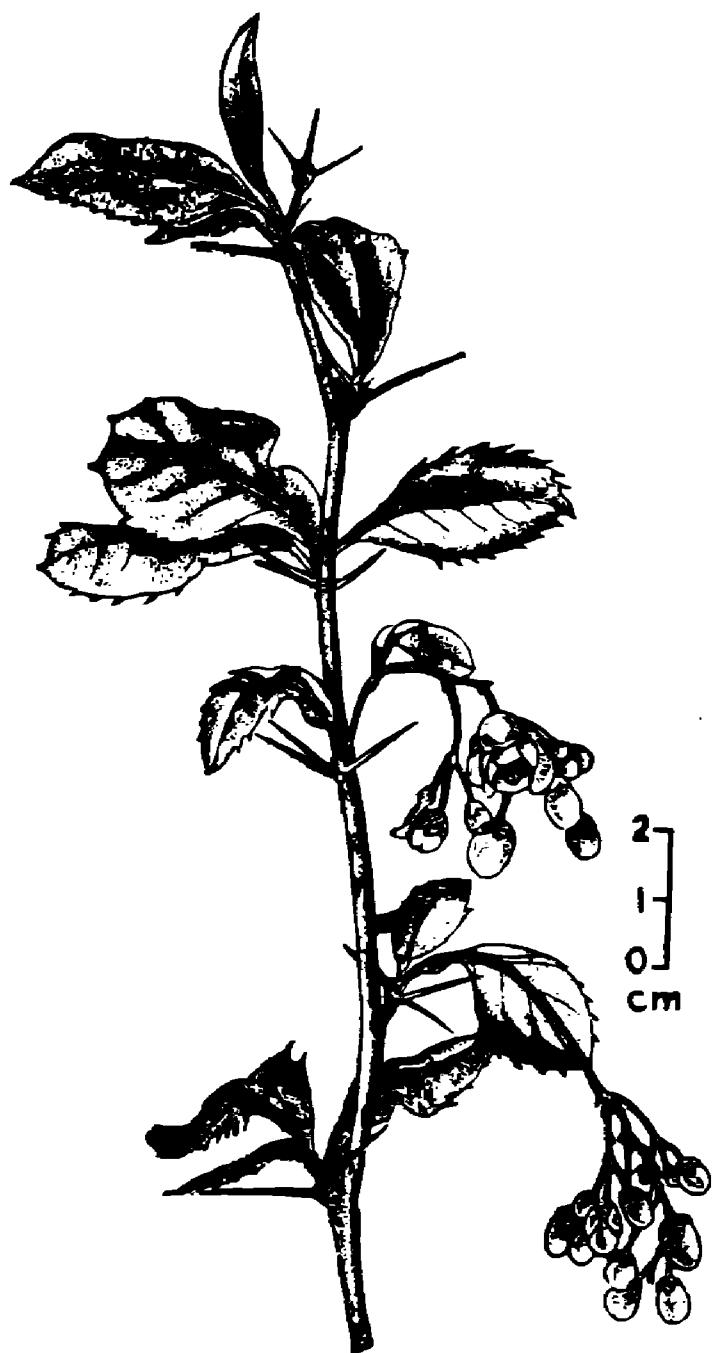
ঔষধী গুণ

এই গাছের এবং এই শ্রেণীর অন্য গাছের (যেমন বেরবেরিস এসিআচিকা অথবা বেরবেরিস লসিটেম, রেখাচিত্র-6) শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

ওষুধের প্রধান উপকরণ হল বেরবেরিন নামের ক্ষারীয় পদার্থ।

শিকড়, শিকড়ের ছাল এবং নিচের দিকের ডাল, জলে ফুটিয়ে, ছেঁকে এবং উবিয়ে থকথকে করে নেওয়া হয়। তারই নাম রসৌত। রসৌত জলে দ্রবণীয়।

যি এবং ফিটকিরি অথবা আফিম এবং লেবুর রসে মিশিয়ে রসৌত চোখের পাতার



চিত্র ৫: দাঙ্ক হলন্দি (বারবেরিস আরিসটা)



ব্রেথা চিত্র ৬. দাক হলদি (বানবেঁবিন নিনিঅম)

ওপর লাগালে নেতৃরোগে উপকারী। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে রসৌত ক্ষত, ফেড়া এবং ঘায়ে লাভপ্রদ। শধু প্রলেপই নয়, ফেড়ার চারিধারে রসৌতের ইনজেকসন দিলে উপকার পাওয়া যায়।

অন্যান্য ব্যবহার হল জ্বর, মৃদু রেচক এবং শক্তিবর্ধক হিসেবে। সম্প্রতি শশকের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জটিল পেটের অসুবিধে এবং কলেরায় রন্ধোত্ত কার্যাকরী। বহুদিন প্রয়োগের পর এখন জ্ঞানা গেছে যে ম্যালেরিয়ার জ্বর নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। পরীক্ষা করে আরও দেখা গেছে যে রসৌত শ্বাস প্রশ্বাসের এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াকে শান্ত করতে পারে। ক্ষয়রোগের জীবানুরোধের ক্ষমতাও রসৌতের আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

বেরবেরিস অ্যারিস্টাটার শিকড় এবং নিম্নভাগের শাখা থেকে হলদে রং পাওয়া যায় যা চামড়া ট্যান এবং রং করার কাজে ব্যবহার হয়।

15. পুনর্বা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বোএরহাভিআ ডিফুজা
বর্গ	:	নিকটাজিনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : পুনর্বা গুজরাতি : মোটো সাটাড়ো মারাঠী : টমবোড়ি ভাসু সংস্কৃত : বক্তকান্ত, পুনর্বা তামিল : মুক্কারাত্তেই তেলুগু : আতাকি, আতিকা মামিদি মধ্য প্রদেশ : পাথর চাট্টা

সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘পুনর্বা’। প্রাচীন সাহিত্যে
একে বলা হয়েছে শোখামু অর্থাৎ যা শোখ (ড্রপসি) বিনাশ করে।

বর্ণনা

বহু শাখা প্রশাখাময় লতা মাটির ওপরই ছড়ায় তবে অন্য গাছ বা ঝোপের সাহায্য পেলে
ওপরেও উঠে। প্রতি প্রষ্ঠিতে দুটো করে পাতা হয়, একটা বড়, একটা ছোট। পাতা
হৃদপিণ্ডাকার, ওপর দিকে সবুজ, নিচের দিকে সাদা। অল্প লাল, ছেউ ছেউ ফুল,
পত্রকক্ষে, ছোট শুচে ফোটে। ফুল গ্রাহ্য কৃত, পাঁচটা শৈলশিরা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

সাধারণতঃ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

পুরো লতা, বিশেষ ভাবে শিকড়, পাতা এবং বীজ থেকেই ঔষধ হয়।

ঔষধে পুনর্ভাইন নামীয় ক্ষয়ীয় পদার্থ আছে। ঔষধের প্রধান ব্যবহার শোখ
রোগে, পাশু রোগে (ন্যাবা) এবং গনেরিয়ায় প্রস্তাব বিরেচনে। অল্প মাত্রায় ইঁপানিতে
ফলপ্রসূ। বেশী মাত্রায় বমি হয়। প্রস্তাব বিরেচনের ক্ষমতা পশু পরীক্ষায় সপ্রমাণিত।

16. পলাশ

(বুটিআ)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বুটিআ মোনোস্পের্মা
বর্গ	:	পাপিলিওনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : পলাশ, তেসু, ডাক গুজরাতি : থাকরো সংস্কৃত : পলাশ তামিল : পলাশ তেলুগু : পালাশামু উর্দু : পলাশ পাপরা
		(আজমের-মেরওয়াড়া : চৌরা)

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'বুটিআ'।

বর্ণনা

ভারতে পলাশ অত্যন্ত পরিচিত গাছ। এর লাল এবং কমলা রংয়ের ফুলের এমনই প্রাচুর্য যে এই গাছকে বলা হয় 'দি ফ্রেম অফ দি ফরেষ্ট'। মাঝারি পাতা-ঝরা গাছ। পাতায় তিনটে উপপত্র থাকে, একটা বড় এবং আন্দাজ ৪ থেকে 12 সে.মি. পরিধির দুটো ছোট। পাতার ওপর দিকে মোলায়েম রোঁয়া, নিচে কঠিন শিরা। শীতকালে পাতা ঝরে যায় এবং পাতাহীন ডালে ফেরুন্যারী-মার্চ মাসে ছোট কিন্তু ঘন খোকায় ফুল ধরে, মনে হয় যেন লাল-কমলার আঙুল লেগেছে। পলাশের ফল চ্যাপ্টা শুঁচির মতন, বিচি একটাই থাকে। হয়ত সেই কারণেই পলাশকে বলা হয় 'মোনোস্পের্মা'।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। তবে মধ্য এবং পশ্চিম ভারতের মিঞ্চিত বা পাতা-ঝরা অঞ্চলে অত্যধিক।

ঔষধী গুণ

পলাশের লাল আঠা (যাকে বলা হয় বেঙ্গল কিনো বা বুটিআ গম) এবং বীজ ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়।

আঠায় টানিন আছে বলে উদরাময় রোগে খুব উপকারী। পরীক্ষায় সপ্রমাণিত যে পলাশের বীজে কৃমিনাশের শক্তি আছে এবং রাউণ্ড ও টেপওয়ার্মে অত্যন্ত উপকারী। বীজ সাট্টেনিনার পরিকল্পে ব্যবহার করা চলে। বীজের চূর্ণ লেবুর রসে মিশিয়ে চুলকানির ওপর লাগালে উপকার পাওয়া যায়। বীজ দাদের পক্ষেও ফলপ্রদ, শিকড়ের ছাল রক্ত চাপে কার্য্যকরী।

অন্যান্য

গালার পোকা পালনের কাজে পলাশ গাছ খুবই উপযোগী। ফুল থেকে হলদে রং পাওয়া যায়। পলাশের কাঠ জলে সহজে নষ্ট হয় না বলে পাতকুয়া এবং জল তোলা পাত্রের কাজে ব্যবহার হয়। পাতা দিয়ে দোনা তৈরী হয়।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

বুটিআ সুপার্বি (হিন্দী : পলাশ লতা) এক ঘন লতা যা সারা ভারতেই পাওয়া যায়। এর পাতার রস শিশুদের খোস পাঁচড়ার পক্ষে খুব উপকারী।

17. সোনালী বা বন্দরলতি (কসিআ)

বেৰা চিৰ-7

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কাসসিআ ফিস্টুলা
বর্গ	:	সেইসলপিনিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : অমলতস, কিলভালি, কিশালা, সিনার অসমীয়া : সোনার গুজৱাতি : গড়মালা কন্নড় : কাককে মালয়ালম : কৃত্তমালম মারাঠী : বাহাড়া সংস্কৃত : সৃভৰ্ণক তামিল : কোনেই তেলুগু : রেলা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। ফলের আকার কিছুটা বাঁশীর মতন বলেই হয়ত বৈজ্ঞানিক নামে 'ফিস্টুলা' কথাটোর প্রয়োগ।

বৰ্ণনা

মাৰারি উচ্চতাৰ গাছ। পাতা সংযুক্ত, আকারে বড় ঝকঝকে, স্বৃজ। ফুল উজ্জ্বল হলুদ রংয়েৱ, বড় বড় ওচে ফোটে। ফল 50 থেকে 60 সে.মি. লম্বা, রং ঘন বাদামি বা কালোৱ কাছাকাছি, বেলনাকাৰ। ফুল এবং ফলেৱ বৈশিষ্ট্যেৱ জন্য গাছ সাধাৰণ থেকে আলাদা, ঘন অৱগেণ দূৰ থেকে দেখা যায়। গ্ৰীষ্মেৱ প্ৰথমাৰহায় (মাৰ্চ-মে) পাতা ঝৱে যায় এবং ফুলে ভৱে যায়।

প্ৰাপ্তিশূল

15000 মি. উচ্চতাৰ পৰ্যন্ত ভাৱতেৰ প্ৰায় সৰ্বত্রই পাওয়া যায়। জলা জায়গায় এবং অৱস্থাৰ অৱগেণ সাধাৰণতঃ বেশী। বাচানে এবং পথেৱ ধাৰে রোপনেৱ জন্য রমণীয়।



বেষ্টি চিত্র 7: সোনালী বা বন্দরলতি

ঔষধী শুণ

গাছের প্রায় সমস্ত অংশই ঔষধের কাজে লাগালেও ফলই প্রধান এবং ভারতীয় ঔষধকোষে অন্তর্ভৃত।

ফলের শাঁস যাকে 'কাসসিআ পাই' বলা হয়, তা কোষ্ঠবন্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। পরিমাণে বেশী হলে হানিকর, পাতলা পায়খানা, গা বমি, পেট ব্যথা ইত্যাদি নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয়। 'সনায়' পাতার সংমিশ্রণ ছাড়া সেবন করা বিধেয় নয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

গাছের ছালকে বলা হয় 'সুমারি' এবং প্রচুর পরিমাণে ট্যানিন আছে। কাঠ অত্যন্ত শক্ত বলে ব্রীজ এবং কৃষি সরঞ্জামের কাজে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়।

এই বর্গের শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী 'সনায়' (কাসসিআ আংগুস্টিফোলিয়া, ইংরেজি-ইণ্ডিয়ান: সেনা; হিন্দী: সানাই; সংস্কৃত: চৃপদ; মালয়ালম: নীলাভক;) আরব এবং সোমালিল্যাণ্ডের ছোট ঝোপ যা এখন দক্ষিণ ভারতে সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা হচ্ছে। এই গাছের পাতা এবং ফল অত্যন্ত রেচক যা ক্রনিক কোষ্ঠবন্ধতার পক্ষে উপকারী। একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যে স্তন্যদানরতা মা যদি এই ঔষধ সেবন করেন তাহলে তাদের দুধে রেচকের ক্ষমতা দেখা দেয়।

কাসসিআ বর্গের আরও বহু গাছ আছে কিন্তু তাদের ঔষধী শুণ অত্যন্ত সীমিত।

18. ନୟନତାରୀ

(କାଥାରାନ୍ଧସ୍)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ক্যাথারানথস রউজ
বর্গ	:	অপোসাইনেসিআ
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : সদাবাহার মালয়ালম : উষামালারি মারাঠী : সদাফল ওডিয়া : আহিসকাটি তামিল : সুদুকাদু মল্লিকাই তেলুগু : বিরোগনেরু

१७८

সাধাৰণতঃ 1 মি. পৰ্যন্ত সোজা উচু গাছ। পাতা ডিস্কাকৃতি এবং একটা আৱ একটাৱ
ঠিক বিপৰীত দিকে হয়। 2 বা 3টি ফুল একসঙ্গে পত্ৰকক্ষে ফোটে। ফুলেৱ পাপড়ি
সাদা কিম্বা লাল ঘেঁসা গোলাপী। বিশেষ ক্ষেত্ৰে পাপড়ি সাদা হলেও নিম্নভাগে
গোলাপী বা লালেৱ আভা থাকে। ফুল পঁতি-আকাৰ এবং বহু বীজ থাকে।

ପ୍ରାଚୀନତାମ

ମୂଳତଃ ଏଟା ଯାଡ଼ିଚାକ୍ଷରେର ଗାଛ ତବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଦୁଇ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଦେର ଅସମ୍ଭବତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେହି ପାଓୟା ଯାଯା । ପ୍ରାୟଇ ଚାଷ କରା ହୁଯ ଏବଂ ଆପଣିଇ ଚାରିଦିକେ ଛଢିଯେ ପଢେ ।

ପ୍ରସାଦୀ ଶ୍ରୀ

শিকড়ই ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়।

বিষান্ত বলে জানা হলো সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এতে এমন ক্ষারীয় পদার্থ আছে যা 'রাউভেলোফিডা' উদ্ধিদ শ্রেণীতে পাওয়া যায়। 'রাউভেলোফিডা সাপেচিটনা' শ্রেণীতে যে 'আজমালিসিন' এবং 'সাপেচিটনা' পাওয়া যায়, নয়নত্ত্বার শিকড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে। নয়নত্ত্বার শিকড়ের ক্ষারীয় পদার্থে ইলিয়নিশ্চাহ

শুণ আছে। পশ্চজনিত পরীক্ষায় দেখা গেছে যে নয়নতরার নির্ধাসে লুকোমিওড়া
রোগের প্রতিশেখক আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

নয়নতরা বাগানের অনবদ্য শোভা, কারণ সারা বছরই এর ফুল ফোটে। সেই জন্যই
হিন্দীতে বলা হয় ‘সদৰহার’। গাছ খুব বলিষ্ঠ বলে বাগানের পক্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

ক্যাথারনথসু পুসিঙ্গুস (সংস্কৃত : সংখ্যাফুলি; তামিল : মিলাগাই পুগু) আগাছার মতন
জন্মায় এবং কচিবাতে (লম্বাগো) উপকারী।

19. থানখুরিআ

(সেটেল্লা)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সেটেল্লা এশিআচিকা
বর্গ	:	আমেলিফোর
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : ব্ৰীক্ষী, ব্ৰৰ্কাতুকি গুজৱতি : বাৰ্মি কমড় : ভাঙেলাঙা মাৰাঠী : ব্ৰাক্ষী পাঞ্জাবী : ব্ৰাক্ষী বুটি সংস্কৃত : মন্তুকপণী তামিল : ভোল্লারেই এলাএ তেলুগু : বেঙ্কুড় (নাগা পাহাড় এবং আসাম : অঘিৱ)

পাতার আকার ভেকের পায়ের মতন বলে সংস্কৃত নাম 'মন্তুকপণী'।

বৰ্ণনা

এই লতা মাটির ওপর ছড়ায় এবং এর বিসর্পিত শাখার গ্রহিতে শিকড় জন্মায়। 2 থেকে 4 সে.মি. ব্যাসের পাতা গোল বা বৃক্ষাকৃতি এবং কিনারা দাঁতাল। ফুল ঝুবই ছেট, ফ্যাকাশে লাল এবং এক খোকায় 3 থেকে 6 টা ফুল থাকে। ফুল বাৰ্লি দানার মতন ছেট, 7 থেকে 9 টা শৈলশিরা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

জলা জায়গায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়, যেমন নদীতটে, ঝর্ণার ধারে, পুকুর পাড়ে এবং ক্ষেত্রের ধারে কাছে।

ঔষধী গুণ

সাধারণতঃ তাজা পাতা এবং শাখা শুকিয়ে নিয়ে ওষুধ হয় তবে শিকড় এবং বীজও ওষুধের কাজে লাগে।

পাতা কিম্বা লতার সব অংশই জলে সিদ্ধ করে সারাংশ কৃষ্টরোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। থানখুরিআতে ‘এশিআচিকোসাইট’ থাকে এবং সেই জন্যই কৃষ্টরোগে কার্য্যকরী। পশুজনিত পরীক্ষায় দেখা গেছে যে চামড়া, চুল এবং নখ উৎপাদনের মূল শক্তিকে স্ক্রিপ্ট করার শৃণুও এই ওষুধের আছে।

কিছু ক্ষয়রোগে এবং মস্তিষ্কের শক্তিবর্দ্ধক হিসেবেও থানখুরিআ উপকারী।

20. সোমরাজ

(সেন্ট্রালেক্স)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সেন্ট্রালেক্স অনথেলমিটিকম
বর্ণ	:	কম্পোজিট
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : সোমরাজ, বঙ্গীরা গুজরাতি : কালিজিরি কন্নড় : কাদু ফিরাজে মালয়ালম : কাটুজিরাকম মারাঠী : কানেঞ্জিরি পাঞ্জাবী : সোমরাজ সংস্কৃত : সমরাজি তামিল : কটুশ্চিরাগম তেলুগু : আধাভিজিলকারা

বৈজ্ঞানিক এবং সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘সেন্ট্রালেক্স’ এবং ‘সোমরাজ’। বৈজ্ঞানিক নামে ‘অনথেলমিটিকম’ থেকেই বোৱা যায় কৃমিরোগে এই ঔষধের উপকারিতা।

বর্ণনা

সোজা, লম্বা গাছ। শাখা এবং পাতা অভিসূক্ষ্ম রোঁয়ায় ঢাকা। পাতা 6 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, চারিধারে দাঁতাল এবং নিম্নাংশে বৃত্তাকার। ছোট ছোট থোকায়, দেড় থেকে আড়াই সে.মি. ব্যাসের পুষ্পবৃন্ত থাকে এবং প্রতি বৃন্তে 30 থেকে 40 টি অভিসূক্ষ্ম ফুল ফোটে। বৎসর থেকে পাঁচ হয় মি.মি. লম্বা ফলের বৈজ্ঞানিক নাম ‘এচেনেস’। বেলনাকার এই ফল অনেকটা যৌরি দানার মতন কিন্তু লোমশ এবং দশটা শৈলশিরা থাকে। ফলের মাথায় লালচে রোম থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

1500 মি. উচ্চতা পর্যান্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। বেশী দেখা যায় লোকাবাসের কাছে, পোড়ো জায়গায়।

গুণ ও শক্তি

গাছের তাজা বীজ (যত তাজা সংস্করণ) শুকিয়ে ওযুধ হয়। গাছের বৈজ্ঞানিক নাম থেকেই স্পষ্ট যে এই ওযুধ কৃমিনাশক এবং সুতোকুমিতে খুব উপকারী। প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে সোমরাজ শক্তি বর্দক, জীবানুপ্রতিরোধক এবং প্রস্তাব উত্তেজক কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এইসব কোন গুণই এই ওযুধের নেই। সুতাকুমিনাশের গুণ হাসপাতালের পরীক্ষায় সপ্রমাণিত।

21. ইপেকাক

বৈজ্ঞানিক নাম : সেফাএলিস ইপেকাকুআনহা
বর্গ : রুবিএসি

বর্ণনা

ছেটি মাটিতে ছড়ান লতা। শিকড় সাধারণতঃ পাতলা এবং বহুর পর্যাপ্ত ছড়ায়। পূর্ণবর্দ্ধিত শিকড় শুচ্ছ হয়ে থাকে। পাতার কিনারা সোজা, শেষপ্রাপ্ত তীক্ষ্ণাগ এবং বিপরীতমুখী হয়ে জোড়ায় জোড়ায় ফোটে। ফুল সাদা, ছোট এবং থোকা থোকা হয়ে ফোটে।

প্রাপ্তিষ্ঠান

ভারতীয় লতা নয়। ব্রেজিলের গাছ, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়। আজকাল পরীক্ষামূলকভাবে দক্ষিণ ভারতেও চাষের প্রচেষ্টা হচ্ছে।

ঔষধী গুণ

গাছের শিকড়ই ঔষধের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বাজারে ইপেকাক নামে প্রসিদ্ধ। আমাশয় এবং অক্ষুধায় অত্যন্ত উপকারী। মাত্রাধিকো বমি হয় বলে কাশিতেও খুব কাজে লাগে। স্বেদজনক গুণ আছে বলে, ঘামও হয় খুব।

পৃথিবীতে ইপেকাকের চাষ পশ্চিমবঙ্গে সব চাইতে বেশী হয়। যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাতে ভারতের প্রয়োজন পূরো হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ অন্তত বছরে 50,000 কিলো শুকনো শিকড়। বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে বলে ব্যবসার সুযোগ খুব বেশী এবং সেই কারণেই অধিকতর চাষের প্রয়োজনও হীকৃত।

22. কুইনাইন

বৈজ্ঞানিক নাম	: সিন্কোনা
বর্গ	: রুবিওসি
আঞ্চলিক নাম	: ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই কুইনাইন নামেই পরিচিত। সিন্কোনা গাছের ছালের আসল শুণকে বলা হয় 'কুইনাইন'।

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'সিন্কোনা'।

বর্ণনা

সিন্কোনা ভারতীয় গাছ নয় এবং এ বর্গের কোন গাছই প্রাকৃতিক ভাবে ভারতে জন্মায় না। এ বর্গের যে সব শ্রেণীর গাছের চাষ ভারতে করা হয় তার মধ্যে প্রধান চারটি হল :

- ক) সিন্কোনা কালিসায়া (ব্যবসায়িক নাম কালিসায়া বার্ক, পেরুভিয়ান বার্ক)। নীলগিরি
পর্বত এবং সিকিমে এ গাছের চাষ হয়।
- খ) সি. লেজেরিআনা (লেজের বার্ক)। এইটাই সাধারণ সিন্কোনা গাছ যার চাষ
পশ্চিম বাংলায়, আসামে এবং দক্ষিণ ভারতে খুব বেশী হয়।
- গ) সি. অফফিসিনালিস (ব্রাউন বার্ক, লেকসা বার্ক)। চাষ একমাত্র
নীলগিরিতেই হয়।
- ঘ) সি. সুককিরুৱা (রেড বার্ক)। সাতপুরা পাহাড়, সিকিম এবং দক্ষিণ ভারতে
চাষ হয়।

ঔষধী গুণ

সব শ্রেণীরই গাছের ছাল শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ছালের
অনেক শুণ কিন্তু কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার মহীৰুধি বলে বিখ্যাত। জুর তাড়াতাড়ি নামায়
এবং উপযুক্ত পরিমাণে নিয়মিত সেবন করলে বার বার জুর আসার হাত থেকে নিষ্কৃতি
পাওয়া যায়। জীবানন্দশের কিছু শুণ কুইনাইনে আছে বলে নিউমোনিয়া, আমিবা
আমাশয় এবং নেত্রোগেও ব্যবহার করা হয়।

কুইনাইন দিয়ে তৈরী কিছু ওষুধ বাতরোগে প্রলেপের কাজে লাগে এবং কুলকুচার জন্মেও ভাল।

কুইনাইনের মাত্রা বেশী হলে সাময়িক ভাবে (কখন কখন স্থায়ী ভাবেও) মাথা ঘোরে, গা বমি দেয় এবং শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিকেও ক্ষীণ করে। হৃদরোগাক্রান্ত রোগী এবং গর্ভবতী নারীকে কুইনাইন ভিত্তিক কোন ওষুধই দেওয়া হয় না।

1970-71 সালে 8 লক্ষ টাকা মূলোর সিন্কোনা ছাল এবং ছালের নির্যাস ভারত থেকে রপ্তানি করা হয়েছিল।

অন্যান্য প্রয়োগ

কুইনাইন ভিত্তিক এবং সিন্কোনা ছাল থেকে তৈরী কিছু ওষুধ কীট নিবারক হিসেবে কাপড়জামা, পালক, ফার ইত্যাদি রক্ষার কাজে এবং উকুন মারার কাজে ব্যবহার করা হয়।

কুইনাইন বের করে নেওয়ার পর গাছের ছাল টানিংয়ের কাজে লাগে।

23. দারুচিনি

বেংগালি চির্ক-৪

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিরামোমুম জেইলানিকুম
বর্গ	:	লরিসি
আঘাতিক নাম	:	হিন্দী দালচিনী
	:	শুজরাতি দালচিনী
	:	কমড় লবঙ্গপত্তি
	:	মারাঠী দালচিনী
	:	ওড়িয়া দালচিনী
	:	পাঞ্জাবী দালচিনী
	:	সংস্কৃত দারুশীলা
	:	তামিল কান্নালবঙ্গপত্তি

শ্রীলঙ্কায় এই গাছ প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে জন্মায় বলে বৈজ্ঞানিক নামে জেইলানিকুম কথাটার ব্যবহার।

বর্ণনা

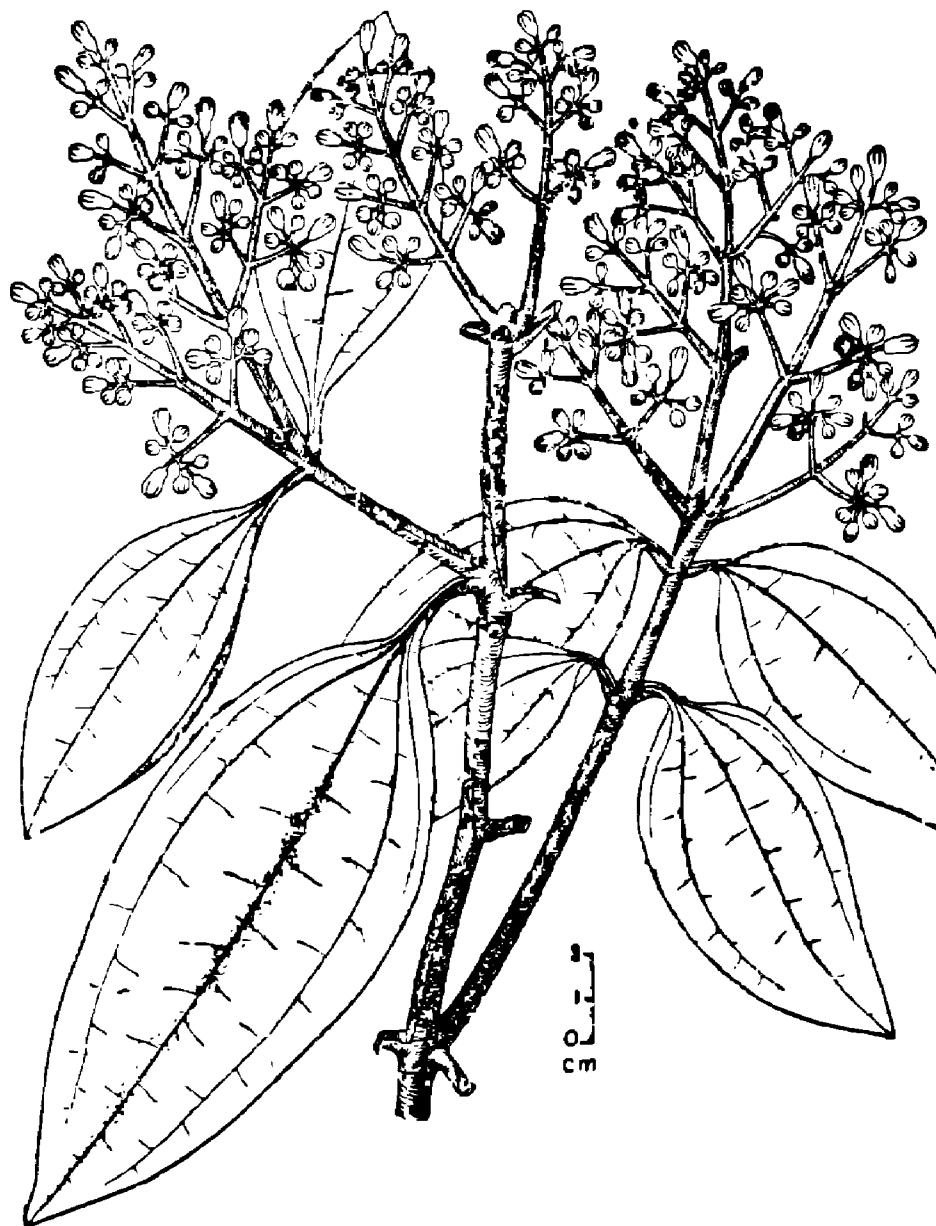
চিরসবুজ গাছ অর্থাৎ বছরের কোন সময়েই পুরোপুরি ভাবে পত্রবিহীন হয় না। উচ্চতা ৬ থেকে ৪ মি। পাতা বেশ বড়, ডিস্কার্ডি, মোটা, কিছুটা চামড়ার মতন, তৌষ্ণাগ্র, উপরে উজ্জ্বল সবুজ, নিচের দিকে হালকা। পাতার প্রধান শিরা মূল থেকে মধ্য পর্যন্ত স্পষ্ট এবং সংখ্যায় ৩ থেকে ৫। রোঁয়া ভরা বড় বড় শুচে ছেট ছেট ফুল ফোটে। দেড় থেকে দু সে.মি. লম্বা ফল ডিস্কার্ডি, রং বেগুনী এবং তিতরে একটি মাত্র বিচি থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

১৫০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে জন্মায় তবে বেশী দেখা যায় ২০০ মি. বা তারও কম উচ্চতায়। ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের ডাল কেটে ছাল ছাঢ়িয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর তেতরের শুকনো ছালকে দারুচিনি বনা হয়। সেইটাই ঔষধের কাজে লাগে।



রেখা চিত্র ৪: দাঙচিনি

পেটের অসুখ এবং গা বমিতে দারুচিনি উপকারী। রান্নার মশলা হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

দারুচিনির ছাল থেকে বের করা তেল, সিনামম বার্ক অয়েল ছালের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী। হজমের শক্তি বাড়ায়, পাকস্থলীর প্রদাহ এবং বায়ু রোগ সারায়। জীবাণু নাশের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলে দারুচিনির তেল দাঁতের ব্যথাতেও ফলপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

পাতা থেকে পাওয়া তেল সৌরভাবিত করার কাজে ব্যবহার হয়, সাবান, মিষ্টি ইত্যাদি সংরক্ষণের কাজে এবং বাতজনিত বাথায় উপকারী।

দক্ষিণ ভারত, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দাজান দারুচিনি চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

ক) সিঙ্গারোম্যুম ক্যামফোরা (কপূর)। নীলগিরি এবং উত্তর ভারতের কোন কোন উদ্ধিদ উদ্যানে এই শ্রেণীর চাষ করা হয়। গাছের পাতা এবং কাঠ চোলাই করে কপূর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ হাত পা মচকে গেলে বা ফুললে এবং বাতের ব্যথায় কপূরের প্রলেপ অন্যন্ত উপকারী। কিছু পেটের অসুখে এবং হৃদযন্ত্রজনিত রোগে কপূর ভিত্তিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

কপূরের আরও বহু ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং প্রতি বছর আন্দাজ 5000 কুইন্টাল কপূর ভারতে আমদানি করা হয়। আজকাল তুলসী বর্গের ওসিয়াম শ্রেণীর গাছ থেকেও কপূর পাওয়া যাচ্ছে।

খ) সি তামলা (বাংলা : তেজপাতা; হিন্দী : তেজপাতা; সংস্কৃত : তমালপত্র; তামিল: তালিসপত্রি)। এই শ্রেণীর গাছ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ে পাওয়া যায়। পাতা প্রায়শঃ রান্নার মশলা হিসেবেই প্রিমিয়া তবে পেটের অসুখ, পেট বাথা এবং বায়ু রোগে উপকারী।

24. কালসিকুম

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কালসিকুমলু, টেউস
বর্গ	:	লিলিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : হিণগতুভিআ
		কাশ্মীরি : ইরকিম, মুণ্ড
		পাঞ্জাবী : সুরঞ্জম কারভি
		সংস্কৃত : হিণগতুত

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘কালসিকুম’।

বর্ণনা

বাসিরিক গাছ, শব্দাকার, বাদামী রংয়ের কন্দ, একদিকে চ্যাপ্টা, অন্যদিকে গোলাকার। পাতা কিছু লম্বা ধরণের কিন্তু শীর্ষদিকে চওড়া। ফল ধরার আগে পাতা ক্রমশঃ বড় হয়ে লম্বায় 25 থেকে 30 সে.মি. লম্বা এবং এক থেকে দেড় সে.মি. পর্যন্ত চওড়া হয়ে যায়। আড়াই থেকে চার সে.মি. বাসের ফুল বড় হলদে এবং 7 থেকে 10 সে.মি. লম্বা। শীর্ষবর্ক ফল আড়াই থেকে চার সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিস্থান

700 থেকে 2800 মি. উচ্চতায়, হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে, জঙ্গলের ধারে এবং ঘাসভর্তি মাঠে পাওয়া যায়।

ঔষধী শুণ

ঠিক ফুল ফোটার আগে তাজা কন্দ থেকে যে ঔষুধ তৈরী হয় তাকে বলা হয় কালসিকুম করম, পাকা এবং শুকনো বিটি থেকে হয় কালসিকুম সীড়।

কন্দেই গাছের আসল শুণ। বাস্থায় এবং গেঁটে বাতে বিশেষ উপকারী। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গোছে যে অল্প পরিমাণে বহু দিনব্যাপী ঔষুধ সেবনের ফলে শতকরা ষাটজন রেগী সুস্থ হয়েছেন। এই ঔষুধের ফলে কখনও কখনও আল্ট্রিক জ্বালা দেখা দেয়। বেন্নাডোরা তার প্রতিষেধক।

বিটির খোলাতেও, কন্দ পরিমাণ না হলেও, কালসিকুমের শুণ ষাপ্টেষ্ট আছে যা একই ভাবে ব্যবহার করা চলে।

পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে কলসিসিন প্রয়োগে ক্যানসরগ্রন্তি কোষে প্রভাব পড়ে, রোচাবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং একস্থানে চিকিৎসার পথ সহজ করে দেয়। এ বিষয়ে গবেষণা এখনও চলছে বলে ওষুধের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ আপ্রাপ্ত হয় না।

এই গাছের চাষ 1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে করা সম্ভব।

অন্যান্য প্রয়োগ

উদ্ভিদ প্রজনন প্রাসঙ্গিক গবেষণার কাজে কলসিসিন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ গাছের কোষ এবং ক্রোমোসোমের সংরক্ষণ বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

25. তিতা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কপটিস তিতা
বর্গ	:	রানুনকুলাসি এ
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : মামিরা, মিশমি তিতা অসমীয়া : তিতা মিশমি : আরোং, পাওয়া
সাধারণতঃ স্থানীয় নামেই পরিচিত।		

বর্ণনা

ছোট নিষঙ্কাণ্ড গাছ। সোনালী ঘেঁষা হলুদ রংয়ের ঘন অংশে শিকড়, কিছুটা কাঠের মতন শক্ত এবং অভ্যন্তর তিতা। কেশহীন পাতা সংমিশ্রিত, সহপত্র পাঁচ খেকে সাড়ে সাত সে.মি. পর্যন্ত লম্বা, কিছুটা ডিম্বাকৃতি এবং প্রান্তদেশ তীক্ষ্ণ। ফুল এক খেকে তিন, ছোট, সুষম এবং সাদা। বীজ ভর্তি ফুল ত্রিকোণাকার। বীজের রং কালো।

প্রাপ্তিস্থান

অরুণাচল প্রদেশের মিশমী পাহাড়ের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়।

ঔষধী গুণ

তিতা শিকড় নামে পরিচিত, শুকিয়ে নেওয়া কাণ্ড ঔষধের কাজে ব্যবহার করা হয়। টনিক, পাকস্থলী প্রাসঙ্গিক দৌর্বল্যে ফলপ্রসূ এবং সবিরাম জুরে বিশেষ উপকারী।

বাবেরীণ বর্গের অ্যালকালয়েডের মতই এর কার্যকারিতা। রপ্তানীর যথেষ্ট চাহিদা আছে। অত্যধিক শোষণের ফলে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া গাছ অভ্যন্তর দুর্বল বলে আজকাল রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত।

এই গাছের প্রধান অপমিত্র হল থালিকক্রম এবং পিত্রোরিজা।

26. হলদিগাছ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কোসসিকিউম ফেনেষ্ট্রাটুম
বর্ণ	:	মেনিসপেরমেসি
আঞ্চলিক নাম:	:	হিন্দী : বাড়ি হলদি কন্নড় : মরমাঙ্গলি মারাঠী : ভেনিভেল সংস্কৃত : দারুহরিদ্রা তামিল : মরমাঙ্গলি তেলুগু : মনুপাসুরু

বর্ণনা

বেশ বড়, ঘন আরোহী লতা। ছাল হলুদ বর্ণ। প্রথমাবস্থায় লতার শাখা প্রশাখা রোঁয়ায় ভরা থাকে। পাতা অনেকটা চামড়ার মতন, চকচকে, ওপর দিকে মসৃণ, নিচের দিকে কিছু রোমশ, গোলাকৃতি এবং তীক্ষ্ণাগ্র। পাতায় ৫ থেকে ৭ টা শিরা থাকে। ছোট ছোট গোছায় ছোট ছোট ফুল।

প্রাপ্তিস্থান

দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে পশ্চিম ঘাটেই বেশী পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

লতার ডালপালায় বেবেরিন নামীয় ওমুধ থাকে এবং শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

জুর, শারীরিক দুর্বলতা এবং কিছু ধরনের অজীর্ণতায় উপকারী। বীজানুনাশক গুণ আছে বলে ফোড়া এবং জখমে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই লতার শিকড়ে আণ্টিবাওটিক গুণও যথেষ্ট আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

এই লতার ডাল থেকে হলদে রং পাওয়া যায় যা আলাদা ভাবে অথবা হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে রং করার কাজে ব্যবহার করা যায়।

27. কৃষ্ট

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কোষ্টাস স্পেসিওসম্
বর্গ	:	জিংজিবেরোসিএ
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কিউ গুজরাতি : পোকাকমূল করাড় : চেঙালভাকসু মালয়ালম : কোএটাম মারাঠী : পেনভা পাঞ্জাবী : কেওলি সংস্কৃত : কৃষ্ট তামিল : কুরারাম তেলুগু : কিমুকা

বর্ণনা

সোজা, শক্ত ডঁটাইৰী লতা। কাণ্ড সমতল ভাবে ছড়ান। প্রায় বৃত্তিহীন পাতা 15 থেকে 20 সে.মি. লম্বা, তলার দিকে মসৃণ রোমাবৃত। লাল কোরকে নলাকার সাদা ফুল, 5 থেকে 13 সে.মি. স্পাইকে ঘন গুচ্ছে ফোটে। বৈদ্রিক আবরণে ত্রিকোণ ফলের রং লাল। বৌজ কালো।

প্রাপ্তিষ্ঠান

প্রায় সারা ভারতে 1200 মি. পর্যন্ত উচ্চতায় এবং সমতল ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে পরিভ্রমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শিকড়ের জন্য চাষণ করা হয়।

ঔষধী গুণ

তাজা এবং শুকিয়ে নেওয়া শিকড়ই ঔষধের কাজে ব্যবহার করা হয়। কাণ্ডের আঠা মৃদু কোষ্টবৰ্ধক এবং শক্তিদায়ক। শিকড়ও কোষ্টবৰ্ধক এবং উত্তর প্রদেশে গাছের শিকড় বনবৰ্ধক ও যৌনশক্তিবৰ্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সদি, জ্বর, কাশি, ডিসপেসিজ্যা, কৃমি, চর্মরোগ এবং সাপের কামড়েও শিকড় উপকারী।

এই বর্গের গাছ থেকে স্ট্রিয়ডও পাওয়া যায় কিন্তু ডায়সজেনিনের পরিমাণ ডায়ঙ্কোরার তুলনায় অনেক কম।

এই বর্গের গাছ থেকে নিঃসারিত স্ট্রিয়ডের কিছু প্রকরণের গ্রহিতাত এবং যন্ত্রনাদায়ক অঙ্গস্ফীতির প্রতিষেধক শৃণ পরীক্ষামূলকভাবে সপ্রমাণিত। কিছু প্রকরণে স্থানীয় অনুভূতিনাশের শৃণও দেখা যায়।

কাস্ত থেকে নিঃসারিত আলকালয়েড হৃদপিণ্ডের পক্ষে শক্তিবর্ধক, সবিরাম বেদনার প্রতিষেধক এবং মৃত্যুবর্ধক।

অন্যান্য ব্যবহার

গাছের কাস্ত রাঙ্গা করে খাওয়া যায়। কাস্তে শ্রেতসার অনেক কিন্তু এই ধরণের অন্যান্য নলাকৃতি কাস্তের তুলনায় আঁশ অনেক বেশী।

28. সিষ্টোপোগন

বৈজ্ঞানিক নাম : সিষ্টোপোগন মার্টিনি
বর্গ : গ্রামিনী

সিষ্টোপোগন বর্ণের বহু শ্রেণীর গাছ ভারতে জন্মায় এবং কিছু কিছু চাষও করা হয়।
কিছু শ্রেণীর ঔষধী গুণ আছে বলে স্বীকৃত হলেও প্রাধান্য খুব বেশী কোনটারই নেই।

বর্ণনা

সিষ্টোপোগন বড় এবং উচু ঘাস যার পাতা অত্যন্ত সুবাসিত। পাতা থেকে তেল বের করে সুগন্ধিত করার কাজেই বেশী ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে প্রধান এবং ওষুধের কাজে প্রয়োগ হয় :

ক) সি. সাইট্রিটাস যা ভারতের বহু জায়গায় চাষ করা হয়। পাতা থেকে প্রাপ্ত তেলের নাম ওয়েষ্ট ইভিয়ান লেমনগ্রাস অয়েল। এই ঘাসের পাতা কখনও কখনও চা পাতার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। পানীয় সুস্বাদু, শরীর তাজা করে।

খ) সি. ফ্রেকসুওসুস। দক্ষিণ ভারত, উত্তর প্রদেশ এবং সিকিমেই সাধারণতঃ পাওয়া যায় এবং কেরলে চাষ করা হয়। এর পাতা থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় লেমনগ্রাস অয়েল। তেলে ‘এ’ ভিটামিন থাকলেও সুগন্ধিত করার কাজেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

গ) সি. মার্টিনি (হিন্দী নাম : রোসা, রোহিসা, মিসিআগন্ধি, গন্ধতেল)। ভারতের প্রায় সব শুষ্ক অঞ্চলেই পাওয়া যায়। এর থেকে যে তেল, রোসা অয়েল তা কঢ়িবাত, চর্মরোগ এবং কেশহীনতায় বিশেষ উপকারী। পিণ্ডিক রোগেও খাওয়া চলে। পোকা মাকড় এবং মশা নিবারণী মলম তৈরীর কাজেও রোসা অয়েল ব্যবহার করা হয়।

ঘ) সি. নার্দুস যা ভারতের বহু অংশে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। এর তেলের নাম সিট্রোনেলা অয়েল যা রোসা অয়েলের মতনই পোকা মাকড় এবং মশা নিবারণী মলম তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়।

29. শ্বেত ধূতুরা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ডাটুরা স্ট্রামেনিউম
বর্গ	:	সোলেনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : ধাতুরা গুজরাতি : ধোলো ধাতুরা মালয়ালম : উম্মান্তাই পাঞ্জাবী : ধতুরা সংস্কৃত : ধতুরা তামিল : উম্মাথাই তেলুগু : দাতুরামু

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম ডাটুরা এবং স্ট্রামেনিউম। শিবের সঙ্গে ধূতুরার কিছু সংযোগ আছে বলে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এই গাছ 'শিব শেখর' বলে উল্লিখিত।

বর্ণনা

সাধারণতঃ আন্দাজ । মি. উচু ঝোপ। পাতা ডিস্কার্কতি এবং চারিধার দাঁতাল। ফুল সাদা, আয়তন বড়। চারভাগে বিভক্ত ফল ডিস্কার্কতি এবং সারা গায়ে ছোট বড় কঁটা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

আড়াই হাজার মিঃ উচ্চতা পর্যাপ্ত হিমালয়ের এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শুকনো পাতা, ফুল ফোটা ও পরের শাখা এবং গাছের বীজ ও শুধের কাজে লাগে। পাতার মূল ঔষধী পদার্থ হল 'হায়োসিআমাইন' এবং সেই জন্যে ঔষধী শুণে বেলাড়োনাই অনুরূপ। শ্বাস এবং হাঁপানিরোগে উপকারী আর মুখের লালা নিয়ন্ত্রনের কাজও করে। আচ্ছন্নতা আনতে সাহায্য করে বলে বেদনা উপশয়ে কার্যাকরী। পাতা পুড়িয়ে ধোয়া

নাকে নিলে হাঁপানির কষ্ট লাঘব হয়। বীজের শুণও পাতার অনুরূপ, কারণ তাতেও 'হায়োসিআমাইন' আছে।

এই বর্গের অন্য শ্রেণীর গাছ

ধূতরা বর্গের দুই শ্রেণীর গাছ ও দুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ধূতরা মেটেল সারা ভারতে প্রায় সব পোড়ো জমিতেই পাওয়া যায়। ফুল সাদা থেকে পীতভ, বাইরেটা কখন কখন হালকা বেগুনী। ফলের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কঁটা থাকে। চাষ করা গাছের ফুল প্রায়শঃ ডবল হয় অর্থাৎ এক গোছা পাপড়ির পর আর এক গোছা ফুটে ওঠে।

এর পাতার পুলাটিস দিলে অত্যধিক দুধের কারণে মাতৃস্তনের ফোলা কমে। পাতা এবং বীজের শুণ স্ট্রামোনিউমেরই অনুরূপ।

ধূতরা ইন্কাসিআ। গাছ বিদেশী হলেও ভারতে এখন বহু জায়গায় পাওয়া যায়। এর ফুলের পাপড়িতে দশটা কোণ থাকে (কালো ধূতরা ফুলের মতন পাঁচটি নয়)। ফলের ওপর কঁটা ছোট এবং নরম। বীজের রং বাদামী। পাতার শুণ স্ট্রামোনিউমেরই মতন। এ গাছের চাষ আরও হওয়া উচিত।

৩০. ডিজিটালিস

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ডিজিটালিস পুর্পুরেআ
কর্ণ	:	স্কোফুলেরিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : তিলপুচ্ছি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম ‘ডিজিটালিস’। এই গাছের ফুল অনেকটা তিল ফুলের মতন দেখতে বলে হিন্দী নাম তিলপুচ্ছি।

বর্ণনা

এক খেকে দুই মি. উচু গাছ দ্বি অথবা বহু বর্ষীয় হয়। নিচের দিকে পাতার বৃন্ত লম্বা এবং পাতা লোমশ, ডিস্বাকৃতি আর 15 থেকে 30 সে.মি. লম্বা। ওপর দিকের পাতায় বৃন্ত নেই বললেই চলে এবং যত ওপরে ওঠে পাতা তত ছেট হয়। ফুল 5 থেকে 8 সে.মি. লম্বা, সাদা কিম্বা বেগুনী, রোমশ এবং 30 থেকে 60 সে.মি. লম্বা শুচে ফোটে। ফুল ডিস্বাকৃতি।

প্রাপ্তিস্থান

এই গাছ ভারতীয় নয়। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে (যেমন কাশ্মীরে) চাষ করা হয়। দাঙ্গিলিং এবং নীলগিরিতে বহু প্রচেষ্টার পর চাষ বাদ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন জায়গায় ক্ষেত্রের বাইরে জন্মে এখন প্রায় প্রাকৃতিক গাছেই পরিগত হয়েছে।

ঔষধী গুণ

গাছের শুকনো পাতায় ঔষধী গুণ। তোলার সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ 60 ডিগ্রী উত্তাপে শুকিয়ে নেওয়া অপরিহার্য।

ঔষধের প্রধান ব্যবহার হৃদরোগে। মাসপেশীর কোষকে সক্রিয় করার ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। রক্তাধিক্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে এই ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

ডিজিটালিস করেনাৰি শিরায় রক্ত বৃক্ষি করে হৃদলিভকে শক্তিদানে সাহায্য করে। রক্ত চলাচল দুষ্যিত হয়ে যখন শোথরোগের সূচনা হয় তখন এই ঔষধ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াকে পুনরায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করায় সাহায্য করে।

মৃত্যুগ্রস্থিতে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে প্রতিবেদ্ধক সরিয়ে দেয় এবং প্রস্তাবে সাহায্য করে।

ঘা, ক্ষত এবং পোড়া ঘায়ে প্রলেপ দেওয়ার মলমও ডিজিটালিস দিয়ে তৈরী হয়। এই ওমধু বিষজনিত কিছু দোষ থাকায়, কখন কখন মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি দেখা দেয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণীর গাছ

ডিজিটালিস বর্গের আর এক শ্রেণীর গাছ ডি. লানাটা যা প্রকৃতিতে প্রচুর জন্মায় এবং কাশ্মীরে চাষও করা হয়। এর ফুল ছেট, রোমশ এবং পীতাভ, হালকা বেগুনী অথবা গৌর বর্ণ। এই শ্রেণী শুণে অনেক বেশী শক্তিশালী অথচ বিষজনিত দোষও বহুলাংশে কম।

31. ডিওঙ্কোরিআ

বৈজ্ঞানিক নাম : ডিওঙ্কোরিআ
বর্গ : ডিওঙ্কোরিআ

বহুশ্রেণীযুক্ত আরোহী লতা। কিছু শ্রেণীতে লতা ডান দিক ঘুরে ওঠে আবার কিছুতে বাঁদিক ঘুরে। পাতা সামান্য বা সংযুক্ত, শিরা খুব স্পষ্ট। অধিকাংশ শ্রেণীতে পাতার কক্ষে কন্দ মূল কিছু প্রস্থিল, গোলাকার অথবা বিভিন্ন আকৃতির হয়।

ভারতে আন্দাজ 50টি বিভিন্ন শ্রেণীর লতা পাওয়া যায় এবং অধিকাংশেরই চাষ হয়। কন্দ মূল ভক্ষ্য পদার্থ এবং 'যাম' নামে পরিচিত।

সম্প্রতি এই শ্রেণীর গাছ ডাইওসজেনিন অনুরূপ ষ্টেরোইডা সাপোজেনিনের সূত্র হিসেবে খাতি লাভ করেছে। এতে কর্টিজনের সংশ্লেষণের জন্য বহু উপকরণ পাওয়া যায়। কর্টিজন প্লেগাটিট প্রস্থিবাতে এবং যৌন হর্মোন সৃষ্টির কাজে যথেষ্ট উপকারী।

ডিওঙ্কোরিআ ডেন্টোইডিআ (পাঞ্জাবী : ক্রিস, কিতবা ; কাশ্মীরি : কিনস, কিথি) আরোহী লতা, হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম থেকে মধ্য ভাগ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লতার কন্দাল মূল ডাইওসজেনিনে সমৃদ্ধ।

অন্যান্য প্রয়োগ

গরীব এবং পার্বত্যজাতির মধ্যে এই লতার কন্দ মূল জনপ্রিয় খাদ্য। ডিওঙ্কোরিয়া আলাটা (হিন্দী এবং বাংলা : ঘামালু, চুপড়ি আলু; কম্বড় : অঙ্গালোইগসু; মালয়ালম : কাভাথু; তামিল : পেরক্মভলি কিজেনগু; তেলুগু : পেগুলামু) এক শ্রেণীর বর্দিক্ষুণ আরোহী লতা যার কন্দ মূল ভক্ষ্য এবং সেই জন্যেই চাষ করা হয়।

ডি. হিমাপিডা এবং ডি. পেন্টাফিলা এই দুই শ্রেণীর লতাও ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এদের কন্দ মূলও ভক্ষ্য।

ডিওঙ্কোরিআর কিছু শ্রেণীতে মন্ডও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

32. এলাচ

বেদা চির্ত-৫

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এলেন্টারিআ কার্ডিমোমাম
বর্গ	:	জিংজিবেরিসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : ছোটি ইলাইচি মালয়ালম : ইআলাম মারাঠী : ভেলডোডে সংস্কৃত : উপকুণ্ঠিকা তামিল : ই-এলাম, ই-এলোকাককেই তেলুগু : এলাকি

বর্ণনা

এলাচ গাছ প্রকাণ্ড অভ্যন্তর শাখাপূর্ণ, যাংসল এবং শাখা কখন কখন ৩ মি. পর্যাপ্ত উচু হয়। পাতা ৩০ থেকে ৯০ সে.মি. লম্বা, সরু, মাঝখানে একটি মধ্য শিরা এবং বহু অস্পষ্ট উপশিরা থাকে। ফুলের ডাটি কাণ্ড থেকে বের হয়ে মাটিতে লুটিয়ে থাকে। সাদা অথবা হালকা সবুজ ফুল, ৩০ থেকে ৯০ সে.মি. লম্বা গোছায় ফোটে। হালকা সবুজ থেকে হলুদ রংয়ের ডিম্বাকৃতি ফুল, অন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা। ফুল তিনটি কোষ থাকে এবং ভেতরে অনেক বীজ। বীজের রং ঘন বাদামী এবং আকারে ত্রিকোণ। চাষের স্থান এবং শ্রেণীর কারণে পাতার আয়তন আলাদা হলেও ফুল এবং বীজ সাধারণতঃ একই প্রকার। বাজারে বিক্রির জন্য গন্ধকের ধোঁয়া দিয়ে এলাচের রং সাদা করে দেওয়া হয়।

প্রাপ্তিস্থান

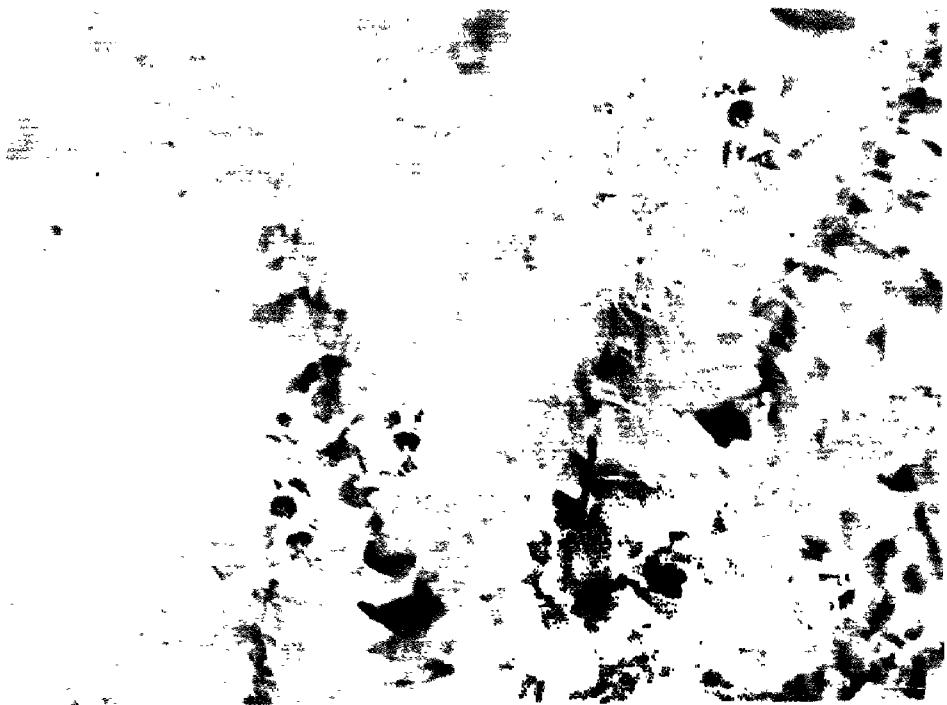
কর্ণাটক এবং কেরলের পার্বত্য অঞ্চলের জলা জায়গায় প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে জন্মায়। ভারতের অন্যান্য জায়গায় চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের শুকনো ফলই ঔষধ এবং প্রয়োজনমত বীজ বের করে ব্যবহার করা হয়। বায়ু আধিকো এবং হজমের জন্য এলাচ অত্যন্ত উপকারী। রেচকের সঙ্গে ব্যবহার



চোট । সিঘোপোগন



ফোটো II খুরাসানি আজওয়ান



ফোটো III কর্পুর



फोटो IV ईस्वातुल



फोटो V लता कंकराई



छोटी VI लेड मूँगा



छोट VII कन्टकारी



চিত্র VIII সর্পজনা



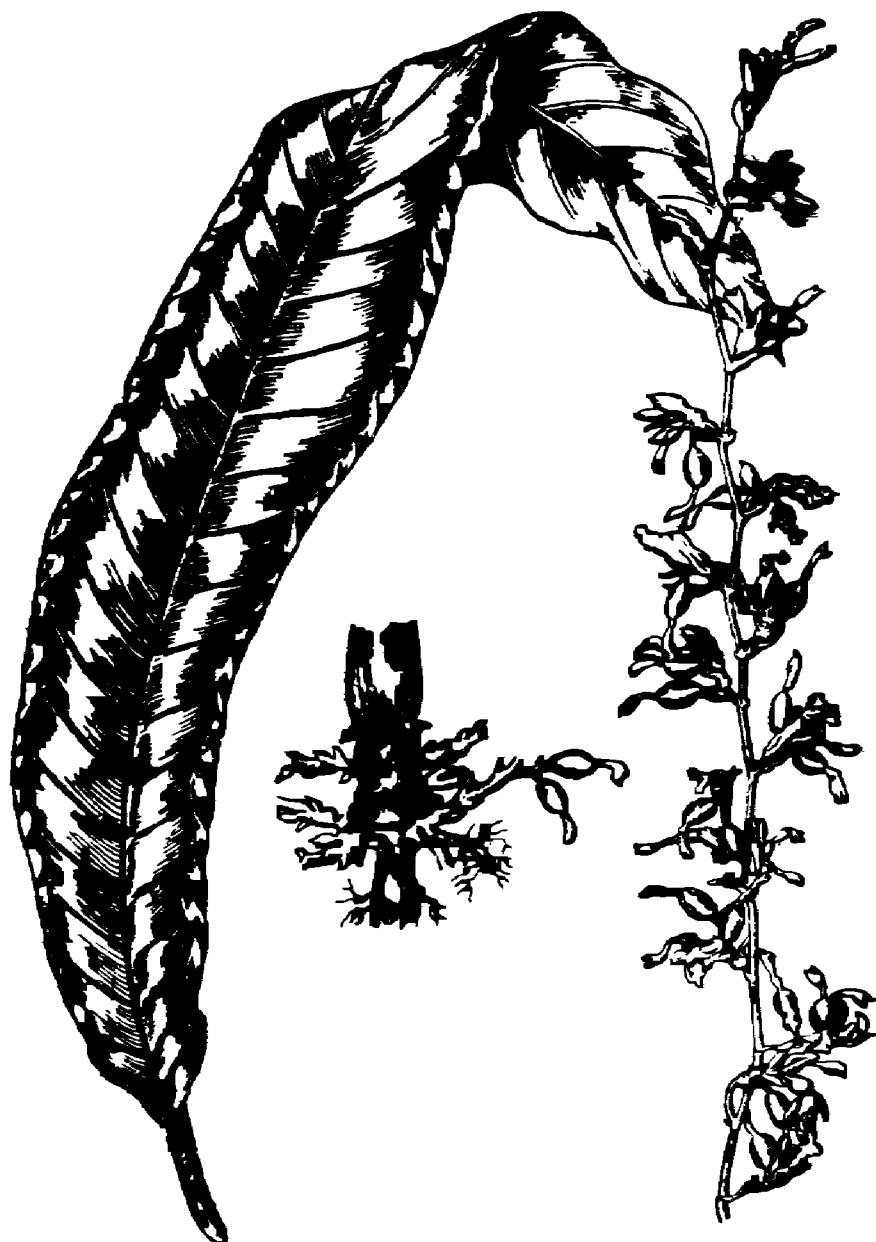
চিত্র IX অভ্যন্তর



প্লট X ফুল



ফল XI বেল



বেষ্ট চিত্র ৭: এলাচ

করা হয় এবং ভক্ষণীয় জিনিষ সুগন্ধিত করার কাজে খুবই জনপ্রিয়। লবঙ্গ, আদা এবং জীরার সঙ্গে মিশিয়ে চূর্ণ করে নিলে অজীর্ণতায় উপকার হয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

রান্নায় কেক এবং মিষ্টির উপকরণ হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। এলাচের তেল দিয়ে পানীয় সুগন্ধিত করা হয়।

33. ঢাকি বান্টি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এস্বেলিআ সজরিআমকোট্রাই
বর্গ	:	মির্সিনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : বাইবিরং, ভুঙ্গি, গাইআ মারাঠী : ভাইভারঙ্গ, আম্বাতি ওড়িয়া : নুনিআ (সাঁওতাল) : ভবরি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘এস্বেলিআ’।

বর্ণনা

ছোট আকারের ঝোপ। নতুন শাখায় বাদামী রংয়ের রোঁয়া থাকে। ডাল পুরোনো হলে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং জায়গায় জায়গায় বহু ছোট ছোট সাদা প্রষ্ঠি দেখা দেয়। পাতা আন্দাজ 12 সে.মি. লম্বা, সরু এবং তীক্ষ্ণাগ্র। পাতার ধার দাঁতাল অথবা সোজা, নিচের দিকে লালচে এবং শিরার ওপর রোঁয়া থাকে। ওপর দিকে প্রষ্ঠি থাকে। হালকা সবৃজ রংয়ের ফুল অত্যন্ত ছোট। পাতার কক্ষে, ছোট এবং অত্যন্ত রোমশ গোছায় ফোটে। ফল ছোট, গোলাকৃতি, তীক্ষ্ণাগ্র এবং পাকলে ঘন লাল বর্ণ।

প্রাপ্তিষ্ঠান

পূর্ব ভারতের এবং ডেকান উপদ্বীপে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

ফল শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

ওষুধের প্রধান উপকারিতা কৃমিরোগে। নিয়মিত মাত্রায় খেলে কৃমি নাশ হয় যা রেচকের সাহায্যে বের করে দেওয়া যায়। এস্বেলিয়াতে রেচকের গুণও আছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে এই ওষুধের কার্য্যকারিতা কে বলমাত্র টেপওয়ার্মেই (ফিতাকৃমি) হ্বক অথবা রাউণ্ডওয়ার্মে নয়। কেঁচোবিনাশক বলে আঞ্চারিআসিসেও কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব। এই ওষুধে জীবানন্দনাশক এবং ক্ষয়রোগনাশক গুণও দেখা গেছে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল এস্বেলিআ রিবেস্ যা প্রায়শঃ সারা ভারতেই পাওয়া যায় এবং একই নামে প্রচলিত। এই গাছের ফলও ঢাক্কি বাটিরই অনুরূপ এবং এস্বেলিআর প্রতিকর্ষে ব্যবহার করা হয়।

34. আমলকি

ব্রেকা চিক্স-10

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এম্বিকা অফিসিনালিস
বর্গ	:	ইউফোর্বিআসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : আওলা আসামী : চুকনা আমলকি গুজরাতি : আমরাণ মানবালয় : আমলাকায় মারাঠী : আমলা গুড়িয়া : আওরা সংস্কৃত : আমলিকা তামিল : নেল্লিককাই

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘এম্বিকা’। তিনটি সুপ্রসিদ্ধ মাইরোবালানের একটি বলে এম্বিকা মাইরোবালানও বলা হয়।

বর্ণনা

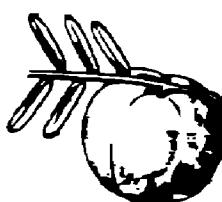
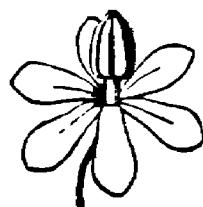
ছোট এবং মাঝারি পাতা-ঝরা গাছ। 10 থেকে 13 মি.মি. লম্বা পাতা 2 থেকে 3 মি.মি. চওড়া এবং খুব কাছাকাছি ঘন হয়ে ফোটে বলে মনে হয় যেন ডালের পালক। একই গাছে পুরুষ এবং নারী ফুলও ফোটে। ফুল ছোট, রং হালকা সবুজ, পাতার তলায় ঘন শুচে ফোটে। ছোট বৃন্তে, পুরুষ ফুল ছোট কিন্তু সংখ্যায় অনেক। নারী ফুলও ছোট কিন্তু সংখ্যায় কম। ফল দেড় থেকে আড়াই সে.মি. ব্যাসে গোলাকৃতি, সরস এবং অস্পষ্ট দাগে ছয় ভাগে ভাগ করা। রং হালকা সবুজ অথবা ক্ষেত্রে হলুদ। ডেতরে ছাটা বীজ থাকে। চাষ করা গাছের ফল আয়তনে বড়।

প্রাপ্তিষ্ঠান

ক্রান্তীয় অথবা অভ্যন্তর ভারতের অধিকাংশ খোলা মাঠেই দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে অসংখ্য গাছ আছে যা কোন কাজেই লাগান হয় না।

ঔষধী গুণ

তাজা এবং শুকনো দু ধরনের ফলই ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বহুল প্রচলিত রেচক,



রেখা চিত্র 10: আমলকি

আমলকি ‘ত্রিফলা’ নামীয় প্রসিদ্ধ ওষুধের একটি উপকরণ (অন্য দৃটি হল বহেরা-টার্মিনালিআ বেল্লিরিকা এবং হাররা টার্মিনালিআ চেবুলা)। রেচক হিসেবে এবং ষষ্ঠেশ্বীতি, অর্শ, পেটের অসুখ, চোখ ব্যথা ইত্যাদি রোগেও ত্রিফলা অত্যন্ত উপকারী।

যকৃতের জন্য টনিক হিসেবে আমলকি ভাল। কাঁচা ফল রেচকের কাজ করে এবং শরীর ঠাণ্ডা রাখে। অজীর্ণতায়, রক্ত ইনতায়, জনডিসরোগে, কোন কোন হৃদরোগে, সর্দিতে এবং প্রস্তাব বৃদ্ধির জন্য গাজানো আমলকির রস অত্যন্ত উপকারী। প্রচুর মাত্রায় ‘সি’ ভিটামিন আছে বলে ঐ ভিটামিনের অভাবে যে সব রোগ হয় যেমন ক্ষার্ডি তাদের পক্ষে আমলকি খুব লাভপ্রদ। ফুসফুসগত ক্ষয়রোগাত্মক কিছু লোকের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বিশেষ কোন শুণ থাকার ফলে রাসায়নিক প্রণালীতে তৈরী ‘সি’ ভিটামিনের চেয়ে আমলকির ‘সি’ ভিটামিন অধিকতর কার্য্যকরী।

শুকিয়ে নেওয়া ফল পেটের অসুখ এবং আমাশয়ে উপকারী। আমলকির ঘোরবুও ওষুধের কাজে লাগে।

ফুল, শিকড় এবং গাছের ছালও ঔষধী। হাঁপানি এবং পেটের গোলযোগে বীজের ও ব্যবহার প্রচলিত আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

কালি, রং এবং চুল ধোয়ার কাজে আমলকির ব্যবহার প্রচলিত আছে। ফল এবং গাছের ছাল টানিংয়ের কাজে লাগে। জলে নষ্ট হয় না বলে আমলকির কাঠ দিয়ে কুয়ার চৌকাঠ তৈরী হয়। পাতার সার এলাচ ক্ষেতে উপকারী। কোন জমি অতিরিক্ত ক্ষারীয় হলে আমলকি পাতার সার দিয়ে তার শুন্দি করা হয়।

35. এফেড্রা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এফেড্রা গেরাডিআনা
বর্গ	:	নিটেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : আসমানিয়া, ফোক, খন্দ পাঞ্জাবী : বুদ্ধুর (জৌনসার) : টুটগাঁথা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘এফেড্রা’।

বর্ণনা

এক মিটার উচু ছেট্টি ঘোপ। বহু সরু শাখা সম্বলিত প্রকাণ্ড শক্ত এবং মোটা। শাখা চক্রকার অর্থাৎ একই কাণ্ড থেকে বহু শাখা জন্মায়, কখন অল্প সোজা ওঠার পর ঘূরে যায় আবার কখন ঘোরার পর সোজা ওপর দিকে ওঠে। পাতা ছেট, দুমুখো পুটক। পুরুষ ফুল ডিস্বাকৃতি স্পাইকের ওপর এক সঙ্গে অনেক ফোটে। নারী ফুল ছেট স্পাইকের ওপর একটা দুটো ফোটে। ফুল লাল, ডিস্বাকৃতি 7 থেকে 10 মি.মি. লম্বা, সরস এবং সহপত্রে ঢাকা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

2000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় মধ্যবর্তী হিমালয়ের শুষ্কাঞ্চলে পাওয়া যায়। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

শরৎকালে সংগৃহীত এফেড্রা শাখা শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধের মুখ্য পদার্থ ‘এফেড্রিন’ এবং প্রধান ব্যবহার ঘাসনালী সম্পর্কিত ইঁপানি রোগে। খাইয়ে অথবা ইঞ্জেক্সন নিয়ে ঘাসনালীর কষ্ট লাঘব করা হয়। হৃদপিণ্ডে মাদকের কাজ করে। নিউমোনিয়া, ডিপথিরিআ প্রভৃতি রোগের ফলে হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হলে এফেড্রা হৃদপিণ্ডকে সবল করায় সাহায্য করে।

অ্যালার্জি প্রসূত হে ফিভার, চুলকানি ইত্যাদিতে এফেড্রা উপকারী। এফেড্রিনে প্রসূত বহু ওষুধ আজকাল চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রচলিত। সিনাসিটিস, ইঁপানি, শ্রেষ্ঠাধিক্য ইত্যাদি রোগের জন্য সেচন ওষুধও তৈরী হয়।

মুক্তাশয়ের বাপারে এফেড্রিন যথেষ্ট উপকারী বলে শিশুদের বিছানায় প্রস্তাব বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বেশী পরিমাণে সেবন করলে অতাধিক ঘাম, গা বমি এবং কিছু চর্মরোগ হওয়ার ভয় থাকে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল এ. মেজর যা লাইনে জন্মায়। এ. গেরার্ডিওনার চাইতে এই শ্রেণীতে ক্ষারীয় পদার্থ অনেক বেশী বলে এর শাখাও এফেড্রার প্রতিক্রিয়ে ব্যবহার করা হয়।

এই শ্রেণির নিয়মিত পেতে হলে এই দুই শ্রেণীর গাছ কিম্বা চীনদেশীয় এফেড্রা ইকুইস্টিনা এবং এ. সিনিকা (যাতে এফেড্রিন অনেক বেশী) নিয়মিত চাষ করা প্রয়োজন। উত্তর হিমালয় (যেমন কাশ্মীর), পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের উচ্চ পর্বত অঞ্চল এই চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

36. বারাকেঁক

রেখা চিত্র-11, 12, 13

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ইউফোরিআ হিটা
বর্গ	:	ইউফোরিআসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : লাল দুধী গুজরাতি : দুধেলি মালয়ালম : নেলাপালাই মারাঠী : মোতি দুধি সংস্কৃত : নাগার্জুনি, পুশিতোআ তামিল : আমামপাছাই আরিসসি তেলুগু : নানাবালা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নামক ‘ইউফোরিআ’।

বর্ণনা

কখন আরোহী, কখন সোজা এক বৰীয় এই লতা প্রায় 50 সে.মি. ওপরে ওঠে। শাখায় পীতাত রঁয়া থাকে। চার সে.মি. লম্বা পাতা, ওপর দিকে ঘন সবুজ, নিচের দিকে হালকা সবুজ, জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী হয়ে ফোটে। পাতার কিনারা অল্প দাঁতাল। ছেট সাদা ফুল পত্রকক্ষে ছেট ছেট শুচে ফোটে। এক থেকে দুই মি. ব্যাসের ফল ছেট এবং রোমশ। বীজ ত্রিকোণ, লালচে বাদামী এবং কৃষ্ণিত।

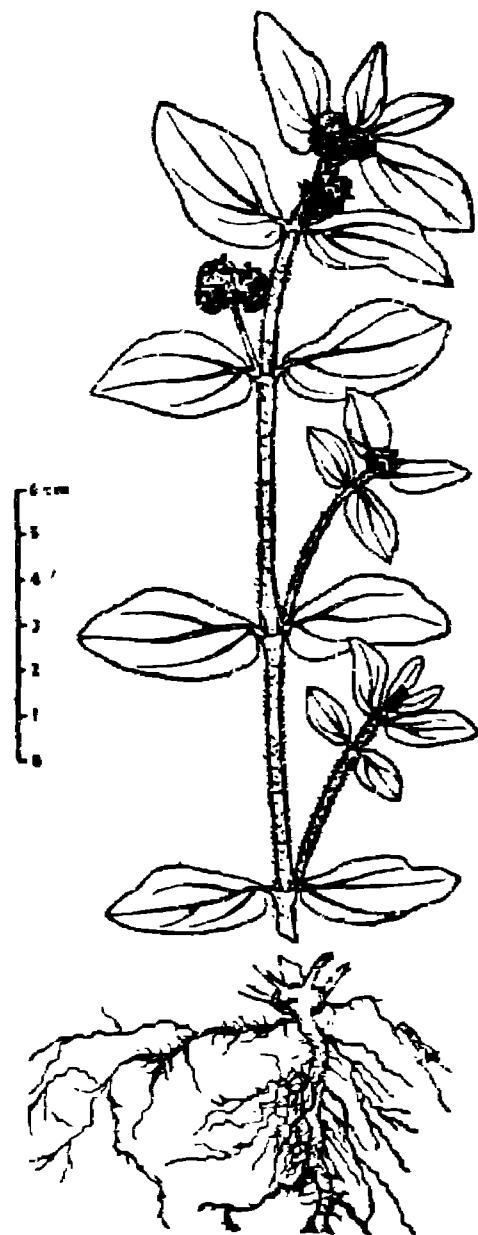
প্রাপ্তিস্থান

ভারতের গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে পোড়ো এবং জলসিক্ত জমিতে প্রভৃতি পরিমাণে পাওয়া যায়।

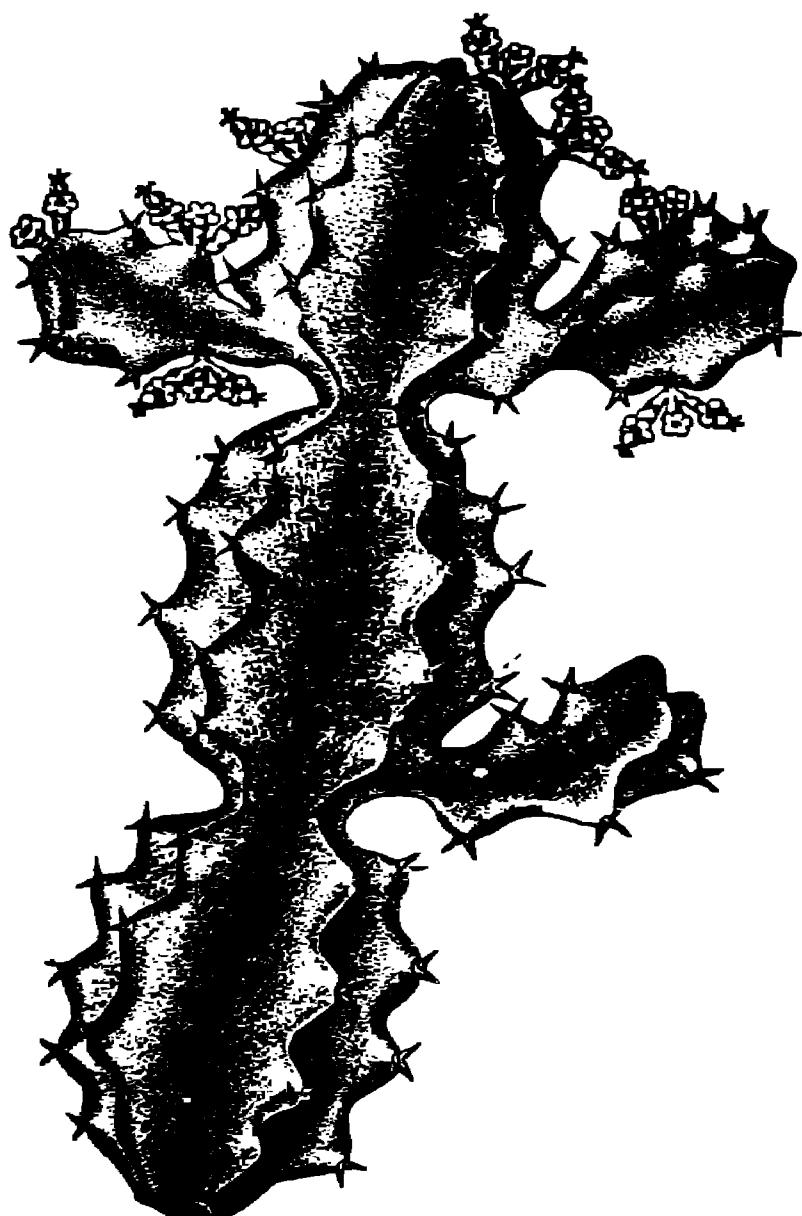
ঔষধী গুণ

ফুল এবং ফলস্ত পুরো গাছ তুলে শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

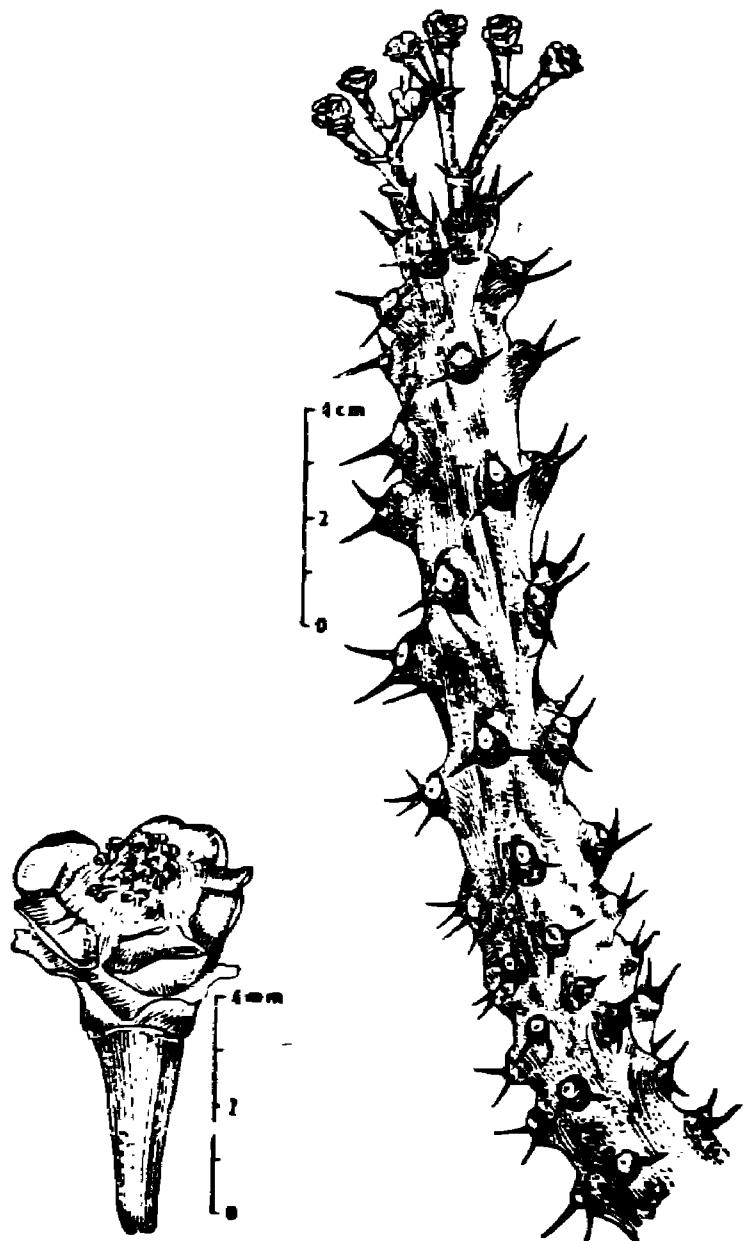
নিষ্ঠাস এবং হৃদপিণ্ডের গতি মুছে করার কাজে বারাকেঁক অত্যন্ত উপযোগী। শিশুদের কৃমি, অঙ্গের গোলযোগ, হাঁপানি এবং কাশিতে এই ওষুধ ফলপ্রদ। মেয়েদের তন-দুঃখ বৃক্ষি করে, প্রবাহে সাহায্য করে। গনোরিয়া এবং অন্যান্য মূত্রাশয়জনিত রোগে উপকারী।



বৈজ্ঞানিক নাম: Euphorbia heterophylla (ইউফোরিবিআ হেটেরোফিলা)



বেশি চিত্র 12: বারাকের (ইউফোরবিআ অ্যান্টিকোরম)



ব্রহ্ম চিত্র 13: বারাকের (ইউফোরিবিআ নেরিফোকিআ)

গাছের শিকড় বমি বন্ধ করে। অধিক সেবনে পেটে জ্বালা হয় বলে বমনেছা প্রকট হওয়া সম্ভব।

অন্যান্য প্রয়োগ

বারাকের পাতা রান্না করে খাওয়া যায়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আরও কিছু শ্রেণী আছে যা ওষুধের কাজে লাগে। তাদের ঔষধী শৃণ বারাকেরই অনুরূপ।

ইউফোর্বিআ শ্রেণীর গাছ সহজেই চেনা যায়। এদের কাণ এবং শাখা মোটা, সরস, নাগফশীর মতন কণ্ঠকিত, কখন সর্পিল, কখন কোণাকৃত, বেশীর ভাগই মোটা। এই সব গাছের দূধের মতন রস অত্যন্ত তীব্র এবং বিষাক্ত যার অসর্ক ব্যবহারে চর্ম এবং অন্যান্য রোগ হতে পারে। তবে, নিয়ন্ত্রিত সেবনে রেচকের কাজ করে এবং কিছু শ্রেণীর রসের প্রলেপ পুরোনো ঘায়ের সূক এবং অন্যান্য চর্মরোগে উপকারী।

ইউফোর্বিআ আজটিকেরাম (রেখা চির 12 হিন্দী: ত্রিখারী সেহন্দ; সংস্কৃত: বজ্রকণ্টক)। তিন থেকে পাঁচ কোণ্যুক্ত শাখার এই শ্রেণীর গাছ ভারতের সব গ্রীষ্ম প্রধান প্রদেশেই পাওয়া যায়। এর রস শোখরোগে উপকারী (ড্রপসী) এবং নাড়ির পক্ষে শক্তি বর্দ্ধক।

ই. বারণহার্ট (তেলুগু: কাট্রিমালু)। ডেন এবং আন্দামানের প্রস্তরময় পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। পাতা শুঁড়িয়ে ঘায়ের ওপর পুলচিস দিলে উপকার পাওয়া যায়।

ই. নেরিফোকিয়া (রেখা চির 13 হিন্দী: সেহন, থুহুর; সংস্কৃত: সুহি)। এর শাখা পাঁচকোণ যুক্ত। ডেকান উপবৰ্ষীপে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে পাওয়া যায়। সারা ভারতে ক্ষেত্রে বেড়া হিসেবে ব্যবহার হয়। কর্ণরোগে এবং হাঁপানিতে এর রস ফলপ্রদ।

ই. নিভুলিয়া (হিন্দী: কঁটা থুহুর; সংস্কৃত: পত্রসুহি)। শাখা গোলাকৃতি। ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় এবং বেড়ার কাজেই বেশী ব্যবহার হয়। বলা হয় যে এই গাছের রস মূত্রবর্দ্ধক। (বাস্তারের উপজাতীয় লোক গবাদি পশুর ঘায়ে এই গাছের রস ব্যবহার করে থাকেন।)

ই. রয়লিআনা (পাঞ্জাবী: ডাণ্ডা থোড়)। পাঁচ থেকে সাত কোণা শাখা। 1000 থেকে 1500 মি. উচ্চতায় পশ্চিম হিমালয়ের শুষ্ক অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ই. টিক্কিলি (হিন্দী: সেহন্দ; সংস্কৃত: বজ্রদ্রুম)। বহু গোলাকৃতি শাখাভরা ঝোপ। এটা বস্তুতঃ আফ্রিকার গাছ। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে বেড়া হিসেবে এবং রাস্তার ধারে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এই গাছের রস বাত এবং দাঁতের ব্যথায় উপকারী। সাধারণতঃ রসের প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে অল্পমাত্রায় খেতেও দেওয়া হয়।

37. হিং

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ফেরলা নার্থেক্স
বর্গ	:	উষ্ণলিফেরি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী, শুজরাতি,
ক্রিড় এবং মারাঠী	:	হিং
কাশ্মীরি	:	য়াং, শাপ
মালয়ালম	:	পেরঙ্গায়াম
ওড়িয়া	:	হেংগু
সংস্কৃত	:	বলিকা, অগুদগন্ধা
তামিল	:	পেরঙ্গায়াম
তেলুগু	:	ইনগুমো

সমজাতীয় আর একটি হিং-প্রদ শ্রেণীর (ফেরলা আসাফোএটিডা) গাছের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

মোটা গাজরাকৃতি শিকড় সমেত বহুবীৰী উঁচু গাছ। পাতা দু বকমের, নিচের দিকের পাতা সাধারণতঃ ডিস্বাকৃতি, 30 থেকে 60 সে.মি. লম্বা এবং ওপর দিকে পাতা ছোট, পাতলা ছিঁড়াংশে ভাগ কৰা। কচি অবস্থায় পাতা অত্যন্ত রোমশ। ফুল ছোট, হলদে এবং শাখার শীর্ষে গোছা হয়ে ফোটে। ফল ৪ মি.মি. লম্বা এবং আন্দাজ ৪ মি.মি. চওড়া।

প্রাপ্তিস্থান

কেবলমাত্র কাশ্মীরেই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের তাজা শিকড় এবং প্রকাণ্ডে ছিদ্র কৰলে যে সুগন্ধিত জতু বের হয় তাকেই হিং বলা হয় এবং সেইটাই ওষুধের কাজে নাগে।

নিয়ম করে বারে বারে আসা ব্যথা (স্প্যাস্মস) এবং অজীর্ণতায় হিং অত্যন্ত উপকারী। শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং নার্ভতন্ত্রের পক্ষে শক্তিদায়ক। শিশুদের নিউমোনিয়া এবং শ্বাসনালীতে প্রদাহমূলক ব্যাধিতে ফলপ্রদ। পেটের ওপর ঘলমের মতন ব্যবহার কৰলে অন্তরে

উপকার হয় এবং বায়ু আধিক্যে এনেমার মতনও ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে
দেখা গেছে যে হিং আচ্ছতা আনে এবং সেই জন্যে হাদরোগেও ব্যবহার করা সম্ভব।

অন্যান্য প্রয়োগ

মশলা হিসেবে রান্নায় জনপ্রিয়। ডাল এবং বহু শাক শজিতে ব্যবহৃত হয়।

এই বর্গের এন্য শ্রেণী

এই বর্গের বহু শ্রেণী মধ্য এশিয়ায় (যেমন আফগানিস্থানে) পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে
অন্যতম হল ফেরলা ফোটোটিচা এবং ফঁ আসাফোটোটিচা। এদের জন্মও হিং।

৩৪. উইণ্টারগ্রীণ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	গাউলথেরিআ ফ্র্যাগ্রানতিসিমা
বর্গ	:	এরিকেসি
আঞ্চনিক নাম	:	হিন্দী : গাঙ্কপুরা কা তেল সংস্কৃত : হেমন্ত হারিং অসমীয়া : জিরহাপ

উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত উদ্বায়ী তেলের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম উইণ্টারগ্রীণ অয়েন।

বর্ণনা

৩ মি. উচু ঝোপাকৃতি চিরসবুজ গাছ। প্রশাখাপূর্ণ ডালের ছাল সাধারণতঃ কমলা-বাদামী রংয়ের হয়। 13 সে.মি. লম্বা পাতা, বেশ চওড়া এবং কিছুটা চামড়ার মতন, কিনারা দাঁতাল এবং শিরায় ভর্তি।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে দেড় থেকে আড়ই হাজার মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়।

তাজা গাছ থেকে পাওয়া উদ্বায়ী তেলই ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়। বিভিন্ন বাতরোগে এই তেলের প্রলেপ খুব উপকারী। অন্যান্য মলমের প্রয়োগে তকে যে জ্বালা হয় সেই সব মলমের সঙ্গে এই তেল মেশালে উপকার পাওয়া যায়। জ্বালা বন্ধ হয়। ছক ওয়ার্মের জন্যও তেল উপকারী। উদ্দীপক এবং অতিমাত্রায় রেচক। সম্প্রতি দেখা গেছে যে পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য নির্দ্বারিত ইন্দুরদের এই তেল পান করালে কানসার রোগের উৎপত্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং কয়েক প্রকার টিউমার সারায় অথবা না হওয়ায় সাহায্য করে।

অন্যান্য

পানীয় পদার্থ, দাঁতের মাজন, লজেস ইত্যাদি সুগন্ধিত করার কাজে এই তেল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ঘশা, ঘাছি, কীট ইত্যাদি নিবারকের কাজেও এর ব্যবহারের প্রচলন আছে।

পাহাড়ী এলাকায় ফুলের শোভার জন্যও সমাদৃত।

৩৯. কাকু বা কুটকি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	জেন্টিআনা কুর
বর্গ	:	জেংসিএনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কামালফল, নীলকষ্ঠ, কুটকি গুজরাতি : পাখনভড় কাশ্মীরি : নীলকষ্ঠী (জেইনসার) : কাকু

আসল জেন্টিআনের প্রতিকর্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে
ব্যবসায়িক নাম ‘ইন্ডিয়ান জেন্টিআন’।

বর্ণনা

বহু বর্ষী লতা 10 থেকে 30 সে.মি. উচু হয়। কখন কখন বেশ কয়েকটি গাছ একসঙ্গে
জন্মায় এবং কিছু দূর পর্যাপ্ত সমতল ভূমিতে ছড়াবার পর শাখাগুলো সোজা হয়ে ওঠে।
এই লতার কাণ্ড বেশ মোটা। নিচের দিকের পাতা 7 থেকে 13 সে.মি. লম্বা এবং বেশ
চওড়া। ওপরের পাতা আড়াই সে.মি. পর্যাপ্ত লম্বা এবং সরু। সাদা সাদা ফোটা দেওয়া
নীল রংয়ের ফুল 4 থেকে 5 সে.মি. লম্বা এবং ব্যাসে দুই থেকে আড়াই সে.মি। কখন
একক ভাবে ফোটে কখন একই গুচ্ছে দুটো থেকে চারটে। ফল 2 সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিস্থান

উত্তর পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর এবং কাছাকাছি অন্য পাহাড় 1500 থেকে 3500 মি.
উচ্চতায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের গুড়ি শুকিয়ে নিয়ে ঔষধের কাজে ব্যবহৃত হয়। জেন্টিআন ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং
আন্তরিক ক্রিয়ায় উপকারী। বহু শক্তিবর্দ্ধক-এবং আন্তরিক টনিকের বিশিষ্ট উপকরণ। গন্ধ
ভাল, স্বাদও মধুর। অত্যধিক মাত্রায় রেচকের কাজ করে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের এক বিদেশী শ্রেণী হল জেন্টিআনা লুটিআ যার শিকড় ঔষধী গুণে অতি

উত্তম এবং ডারতে নিয়মিত আমদানি করা হয়। হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে
আন্দাজ 3000 মি. উচ্চতায় এই শ্রেণীর চাষ সম্ভব বলে মনে করা হয়।

প্রিক্রেরহিজ কুক আর একটি এই শ্রেণীর ভারতীয় গাছ যা জং লুটার প্রতিকল্পে
ব্যবহার করা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

40. যষ্টিমধু

বৈজ্ঞানিক নাম	:	গ্লিসিরহিজা প্লাভা
বর্গ	:	পেপিলিওনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : মূলেটি, মূলেথি কঙড় : ইয়াষ্টিমধুকম মালয়ালম : ইরাটিমধুরম সংস্কৃত : মধুয়ষ্ঠি তামিল : অতিমধুরম তেলুগু : ইয়াষ্টিমধুকম

ব্যবসায়িক নাম 'লিকোরিস' হলেও ইভিয়ান লিকোরিস' নামীয় ওষুধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মূল হল আত্মস প্রেকাটোরিআস।

বর্ণনা

আন্দাজ দেড় মি উচু ঝোপাকৃতি গাছ। পাতা সংযুক্ত এবং 4 থেকে 7 জোড়া উপপত্র থাকে। ফুল গোলাপী অথবা হালকা বেগুনী, ছোট এবং পত্রকক্ষ থেকে প্রায় পাতার ঘতোই লম্বা স্পাইকের ওপর ফোটে। ফল । থেকে 3 সে.মি. লম্বা, চাপ্টা এবং বহু ছোট কঁটায় ভরা। মূল শিকড় থেকে বহু ছোট ছোট উপশিকড় বের হয়। কখন মূল শিকড়ের কাছ থেকে প্রায় শিকড়ের মতনই শাখা বের হয়ে মাটির তলাতেই থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

কাশীরের উত্তর ভাগে এবং হিমালয়ের কিছু অন্য অংশেও পাওয়া যায়। আজকাল কাশীর, দেরাদুন ইত্যাদি নানান জায়গায় চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

শুকনো শিকড় এবং মাটির তলা থেকে পাওয়া শাখা শুকিয়ে নিয়ে ঔষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাশি, গলদাহ, ব্রগকাইটিস, পেট ব্যথা, ক্ষয় এবং সর্বাসরোগে উপকারী বলা হয়। কাশিতে যষ্টিমধুর শিকড় একটু চিবালেই উপকার পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যষ্টিমধু মৃত্রক (প্রস্তাবে সাহায্য করে), অ্যাণ্টিবায়োটিক এবং জীবানন্দশক। স্বাদে

মধুর অথচ অল্প ঝীঝালো বলে সরবৎ তৈরীর কাজে লাগে এবং অন্যান্য ওষুধের তিক্ততা দূর করতেও সাহায্য করে। আস্ত্রিক এবং মৃত্রনালীর আলসারে উপকারী।

যষ্টিমধুর গুঁড়ো ঘি এবং মধুর সঙ্গে মিশিয়ে ঘা, ক্ষত এবং ফোড়ার ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়।

গাছের পাতা পুনর্চিসের মতন ব্যবহার করলে মাথায় ক্ষান্তি রোগের পক্ষে লাভপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

শিকড়ের টুকরো অথবা চূর্ণ পানের মশলা হিসেবে জনপ্রিয়।

স্থানীয় ট্র্যুপাদন থেকে ভারতের প্রয়োজন পূর্ণ হয় না বলে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারত এই গাছের চাবের পক্ষে উপযোগী।

এই গাছ নিয়ে এক আলোচনা সভায় বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার প্রধান সচিব ড. এইচ সান্তাপাও (স্পেনে জন্ম) বলেছিলেন যে স্পেন এবং ইটালীতে যষ্টিমধু ধানক্ষেত্রের ধারে আগাছার মতন জন্মায় এবং ছেলেমেয়েরা উফির চেয়ে বেশী আনন্দে এই গাছের শিকড় খায়।

41. অন্তঃমূল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হেমিডেসমুস ইভিকুস
বর্ণ	:	পেরিপ্লোকেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : হিন্দী সালসা, অন্তঃমূল গুজরাতি : দুরিভেল কঙড় : সোসদেবেরিনগিদা মালয়ালম : নারাবি মারাঠী, ওড়িয়া : অন্তঃমূল সংস্কৃত : নাগাজিহা তামিল : নারাবি তেলুগু : মুট্টাভোগুলাগামু

(মধ্যপ্রদেশ : কালি দুধি, ছোটি দুধি)

আসল সারসাপ্যারিন্দ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলে
ব্যবসায়িক নাম ‘ভারতীয় সারসাপ্যারিন্দ্রা’।

বর্ণনা

বহুবর্ষী আরোহী বা বিসর্পিল লতা। মূল কাণ্ড সুগান্ধিত এবং শক্ত। শাখা সরু এবং নরম। আঁতনে এবং আকারে শাতা বিভিন্ন। ঘন সবুজ পাতার ওপর সাদা দাঢ়া থাকে, 5 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, আধ থেকে 5 সে.মি. চওড়া, তলার দিকে হালকা সবুজ, কিছুটা রোমশ। ছোট ছোট ঘন শুচ্ছে সবুজ রংয়ের ছেটে ফুল। ফল সবুজ, সরু বেলনাকার, 10 থেকে 15 সে.মি. লম্বা তীক্ষ্ণাত, জোড়ায় জোড়ায় ফলে। বীজ ছোট, কালো, মাথার দিকে সাদা রোম থাকে। গাছের প্রত্যেক অংশ থেকেই দূধের মতন সাদা রস বের হয়।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ষষ্ঠী শুণ

শুকনো শিকড়ই ওষুধের কাজে লাগে।

দ্বার, চর্মরোগ, অঙ্গুধা, সিফিলিস, লিউকোরিআ এবং মূত্রদোষে উপকারী। মূত্রবন্ধক গুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত। বাতে এবং রক্তশুদ্ধির কাজে ফলপ্রদ। হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শিলাকস্ত্রেণী থেকে পাওয়া আসল সারসাপ্যারিন্লার বদলে অনন্তমূল ব্যবহার করা যায়।

অন্যান্য প্রয়োগ

গাছের তাজা পাতলা পাতা চিবিয়ে খেলে শরীর তাজা হয়।

42. কুচি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হোলারহেনা অ্যান্টিডিসেন্ট্রিকা
বর্গ	:	অপোসাইনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : ইন্দ্রজাউ, কোরাই, কুচি অসমীয়া : দৃতকুরি গুজরাতি : কুড়া কন্নড় : হালে মালয়ালম : কোডাগপালা মারাঠী : গল, দুধারি, কোডায়া ওড়িয়া : খুর্নি, খেরওআ পাঞ্জাবী : কেয়র সংস্কৃত : কুটজা, কলিঙ্গ তামিল : ইন্দ্রবান তেলুগু : - পালা কোডসা

(নেনিতাল : কেওড়া)

ভারতীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

কখনও কখনও 10 মি. উচ্চ ঝোপাকৃতি গাছ। পাতা 10 থেকে 30 সে.মি. লম্বা, ডিস্কাকৃতি, পাতলা এবং স্পষ্ট শিরাযুক্ত, ছোট ছোট বেঁটায় ধরে। এক থেকে দেড় সে.মি. ব্যাসের সুগন্ধিত সাদা ফুল ডালের শীর্ষে গোছা হয়ে ফোটে। সাদা বিন্দুযুক্ত ঘন ছাই রংয়ের সরু ফল বেলনাকার, 20 থেকে 45 সে.মি. লম্বা এবং 6 থেকে 8 মি.মি. মোটা। বীজ সাধারণতঃ এক সে.মি. লম্বা এবং শীর্ষে বাদামী রংয়ের রোম থাকে। গাছের যে কোন অংশ কঠিলেই দূধের মতন সাদা রস বের হয়।

প্রাপ্তিস্থান

1200 মি. উচ্চতা পর্যন্ত ভারতে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায় তবে মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের বনাঞ্চলে প্রভৃতি পরিমাণে দেখা যায়।

ঔষধী শুণ

গাছের ছাল শুকিয়ে নিয়ে ওমুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ওমুধের মুখ্য শুণ এবং বিশেষ প্রয়োগ আমাশয়ে। ছালের নির্যাস সরাসরি ব্যবহার করা যায় অথবা অন্যান্য উপকরণের সংযোগেও সেবন করা চলে। ছালে পৃষ্ঠিকর এবং জুরনাশক শুণও আছে। ছালের ক্ষারীয় পদার্থ ক্ষয়রোগের জীবাণুকে বাড়তে দেয় না।

গাছের বীজও আমাশয় রোগে উপকারী এবং পাতারও ঔষধী শুণ আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

অনুর্বরা জমির পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক গাছ। জঙ্গল পরিষ্কার করা জমিতে এই গাছই সর্ব প্রথম জন্মায়। এই কাঠ দিয়ে পারিবারিক অনেক ছেটখাটো জিনিষ তৈরী হয় যেমন ছুরির বাঁটি, খেলনা, ছেট ছেট বাঙ্গ, কলম, চিকনি, ছবির ব্লক ইত্যাদি।

43. চালমুগরা বা ডালমুগরি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হিডনোকার্পুস কুজীই
বর্গ	:	ফ্র্যাকুর্সিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : চালমোঢ়া অসমীয়া : লামটানি মালয়ালম : মারাভেত্তি
		স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

প্রায় 15 মি. উচ্চ গাছ। কখনো বেশী। গাছের মূল শাখা অত্যন্ত লম্বা, প্রশাখা সাধারণতঃ নিচের দিকে ঝুলে থাকে। তীক্ষ্ণাত্মক, চর্মশ পাতা প্রায় 20 সে.মি. লম্বা। হলুদ রংয়ের ছেট ছেট ফুল পত্রকক্ষে ছেট্টি ওজে ফোটে। 6 থেকে 7 সে.মি. ব্যাসের গোলাকৃতি ফল, রং বাদামী। বীজ অনেক।

প্রাপ্তিস্থান

আসাম এবং ত্রিপুরার চিরসবুজ অরণ্যে পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

ঔষধী শৃণ

তাজা এবং পাকা বীজ থেকে পাওয়া তেল ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত উপকারী। আগে তেল পান করান হত। আজকাল তেল থেকে তৈরী ওষুধের ইনজেকসন প্রয়োগ করা হয়। গাছের ছালে কিছু ট্যানিন আছে যা জ্বরের পক্ষে উপকারী।

অন্যান্য প্রয়োগ

বীজের খোলস খাদের কাজে লাগে। যেসব পশ্চ এই গাছের ফল খায় তাদের মাংস খাওয়া অনুচিত। এমন কি চালমুগরার ফল দিয়ে যে সব মাছ ধরা হয় বা মারা হয় তাও খাওয়া ঠিক নয়।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

হিডনোকার্পস লরিফোলজা (মারাঠী: কাটু কাভাং; সংস্কৃত: গরুড়ফল; তামিল: মারাভেট্রি) পশ্চিম ঘাটে পাওয়া যায়। এই গাছের বীজ থেকে পাওয়া তেল চালমুগরারই মতন ঔষধী যা কুষ্ঠরোগে মলমের মতন ব্যবহার করা হয় এবং ধার ফলে পাঁৰ করে। বাতের ব্যাথা এবং মচকানিতে উপকারী। প্রৱীক্ষা করে দেখা গেছে যে ব্যাকটেরিয়া নাশক শুণও আছে।

44. কুলিআখারা বা কুলোকাটা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হাইগ্রোফিলা আউরিকুলাটা
বর্গ	:	আকানথেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : তালমাধানা, কুলিআকাণ্টা গুজরাতি : এখরো কন্নড় : কোডভাংকে মালয়ালম : ভায়েলচুলি মারাঠী : তালিমাধানা সংস্কৃত : কোকিলাঙ্ক তামিল : নিরনুলি তেলুগু : নিরঙবি

স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

60 থেকে 150 সে.মি. উঁচু মোটা, সোজা গাছ। প্রশাখাবিহীন এবং সোজা উঠে যাওয়া প্রধান শাখা চতুষ্পোঙ এবং নিচের দিকে রোমশ। প্রত্যেক প্রান্তিতে চক্রকার ছোট পাতা এবং পাতার কক্ষে তীক্ষ্ণাগ্র হলুদ রংয়ের বড় বড় কাঁটা থাকে। আনন্দজ 3 সে.মি. লম্বা দুই উঠের নীল বা হালকা বেগুণী রংয়ের ফুল প্রত্যেক প্রান্তিতে পাতার কক্ষে একসঙ্গে অটো করে ফোটে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে কর্দমাক্ত এবং জলাজমিতে পাওয়া যায়। প্রায়শঃ দেখা যায় যে নালীতে বা পথের ধারে আধ শুকনো খানা বা ডোবায় এসব ভরে আছে।

ঔষধী গুণ

শিকড় সমেত পুরো গাছই ঔষধের কাজে লাগে।

শোথরোগ, জনডিস, বাত এবং মৃত্যুপ্রাসঞ্চিক অঙ্গে এই ঔষধ খুব উপকারী। গাছের বীজ যৌনব্যাধিতে ফলপ্রদ। পৃথক ভাবে বীজ এবং শিকড়ে মৃত্যুবর্দ্ধক গুণ আছে। মুত্তে ধাতু রোগ এবং কাশির পক্ষে গাছের পাতাও খুব উপকারী।

45. খুরাসানি আজওয়ান

বৈজ্ঞানিক নাম	: হিওসিআমুস নিগের	
বর্গ	: সোলেনেসি	
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী ও গুজরাতি মারাঠী সংস্কৃত	: খুরাসানি আজওয়ান খুরাসানি ওড়া পরসিকায়া

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ঘন প্রষ্টুল রোমে ঢাকা এক বা দ্বি-বৰ্ষীয় দুর্গন্ধিযুক্ত গাছ। এক মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। দাঁতাল কিনারাযুক্ত নিচের পাতা 15 থেকে 20 সে.মি. লম্বা। ওপরের পাতা ছেট এবং বহুভাঁশে ভাঙ্গ করা। অল্প বেগুনী রংয়ের ডোরা কাটা হালকা সবুজ রঙের ফুল (ব্যাস 2 থেকে 3 সে.মি.) কখনো এককভাবে শাখার শীর্ষে ফোটে, কখনো প্রাশাখার মূলে। আন্দজ দেড় সে.মি. ব্যাসের ফুল গোলাকৃতি।

প্রাপ্তিস্থান

1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর থেকে গাঢ়ওয়াল পর্যন্ত বসাতির কাছে পোড়ো জমিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং নীলগিরি পর্বতেও চাষ হয়।

ঔষধী গুণ

শুকিয়ে নেওয়া পাতা এবং ফুল ফোটার ঠিক পরেই ফুল সমেত শাখা ও মুখের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ওমুধের গুণ বেল্লেডেন্টার অনুরূপ। নিয়মিত অথচ থেকে থেকে আসা মাংসপেশীর ব্যথায় বিশেষ উপকারী। হিষ্টিরিআ, কাশি ইত্যাদি রোগে স্নায়ুকে শাস্ত করায় যথেষ্ট সাহায্য করে এবং আট্রোপিনের মতন চোখের মণিকে ব্যাপ্ত করে।

গাছের বীজও উপকারী। প্রলেপে ব্যাথার উপশম হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল ইডিপসিআম হেনবেন যার চাষ কাঞ্চীরে হয়। এতে ভারতীয় হেনবেনের চাইতে ক্ষারীয় পদার্থ অনেক বেশী এবং চেতনানাশক গুণও আছে। এর পাতার ধূপ্রপানে নেশা হয়।

46. কালোদানা

ব্রেক চিত্র-14

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ইপোমোআনীল
বর্গ	:	কনওয়ালবুলেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কালাদানা, নীলকলমি শুজরাতি : কালাদানা, কানাকুস্পন মারাঠী : নীলপুঁজি ওড়িয়া : কনিধান সংস্কৃত : কৃষ্ণবীজ তামিল : সিরিককি তেলুগু : জিরিকি
		(নেনিতাল : ভেরাদা)

স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। ফুলের রং নীল
বলে বৈজ্ঞানিক নামে এই কথাটার বাবহাব।

বর্ণনা

এক বর্ষীয় লতা। শাখা-প্রশাখা অল্প রোমশ। 5 থেকে 12 সে.মি. ব্যাসের ডিম্বাকৃতি
পাতা তিনটি ফালিতে বিভক্ত। তলার দিকে অল্প কমলা রং ছেটানো কৃপী আকারের
নীল ফুল 4 থেকে 5 সে.মি. লম্বা এবং ছোট উঁটায় শুচ্ছ হয়ে ফোটে। ৪ মি.মি. ব্যাসের
গোলাকৃতি ফল। বীজ ছোট এবং মসৃণ।

ফুলের রঙের বাপারে কিছু বৈচিত্র্য আছে। গাছে যখন থাকে ফুলের রং তখন নীল
কিন্তু তুলে নিলেই বেগুনী হয়ে যায়। সেই জনাই অনেক বইতে ফুলের রঙকে বেগুণী
বলা হয়।

প্রাপ্তিস্থান

1800 মি. উচ্চতা পর্যান্ত সারা ভারতে সর্বত্রই পাওয়া যায়। ভারতে এর প্রাকৃতিক
প্রচুর্য। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

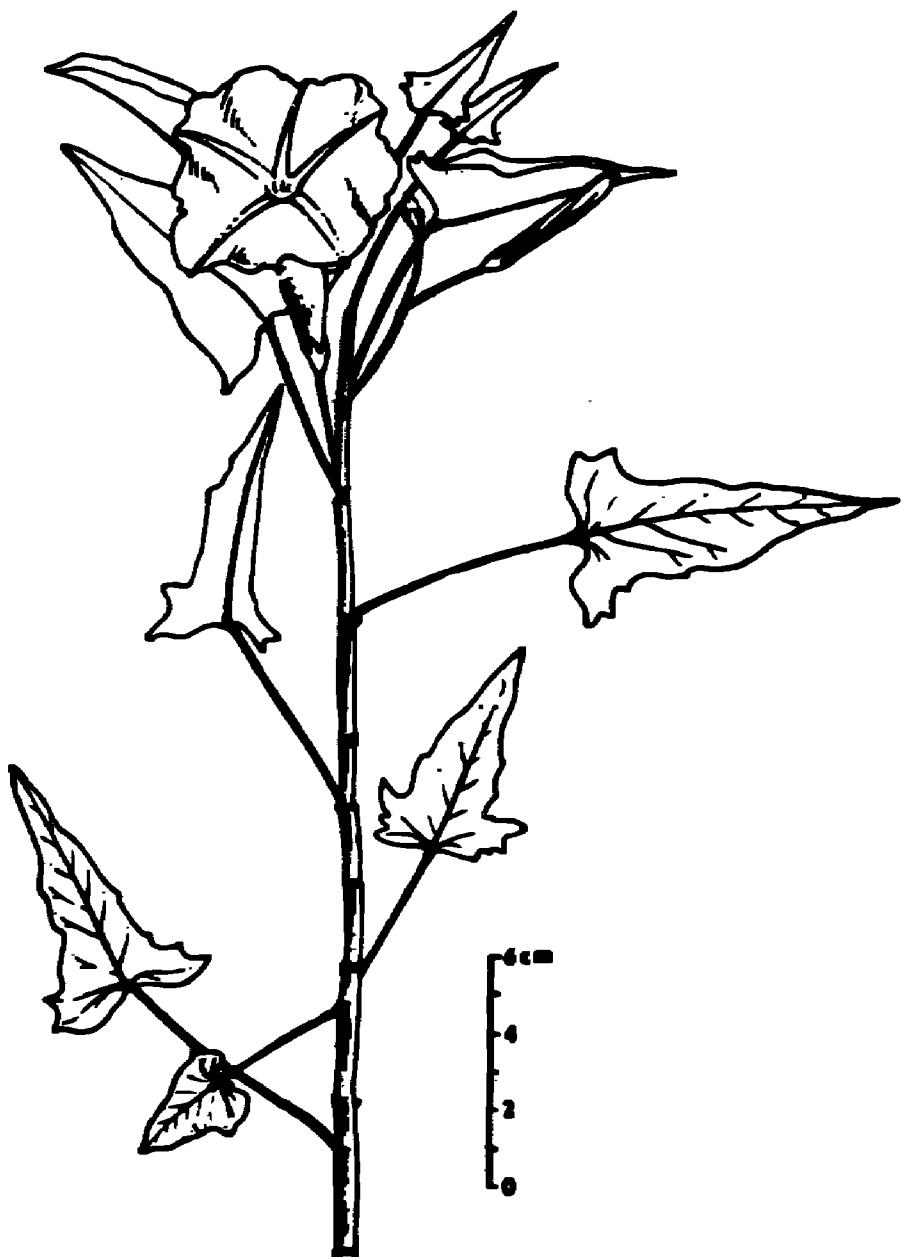
শুকিয়ে নেওয়া বীজই ঔষধের কাজ করে।



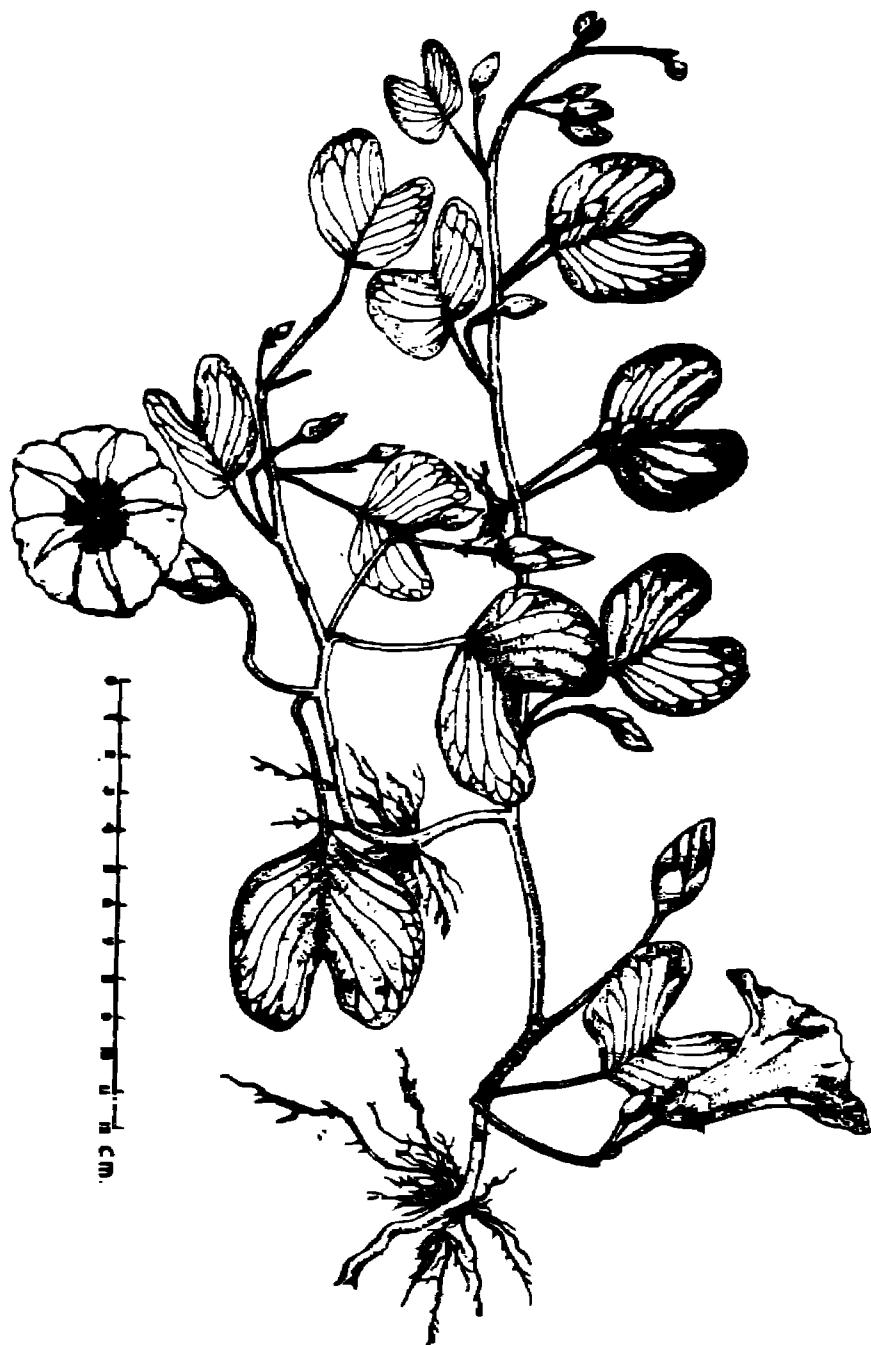
বেরা চিত্র ।4: কালোদানা (ইপোমোএনিল)



বেথা চিত্র 15: ইপোমোএ পেস্টিগ্রাইস



বৈজ্ঞানিক নাম: Ipomoea carnea



চিত্র 17: ইপোমোএ পেস্কাম্প

কালোদানা রেচকের কাজ করে। মাত্রা বেশী হলে পেট ঝালা করে।

অন্যান্য প্রয়োগ

তাজা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। ফুলের শোভাও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

অন্য বহু শ্রেণীর গাছ ও মুখের কাজে লাগে যার অধিকাংশই রেচক।

ইপোমেআ প্রেসিটগ্রিডিস (রেখা চিত্র 15 হিন্দী: ঘিআবাটি, কালাদানা, পাঞ্চপত্রি; মধ্যপ্রদেশ: বড়ি পসয়ি)। এই গাছের শিকড় রেচক। ই. আকুআচিকা (রেখা চিত্র 16 হিন্দী: কলমিশাক; পাঞ্জাবী: সোর্নালিকা শাগ)। এই গাছের রস রেচক। ই. পেসকাপ্রে (রেখা চিত্র 17 হিন্দী: দপতিলতা)। এই গাছের রস রেচক। ই. কুআমোক্রিট (হিন্দী: কাঘলতা; বাংলা: তরুলতা) এবং ই. কাইরিকা (ইংরেজি: রেলওয়ে ক্রিপার)। দুটি গাছেরই বীজ রেচক।

(বাস্তরের উপজাতীয়েরা ই. আকুআচিমের ফুল খেঁতো করে রসটা চোখ ও ঠার চিকিৎসায় ব্যবহার করে)।

যার্কিণী দেশজ ইপোমেআ পূর্ণা (যার বর্তমান সঠিক নাম একসোগোনিয়ম পূর্ণা) এই বর্গেরই আর এক শ্রেণী যার শিকড় রেচক। ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ এবং পূর্বাংশে বাগানের শোভাবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

47. মেহদি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	লসোনিআ ইনের্মিস
বর্গ	:	লাইস্টেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী, গুজরাতি, মারাঠী : মেহেদি কর্ণাড় : মাইলাষ্টি, গোরাস্তি কাশ্মীরি : মোহজ মালয়ালম : মৈলাষ্টি ওড়িয়া : বেনজাতি পাঞ্জাবী : হিনা সংস্কৃত : মেস্তিকা, রক্তগর্ত তামিল : মারিথোভি তেলুগু : গোরাস্তি

আরব নামের ভিত্তিতে বাবসাইক নাম ‘হিনা’।

বর্ণনা

বহুল শাখা প্রশাখাযুক্ত মাঝারি বা বড় বোপাকৃতি গাছ যা কখন কখন ছোট বৃক্ষের আকারও ধারণ করে। প্রশাখা চতুরঙ্গ এবং প্রায়শই তীক্ষ্ণাত্মক। পাতা নৌকাকৃতি, 2 থেকে 3 সে.মি. লম্বা এবং তীক্ষ্ণাত্মক। জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী হয়ে ফোটে। সাদা বা সৈকত গোলাপী ফুল ছোট এবং সুগন্ধিত, শাখার শিরে বড় বড় গুচ্ছে ফোটে। ফল ছোট, মটরদানার মতন গোল। বীজ অনেক।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের বহুলাংশে পাওয়া যায়, বিশেষ করে উপনীপের শুষ্কাঞ্চলে। সাধারণতঃ বেড়ার কাজে ব্যবহারের জন্য পৌতা হয়। পাঞ্জাব, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে ব্যবসার জন্য প্রভৃতি পরিমাণে চাষ হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের পাতায় ওষুধের গুণ। পাতা কোষ্টরোধক এবং চর্মরোগে প্রতিষেধক হিসেবে উপকারী। ফোড়া, পোড়া ঘা এবং অনানা চর্মরোগে মলমের মতন বাবহার করা হয়।

পাতার নির্যাস দিয়ে কুলকুচা করলে গলদাহে উপকার পাওয়া যায়। মাথা ব্যথায় এবং পায়ের তলায় দহনের অনুভূতি হলে মেহদি পাতার লেই ফলপদ।

বলা হয় যে ক্ষয় এবং কিছু অন্যরোগের জীবাশুর ওপর মেহদি পাতার প্রভাব আছে। টাইফয়েড এবং রক্তস্বারেও পাতা উপকারী। গাছের এই সব ব্যবহার অবশ্য এখনও বাপক ভাবে হয়নি।

গাছের ছাল এবং বীজও আয়ুর্বেদীয় ও উনানী ওষুধে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

ভারতে মেহদি পাতার প্রধান ব্যবহার হাত, পা, নখ, চুল, দাঢ়ি, এমন কি পশু প্রাণীর লেজ এবং অঙ্গ রঞ্জিত করার কাজে। পাতার রঙ অন্য উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে কাপড় রঙ করার কাজেও ব্যবহৃত হয়। ফুল থেকে পাওয়া তেল সুগন্ধ তৈরী করার কাজে লাগে।

48. বন তামাক

বৈজ্ঞানিক নাম	:	লোবেলিআ
		নিকোটিআনেফেলিআ
বর্গ	:	লোবেলিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : নরসাল গুজরাতি : নালী কর্ণাড় : কাদুহোঁসোপেলে মালয়ালম : কাট্রিপুকাইলা মারাঠী : দেবনালা সংস্কৃত : বিভীষণ, দেবনালা তামিল : কাট্রিপুকাইলা তেলুগু : আদভিপোকাঙ

উদভাবনী নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। পাতায় তামাকের শুণ আছে বলে বৈজ্ঞানিক নামে ‘নিকোটিআনেফেলিআ’ কথাটির প্রয়োগ।

বর্ণনা

৩ থেকে ৫ মি. উচু গাছ, তর্ডি মোটা কিস্ত ফাঁপা। কখনো কখনো উপরাঞ্চে প্রশাখা হয়। নিম্নাংশে 45 সে.মি. পর্যন্ত লম্বা পাতা, বেশ বড়। যত ওপরদিকে ওঠে পাতা আয়তনে তত ছোট হতে থাকে। পাতার শিরা সাদা এবং স্পষ্ট। শাখার শীর্ষে ঘন শুচে বড় সাদা ফুল ফোটে। ৪ মি.মি. বাসের ফুল গোলাকার। বীজ অনেক, আয়তনে ছোট এবং হলদে অথবা বাদামী।

প্রাপ্তিস্থান

ডেকান উপদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ধারে কাছের সমতল ভূমিতেও পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শিকড় বাদ দিয়ে সারা গাছ অক্তোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

এই ওষুধের শুণ নিকোটিনেরই অনুরূপ এবং ইঁপানি এবং শাসনালীর প্রদাহমূলক

ରୋଗେ ଉପକାରୀ । ମେବନେ ଘାମ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନ ଫଳେ କାଶି କମେ ଯାଯ । ମେବନେର ପର ସମ୍ମିଳନ ନା ହୟ ଏବଂ ଓସୁଥ ଭେତରେଇ ଥେକେ ଯାଯ ତାହଲେ ଶରୀରେର ପକ୍ଷେ ସେଟୋ ହାନିକର ହତେ ପାରେ । ଅଧିକ ମାତ୍ରାଯ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ଭବ ।

ଏହି ଓସୁଥରେ କ୍ଷରୀୟ ପଦାର୍ଥ 'ଲୋବେଲିନ' ଶାସକ୍ରିୟାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମେହି ଜନୋ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଦକ ମେବନେର ଫଳେ ବା ଏନିଶ୍ଚିନ୍ତିଯାଯ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୋନ କାରଣେ ଶାସେର ଗତି ମହୁର ବା ବଞ୍ଚ ହଲେ, ଏହି ଓସୁଥ ଖୁବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୟ ।

ଗାଛେର ପାତା ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଯ ଦୁଧରେ ମତନ ସାଦା ରସ ଆଛେ ଯା ଗାୟେ ଲାଗଲେ ଫେଙ୍କା ପଡ଼େ ।

ଶୁକନୋ ଗାଛେର ପ୍ରଭାବେ ବେଶ କିଛୁ ଦୂର ଥେକେଓ ନାକ ଏବଂ ଗଲା ଜ୍ଵାଳା କରେ । କର୍ମୀରୀ ତାଇ ଏହି ଗାଛେର କାହାକାହି ଯେତେ ବେଶ ଇତ୍ତନ୍ତଃ କରେନ ।

ଏହି ବର୍ଗେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ

ଏହି ବର୍ଗେର ଆର ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ମାର୍କିନ ଦେଶଜ 'ଲୋବେଲିଆ ଇଂଫ୍ଲୋଟା' । ମେଟୋ ଏ ଦେଶେ ଚାବେର ଚେଷ୍ଟା ହଚ୍ଛେ । ଡେକାନ ଉପଦ୍ଵିପ ଏବଂ ଆସାମ ତାର ପକ୍ଷେ ପ୍ରଶସ୍ତ । 'ଲୋବେଲିଆ ଯା ଥେକେ 'ଲୋବେଲିନ' ପାଓଯା ଯାଯ ତା ଆମଦାନି କରା ହୟ । ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥେକେ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋବେଲିଆ ପ୍ରତିକଳେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୟ ।

ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଆରଓ କିଛୁ ଗାହ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚ୍ୟୋ ଭାରତେ ଅନେକ ପାଓଯା ଯାଯ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୟ ନା ।

49. মহয়া

ব্রেক চির্ত-18

বৈজ্ঞানিক নাম	:	মধুকা ইভিকা
বর্গ	:	সপোটেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : মহয়া, মহভা গুজরাতি : মাহদো কন্নড় : হিপ্পে মালয়ালম : পুনাম মারাঠী : মহয়া ওড়িয়া : মহুকা সংস্কৃত : মধুকা, বানপ্রস্থ তামিল : এলহংগাই তেলুগু : ইঞ্জা
(সাওতাল	:	মটকাম)

সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে বাবসায়িক নাম। কিছু প্রাচীন সাহিত্যে
এই গাছকে ‘বানপ্রস্থ’ বলা হয়েছে কারণ এই গাছ বনে জন্মায়।

বর্ণনা

মহয়া পাতাঘরা গাছ। গাছ বেশ বড় কিন্তু প্রধান শাখা ছোট এবং বহু প্রশাখা ছাতার মতো
চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। 12 থেকে 25 সে.মি. লম্বা পাতা চর্মশ এবং তীক্ষ্ণাগ্র। পাতার
শিরা খুব স্পষ্ট। হলুদ রঙের ফুল, ছোট, মাংসাল এবং শাখার শীর্ষে বা কাছাকাছি ঘন
গুচ্ছে ফোটে। বাদামী রোমাবৃত ফুলের বৃন্ত নিচের দিকে ঝুলে থাকে। আড়াই থেকে
পাঁচ সে.মি. লম্বা, সরস ফল। রঙ সবৃজ। খয়েরী রঙের ঝকঝকে বীজ আড়াই
থেকে সাড়ে তিন সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিস্থান

1200 মি. উচ্চতা পর্যান্ত ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমতল ভূমিতে পাওয়া যায়।
হিমালয়ের ‘সবমনটেন’ অংশে বহু দেখা যায় এবং কোন কোন জায়গায় অরণ্যের
অধিকাংশই মহয়া গাছ।



রেখা চিত্র 18: মহেন্দি

ঔষধী গুণ

গাছের ছাল, পাতা, ফুল এবং বীজ ও মৃৎপত্রের কাজে ব্যবহৃত হয়।

চুলকানি, মাড়ির ফোড়া বা ক্ষত ইত্যাদিতে ছালের কাই উপকারী। বহুমুক্ত রোগেও ছালের কাই খেতে দেওয়া হয়।

পাতা কোষ্ঠরোধক। পাতার ছাই ঘিতে মিশিয়ে পোড়া ঘা এবং স্কান্ড রোগে ব্যবহার করা হয়।

ফুল বাকটেরিয়ারোধক। কাশি এবং ব্রনকাইটিসে শরীর ঠাণ্ডা করে এবং শক্তি দেয়। ফুল থেকে তৈরী পানীয় শক্তিবর্ধক এবং টনিক। বীজ, মাতৃস্তনে দুর্ধের উপ্তৰ এবং প্রবাহে সাহায্য করে। বীজের তেল রেচক এবং চর্মরোগেও উপকারী।

অন্যান্য প্রয়োগ

মহয়ার ফুল কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় তবে অধিক পরিমাণে অপকার হয়। ফুলের প্রচলিত ব্যবহার মদ, ভিনিগার, সৌরাপ, জ্যাম ইত্যাদি প্রস্তুতি।

মহয়ার তেল সাধান তৈরীর কাজে লাগে এবং গবাদি পশুদের খাওয়ান হয়। কেঁচো বিনাশের জন্য টেনিস কোর্টেও দেওয়া হয়। কাঠ বহ কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল ‘মধুকা লংগিফোলিয়া’ যা ডেকান উপদ্বীপে পাওয়া যায় এবং মহয়া নামেই পরিচিত। দুই জাতিরই ঔষধী গুণ প্রায় একই বলে ভারতীয় ঔষধকোষে দুই শ্রেণীরই উল্লেখ আছে এবং দুটোই স্বীকৃত।

50. কমলা বা রৈণি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	মল্লোচ্চস ফিলিপেনসিস
বর্গ	:	ইউফোর্বিএসি
আংশিক নাম	:	হিন্দী : কামেলা, সেন্দুরি রোহিণী অসমীয়া : গাংগই গুজরাতি : কপিলা কন্নড় : কেসলই, রোনাটি মালয়ালম : কপিলা মারাঠী : সেন্দ্রী ওড়িয়া : কমলাশুভি সংস্কৃত : সেন্দুরী, কামেলা তামিল : কোপিলা পোদি তেলুগু : কুনকুমা (সিংহভূষণ, বিহার : গসৰ্ব)
স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।	:	

বর্ণনা

ছোট বা মাঝারি চিরসবুজ গাছ। কখন কখন শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রায় ঝোপে পরিণত হয়। নবীন শাখায় এবং কচি পাতায় প্রচুর পরিমাণে লাল রংতের রোম থাকে। লম্বা বৃক্ষের ওপর পাতা একান্তর 7 থেকে 20 সে.মি. লম্বা কিন্তু আকৃতিতে সব সময় এক নয়। পাতার নিচের দিকে লাল লাল প্রস্তু থাকে এবং শিরা ধূব স্পষ্ট। ফুল ছোট। পুরুষ ফুল এবং নারী ফুল আলাদা গাছে ফোটে। নারী ফুল 5 থেকে 8 সে.মি. লম্বা, উর্ধ্বমুখী বৃক্ষে ফোটে। হলদে পুরুষ ফুল 8 থেকে 15 সে.মি. লম্বা ঝুলে পড়া স্পাইকে গোছায় ফোটে। ফল 8 থেকে 13 মি.মি. গোলাকার কিন্তু ত্রিধা। ফলের ওপর সূক্ষ্ম লাল রোম থাকে এবং পাউডারের মতন চুর্ণ যা সহজেই মুছে ফেলা যায়।

প্রাপ্তিস্থান

আন্দাজ 1500 মি. উচ্চতায় হিমালয় থেকে আরও করে দক্ষিণে বেরল পর্যন্ত ভারতের সব উষ্ণ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

গুরুত্বপূর্ণ গুণ

ফলের লাল রোম এবং পাউডার আলাদা করে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। দই অথবা দুধের সঙ্গে পাউডার মিশিয়ে পান করলে টেপওয়ার্মের পক্ষে উপকারী। একমাত্রায় টেপওয়ার্ম বের না হলে দ্বিতীয় মাত্রার প্রয়োজন হয়। কখন কখন মৃত টেপওয়ার্ম বের করার জন্য ক্যাষ্টের অয়েলের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ওষুধে রেচকের শক্তি আছে এবং দাদ, চুলকানি ইত্যাদি চর্মরোগে ঘনমের মতন ব্যবহার করা হয়।

ইন্দুর এবং গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ফলের রোম খাওয়ালে গর্ভধারণের শক্তি হ্রাস পায়।

অন্যান্য প্রয়োগ

এই গাছেরই প্রধান ‘কামেলা’ রঙ যা কাপড় রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। বৌজ থেকে পাওয়া তেল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ধায় বলে রং বার্নিস আদি বহু কাজে লাগে। এই একই কারণে চিত্রকলার কাজেও তেল জনপ্রিয়।

এই গাছের কাঠ গৃহস্থলির বহু কাজে লাগে এবং ছালানী হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। দেশলাই বাস্তু হয়।

পাতা পশুদের খাদ্য, বীজের খোল খাদ্যের কাজ করে এবং ছালে ট্যানিন থাকায় চামড়া টানিংয়ের কাজে লাগে। মেয়েরা লাল পাউডারের সিদুর পরে।

51. পুদিনা

বৈজ্ঞানিক নাম	: মেঢ়া
বর্গ	: লেবিএটি
আঞ্চলিক নাম	: সারা ভারতে আঞ্চলিক নাম ‘পোদিনা’ ভিত্তিক

বর্ণনা

মেঢ়া শ্রেণীর সব গাছই সৌরভ্যমূক্ত। বহু গাছ অনাবাদি আবার কিছু চাষও করা হয়। এই গাছের প্রধান এবং মুখ্য উপকরণ ‘মেঢ়ল’ এবং পিপারমিট অয়েল এবং সেই জন্যই এর দাম।

মেঢ়া আর্ডেনসিস (ইংরেজি: ফিল্ড মিল্ট, ভারতীয়: পোদিনা)। উর্ধমুখী শাখাময় গাছ, 60 সে.মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা 5 সে.মি. পর্যন্ত লম্বা, বৃত্ত অত্যন্ত ছেট, কিনারা দাঁতাল। পাতার কক্ষে ছেট ছেট শুচে ফুল ছেট্টি এবং অল্প নীলাভ।

এই গাছ কাশ্মীরে 1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায় এবং চাষও করা হয়।

এই গাছের পাতার কাই বাতের ব্যাথায় এবং অজীর্ণতায় বিশেষ উপকারী। এই বর্গের এক জাপানী শ্রেণী হল ‘মেঢ়া আবেসিস’ যা আজকাল জমু এবং কাশ্মীরে চাষ করা হচ্ছে। এই গাছের তেল ‘মেঢ়া পিপারিট’ থেকে পাওয়া আসল পিপারমিট অয়েলের বদলে ব্যবহার করা চলে।

মেঢ়া লংগফোলিয়া (ইংরেজি: হর্স মিল্ট, হিন্দী: জংলী পোদিনা, পাঞ্জাবী: কোসু) কাশ্মীর, পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চলে এবং উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায়। এই গাছ জীবাণুনাশক, শক্তিবর্ধক এবং জ্বর ও অজীর্ণতায় উপকারী।

আসল পিপারমিট

এই শ্রেণীর সর্বপ্রধান গাছ হল মেঢ়া পিপারিটা (ইংরেজি: পিপারমিট, পাঞ্জাবী: বিলাতি পোদিনা)। কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর, মাদ্রাজ ইত্যাদি বহু জাগ্রায় আজকাল এই গাছের চাষ হয়।

শুকিয়ে নেওয়া পাতা এবং ফুলস্ত শাখাই ওষুধের কাজে লাগে।

বায়ুরোগ, বমি, উদরাময় ইত্যাদি রোগে এই ওষুধ অত্যন্ত উপকারী। পাতা বেটে নিয়ে মাথা এবং অন্যান্য ব্যথায় লাগানো হয়।

এই ওষুধের প্রধান প্রয়োগ হল এর থেকে প্রাপ্ত ‘পিপারমিষ্ট অয়েল’ (যাতে মেঠল থাকে)। এই তেল জীবাণুনাশক এবং আস্ত্রিক গোলযোগ, মাথা ব্যথা, বাত, কাশি প্রভৃতি রোগের ওষুধে ব্যবহৃত হয়।

প্রতি বছর প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের পিপারমিষ্ট তেল এবং মেঠল ভারতে আবদানি করা হয়। সেই জন্যে এই শ্রেণীর চাষ ভারতে আরো অনেক বেশী করা একান্ত দরকার।

52. জটামানসি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	নার্ডোস্টাকিস জটামানসি
বর্গ	:	ভ্যালেরিআনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : জটামানসি গুজরাতি : জটামানসি কাশ্মীরি : ভূটিজাহু সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু : জটামানসি

ভারতীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম ‘জটামানসি’।

নামের মূল কারণ হল গাছের কাণ্ডে জটার মতন রোম।

বর্ণনা

60 সে.মি. উঁচু বন্ধবৰ্ষী গাছ। গাছের শুঁড়ি কড়া, লম্বা এবং শুকনো পাতার শিরায় ভর্তি যা ঠিক জটার মতন মনে হয়। নিচের দিকের পাতা প্রায় 20 সে.মি. পর্যাপ্ত লম্বা, সরু হয়ে বৃক্ষকার হয়ে যায়। ওপরের পাতা অনেক ছেট এবং ডিম্বাকৃতি। ফল ছেট এবং রোমে ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান

3000 থেকে 4500 মি. উচ্চতায় হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত থেকে ভূটান পর্যাপ্ত সর্বত্র পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের শুঁড়ি এবং শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। জটামানসি পুষ্টিকারী, উত্তেজক এবং আগ্রিম্প্যাসমডিক বলে কিছু ধরণের ফিট, মাংসপেশীর আক্রেপ এবং হাদর্কস্পনে উপকারী। রেচক, মৃত্যুবন্ধিতে সাহায্য করে, ঘৃত বক্সে কার্যাকরী এবং হজমের পক্ষে উপকারী। ‘ভ্যালেরিআন’ নামক ওষুধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

53. তুলসী

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ওসিয়ম সাংকটুম		
বর্গ	:	লেবিএটি		
আঘাতিক নাম	:	হিন্দী শুজরাতি কন্নড় মালয়ালম মারাঠী সংস্কৃত তামিল, তেলুগু	:	তুলসী তুলসী বিষুণ্ঠুলসী ত্রিশতু তুলসী মঞ্জুরী, কৃষ্ণতুলসী তুলসী

বর্ণনা

ভারতের প্রসিদ্ধ এবং পবিত্র গাছ। 70 সে.মি পর্যন্ত উঁচু এবং অত্যন্ত রোমশ শাখা প্রশাখাপূর্ণ সোজা গাছ। পাতা বিপরীতমুখী জোড়ায় জোড়ায় ফোটে। পাতা আন্দাজ 5 সে.মি. লম্বা, কিনারা দস্তল, ওপর এবং নিচে দুদিকেই রোমশ ও কিছু গ্রহিময়। গোলাপী বা হালকা বেগুনী ফুল, ছেট, সুগন্ধিত, ছেট স্পাইকে, ছেট শুচে ধরে। ফল ছেট, বীজ হলুদ বর্ণ কিম্বা কিছু লালচে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে, প্রায়শঃ সব বাড়ীতে, বাগানে এবং মন্দিরে পাওয়া যায়। কখন কখন অনবাদি প্রাচুর্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

ঔষধী গুণ

তুলসী গাছের পাতা এবং বীজ ঔষধী। পাতার তেল জীবাণু এবং কীটপতঙ্গ নাশক। পাতার রস ব্রনকাইটিস, সর্দিকাশি এবং অজীর্ণতায় উপকারী। হাজা, দাদ এবং অন্যান্য, চর্মরোগে ঘলমের কাজ দেয় এবং কানের ব্যথায় পাতার রসের ফেঁটা কানে ঢালা হয়। সর্দি কাশিতে পাতার কাই ভারতীয় প্রায় প্রতি সংসারেরই প্রচলিত ও মুখ।

প্রস্তাবজনিত রোগে, তুলসীর বীজ উপকারী। শিকড়ের মণি পান করলে ঘাম হয় বলে, ম্যালেরিয়া জ্বরে ফলপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

হিন্দু দেবদেবীর পূজায় তুলসী অপরিহার্য।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

ওসিয়ুম কানুম (ইংরেজি: হোরি ব্যাসিল; হিন্দী: কালি তুলসী, রাম তুলসী, ভর্তুরি) প্রায় সারা ভারতে, বিশেষ ভাবে বসতির কাছে ক্ষেত্রের ধারে এবং পোড়ো জমিতে প্রায়ই দেখা যায়। এই গাছের কালো বীজ টনিক এবং মৃত্ত বর্দ্ধক। পাতার তেল সাধারণ তুলসীর অনুরূপ।

আং ব্যাসিলিকম (ইংরেজি: সুইট ব্যাসিল; হিন্দী: বুবই তুলসী, সবজাহ; পাঞ্চাবী: মুজারিকি; তামিল: কর্পুর তুলসী) উত্তরপশ্চিম ভারতে আপনিই জন্মায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে চাষ করা হয়। এই ওষুধ ভুব, কাশি, পেটের অসুখ, কৃমি এবং গেঁটে বাতে ফলপ্রদ। পাতার রসে নাক পরিষ্কার হয় এবং চর্মরোগে মলমের মতন ব্যবহার হয়। বীজ কোষ্ঠশুল্ক করে এবং অর্শের পক্ষে উপকারী।

এই বর্গের পূর্ব আফ্রিকার এক শ্রেণী আ. কিলিমনঙ্গাসচাবিকুম কর্পুরের সূত্র হিসেবে সম্প্রতি ~~বেশ~~ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং কাশীর, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, মহারাষ্ট্র, মহিশূর, মাদ্রাজ এবং কেরলে এই শ্রেণীর চাষ হচ্ছে। 1000 মি. উচ্চতা পর্যন্ত যে কোন জায়গায় এই গাছের চাষ সম্ভব।

কর্পুর নামা ভাবে ওষুধে ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে, ব্যথা, মোচড় ইত্যাদির জন্য মলমে।

54. দুধিমা কলমী

ব্রেক চিত্র-19

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ওপের্কুলিনা টুর্পেথুম
বর্গ	:	কনভলভুলেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : নিশোথ, পিথোর গুজরাতি : নাসাতর কন্নড় : বিলিঅলুটিগড়ে মারাঠী : নিশোত্তরা পাঞ্জাবী : নিশোথ সংস্কৃত : কালপর্ণী, ত্রিপুতি তামিল : শীভাদাই তেলুগু : তেল্লাতেগাড়া

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

বড় আরোহী লতা যার শাখায় দুধের মতন রস থাকে। শিকড় লম্বা, সরস এবং শাখাবিত। শাখা পক্ষযুক্ত; 4 থেকে 10 সে.মি. লম্বা পাতা দড় থেকে সাত সে.মি. চওড়া, ডিস্কার্ডি, কিছুটা হৃদপিণ্ডাকার। অল্প ফুলের শুচে ফোটা 4 থেকে 5 সে.মি. লম্বা ফুল দেখতে অনেকটা চোঙার মতন। বৃত্তি আন্দাজ 2 সে.মি. লম্বা কিন্তু গাছে যখন ফল ধরে তখন বড় হয়ে ফলকে জড়িয়ে ফেলে।

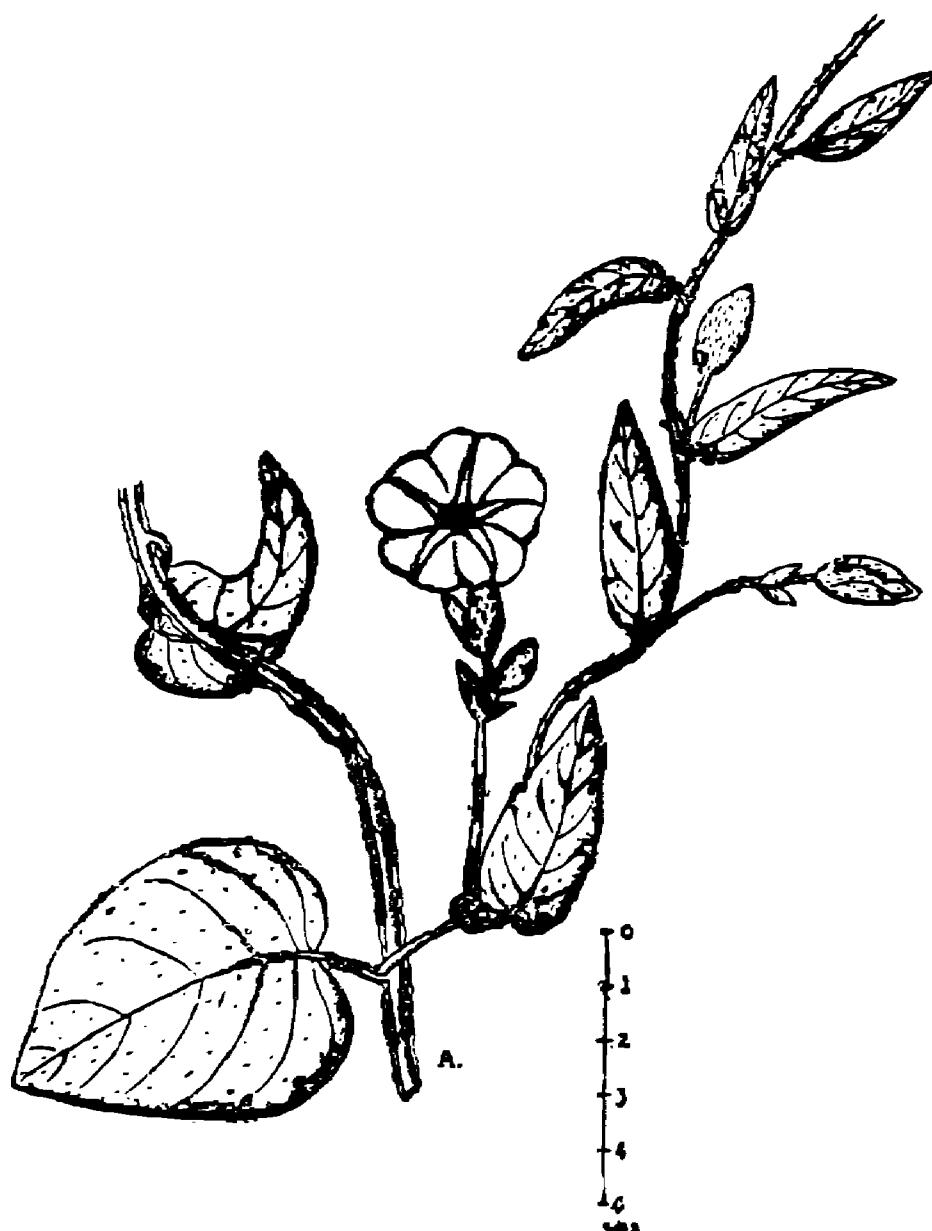
প্রাপ্তিস্থান

1000 মি. উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় সারা ভারতেই পাওয়া যায়। ফুলের সৌন্দর্যের জন্য বাগানেও পোতা হয়।

ঔষধী গুণ

শিকড় শুকিয়ে নিলে ওষুধ হয়। যে গাছে সাদা ফল ধরে সেই গাছের শিকড় নিতে হয় এবং শিকড়ের ছাল অক্ষত থাকা অপরিহার্য।

এই ওষুধে তুর্পেথীন আছে। ঔষধী গুণে এই গাছের তুর্পেথ একসোজোনিয়ম পূর্ণ থেকে পাওয়া যায় জোলাপের অনুরূপ এবং পরিবর্তে ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত।



বেষ্টি চিত্র 19: দুধিআ কলমী

{শিকড়ের চূর্ণ রেচক। বাজারে যে তৃপ্তিপূর্ণ পাওয়া যায় তাতে শিকড়ের সঙ্গে শাখা
প্রশায়ার অংশ মেশানো থাকে।}

55. ইসবল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পেগানুম হার্মালা
বর্গ	:	কুটাসিআ
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : গন্ধা, হার্মাল গুজরাতি : হার্মার পাঞ্জাবী, মালয়ালম : হার্মাল তামিল : সিমাইয়ারাভান্দি তেলুগু : সিমাগোরাণ্টি

স্থানীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

30 থেকে 90 সে.মি. পর্যন্ত উচু ঝোপ। 5 থেকে 7 সে.মি. লম্বা পাতা বহু বৃত্তাংশে ভাগ করা। 2 থেকে 3 সে.মি. ব্যাসের ফুল, সাদা, পত্রকক্ষে একক ভাবে ফোটে। 5 থেকে 8 মি.মি. ব্যাসের ফল, গোলাকৃতি এবং বহু লতিযুক্ত। বাদামী রঙের বীজ আড়াই থেকে চার মি.মি. লম্বা এবং নানান আকারের, তবে বীজের ওপর জালক আবরণ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের উত্তর, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং দেকানের শুষ্ক অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শুকিয়ে নেওয়া বীজ ঔষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। বীজে বহু প্রকার ক্ষারীয় পদার্থ আছে যার জন্যে হাঁপানি, হিষ্টিরিয়া, বাত, জ্বর, জনডিস, পাথুরি এবং কলিক ব্যাথায় বিশেষ উপকারী। ঝুত প্রাসঙ্গিক যন্ত্রণায় এবং অন্যান্য অসুবিধায় ফলপ্রদ। বীজ কৃমিনাশক, বমনে সাহায্য করে এবং নারকটিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

বীজ থেকে প্রাপ্ত ক্ষারীয় পদার্থের মধ্যে আছে 'হর্মিলিন', 'যাগীন' এবং 'হর্মিন'। এই তিনিটোই মনোক্রিয়াশীল অর্থাৎ মন্ত্রিষ্ঠের ক্রিয়া এবং নার্ভতন্ত্রের ওপর প্রতিক্রিয়ার ফলে কল্পনাপ্রসূত মনোবিকারে ঘটে। অতিরিক্ত মাত্রা অহিতকর ভাবে নার্ভতন্ত্রকে মস্তুর এবং শিথিল করে দেয়।

এই ওষুধের জীবাণুনাশক গুণ পরীক্ষিত কিন্তু হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ম্যালেরিয়ার ওপর এর কোন প্রভাব নেই।

অন্যান্য প্রয়োগ

বীজ থেকে লাল রঙ পাওয়া যায়। শিকড় চূর্ণ করে সরষের তেলে মিশিয়ে মাথায় মাখলে উকুন মরে আর গাছের কিছু শাখা ঘরে রাখলে মশা আসে না।

56. চান্দলবোটি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পর্ণলারিআ দাএমিআ
বর্গ	:	এসক্রেপিএডেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ গুজরাতি : চামারদুধি, নাগলাদুধকি মারাঠী : উত্তরাখণ্ড পাঞ্জাবী : কড়িআল সংস্কৃত : যুগফল তামিল : উত্তমানি তেলুগু : দৃষ্টপাতিগে (মুখ্যপ্রদেশ : ঘোল লকড়ি, কাদওয়া দোদ)

বর্ণনা

জড়ানো লতা। রোমশ শাখায় দুধের মতন সাদা রস থাকে। 4 থেকে 6 সে.মি. লম্বা পাতা, ডিম্বাকৃতি বা মণ্ডলাকার এবং নিচের দিকে রোমশ। ফ্যাকাসে বা সাদা ফুল ছোট শুচে ফোটে। 5 থেকে 8 সে.মি. লম্বা এবং 1.3 সে.মি. চওড়া শুটি একসঙ্গে দুটো করে হয়। শুটির গাম্য কাঁটা, নিচের দিকে মুড়ে থাকে।

প্রাপ্তিষ্ঠান

1000 মি. উচ্চতা পর্যন্ত ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

পুরো গাছই ওষুধের কাজে লাগে।

পাতার রস সর্দিকাশিতে এবং বাচ্চাদের পেটের অসুখে উপকারী। বাতে এবং ঝুঁতুবন্ধে যে বিশেষ রেচক দেওয়া হয়, চান্দলবটি তার এক বিশেষ উপকরণ। এই ঔষধ গর্ভাশয়ের পক্ষে টনিকের কাজ করে এবং ছেঁশা ও বমি কমাতে সাহায্য করে। গর্ভাশয়ের ব্যাপারে ঔষধের শুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত এবং দেখা গেছে যে স্ত্রী প্রাসঙ্গিক রোগে, যেমন অতিরিক্ত রক্তস্নাবে উপকারী। পর্ণলারিআর ক্রিয়া অনেকটা পিটু ইট্রিনের অনুরূপ।

57. কটকি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পিত্রেরিবাকুরোআ
বর্গ	:	স্ফুলেরিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কুটকি, কুক গুজরাতি : কাদু কাশ্মীরি : কারু মালয়ালম : কাটুব্রানি মারাঠী : কুটকি পাঞ্জাবী : কালিকুটকি সংস্কৃত : কাটুকা তামিল : কাটুকু রোগানি তেলুগু : কাটুকু রোনি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে বাবসাইক নাম ‘পিত্রেরিবা’।

বর্ণনা

ছোট গাছ। 5 থেকে 10 সে.মি. লম্বা স্পেচুলা আকারের পাতা। শেষের দিকে চওড়া বেশী। গাছের প্রকাণ 15 থেকে 25 সে.মি. লম্বা এবং কাঠের মতন শক্ত। পাতাবিহীন সোজা শাখায়, পাতলা বেলনাকৃতি স্পাইকে দু রকমের ফুল ফোটে, কোনটার পুঁঁ দণ্ড ৪ মি.মি. লম্বা, কোনটার মাত্র দুই মি.মি.। ফল আন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিষ্ঠান

কাশ্মীর থেকে সিকিম পর্যন্ত 3000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের প্রকাণ শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ওষুধ পুষ্টিকারক, কটু এবং পর্যায়বরোধী। সেবনে পিত্রবৃন্দি হয়। এতে জেনসিআনের গুণ আছে অর্থাৎ ক্ষিদে বাঢ়ায় এবং পাচনে সাহায্য করে। শোথরোগেও উপকারী। ওষুধের অ্যাটিবায়োটিক গুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত।

হিমালয়ে 3 থেকে 4 হাজার মি. উচ্চতায় সহজেই চাষ করা যায়। আসল জেনসিআনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় বলে এই গাছের প্রাধান্য অনেকখানি।

58. সরলগাছ (পাইন)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পীনুস রক্সবার্গি
বর্গ	:	কোনিফেরা
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : চীড় অসমীয়া : তেলিয়া পাঞ্চাবী : চিল তামিল : সিমাইদেবাদারি

প্রসিদ্ধ উদ্ধিদ বৈজ্ঞানিক রক্সবার্গ, যাকে ভারতীয় উদ্ধিদ বিজ্ঞানের পিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাঁরই সমানে বৈজ্ঞানিক নামে ‘রক্সবার্গি’।

বর্ণনা

পাইন নামেই প্রসিদ্ধ এই গাছ বেশ বড় হয়। ছুঁচের আকারে পাতা একসঙ্গে তিনটে করে হয়। পুরুষ ‘কোণ’ ছোট। নারী কোণ 10 থেকে 20 সে.মি. লম্বা এবং আকারে অনেকটা মোচার মতন।

প্রাপ্তিস্থান

নিম্ন হিমালয়ে এবং ভারতের অন্যান্য পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাগানের শোভাবৃদ্ধির জন্যও পোতা হয়।

ঔষধী গুণ

চীড় এবং এই শ্রেণীর অন্য গাছ থেকে গাঁদের মতন তার্পিণ নামীয় রঞ্জন বের হয় যার থেকে তার্পিণ তেল বের করে ঔষধের কাজে লাগানো হয়।

এই তেল চামড়ায় লাগালে অল্প জ্বালা করে। সেইটাই এর ঔষধী গুণের আসল সূত্র। অল্প মাত্রায় সেবন করলে কাশি কমে এবং ক্রনিক ব্রনকাইটিসেও উপকার হয়। বায়ুঘাষিত কলিক কমায়। টাইফয়েডে সীমিত ভাবে ব্যবহার হয় এবং অল্প রক্ত পাতে যেমন মাড়ি থেকে বা নাক থেকে রক্ত পাত বন্ধ করায় সাহায্য করে। এনেমো দিলে কোষ্ঠশুষ্কি হয়। এর অতি প্রচলিত প্রয়োগ হল বাতের ব্যথার জন্য লোশন তৈরীর উপকরণ হিসেবে। তেল শুঁকলেই শ্বাসনালীর যথেষ্ট উপকার হয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

চীড়ের কাঠ বহু কাজে লাগে। যেমন পাহাড়ী বাড়ী তৈরি, চায়ের পেটি, ফার্নিচার,
দেশলাইএর কাঠি এবং বাক্স, খেলার জিনিষ, বাজনা ইত্যাদি।

এর গাঁদে চূড়ি তৈরী হয়। ছালে ট্যানিন আছে এবং রংও পাওয়া যায়।

59. জাট্য বা পিপুল

বৈজ্ঞানিক নাম	: পীপের লংগুম
বর্গ	: পাইপরেসি
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী : পিপাল, পিপাল অসমীয়া : পিপু গুজরাতি : পিপলি সংস্কৃত : পিপালি, মগাধি তামিল, তেলুগু : পিপিলি

সাধারণ ইংরেজি নাম 'পেপর'। সেই ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'লং পেপর'। 'লং' কথাটা যোগ করা হয়েছে কারণ এই বর্গের আর এক শ্রেণী, পীপের নিষ্ঠামের অনুপাতে এর 'স্পাইক' লম্বা।

কিছু প্রাচীন সাহিত্যে একে বলা হয়েছে 'মগাধী'। তা থেকেই বোঝা যায় যে এটা মগাধি অর্থাৎ উত্তর বিহারের স্থানীয় উত্তিদ।

বর্ণনা

ছেট সূরভিত লতা যা জমিতে ছড়ায় এবং ওপরেও ওঠে। নিচের বৃহদাকার লতিযুক্ত পাতা 6 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, ডিস্কার্ক্টির আধারে হৃদপিণ্ডাকার ওপরের পাতাও অনুরূপ তবে কিছুটা লম্বা ধরনের। ওপর দিকে পাতার রঙ ঝকঝকে সবুজ, নিচের দিকে ফ্যাকাসে। উপপত্র 1.3 সে.মি. লম্বা কিন্তু সহজেই ঝরে যায়। ফুল স্পাইকে ধরে। পুরুষ ফুলের স্পাইক কক্ষ সরু, নারী ফুলের পক্ষ বৃত্তাকার। আড়াই থেকে চার সে.মি. লম্বা, মাংসাল এবং ঝকঝকে ঘন সবুজ স্পাইকে ছোট, ডিস্কার্ক্টি ফল ধরে।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

স্পাইক সমেত শুকিয়ে নেওয়া ফলই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
পুষ্টিকর টনিক। উত্তেজক নিষ্য এবং পক্ষাঘাত ও বাতের ব্যথার জন্য মালিস

তেরীর কাজে নাগে। শুকনো কাঁচা ফলের কাই ক্রনিক ব্রনকাইটিসে ফলপ্রদ। পাকা ফল সুগন্ধিত, পাকস্থলীর পক্ষে উপকারী এবং বায়ুনাশক।

পাতার আণ্টিবায়োটিক গুণ পরীক্ষিত এবং সপ্রমাণিত।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

এই বর্গের আর একটি প্রধান শ্রেণী হল পীপের নিষ্ঠম (বাংলা ও হিন্দী: গোল মরিচ বা কালো মরিচ; সংস্কৃত: কফবিরোধী)। প্রায় সব ভারতীয় ভাষায় নামের মূলে ফলের আকার (গোল) অথবা রং (কালো)। সংস্কৃত নাম ওযুধের শুণবাচক।

লতা বেশ বড় এবং আরোহী। পাতা বড়, ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার। ফুল লম্বা স্পাইকে ফোটে। 6 থেকে 7 মি.মি. ব্যাসের ফল, ছোট এবং গোলাকার। ফলের রং হলদে, পাকলে লাল।

কাঁচা অবস্থায় শুকিয়ে নেওয়া ফলই কালো মরিচ। উত্তেজক, বায়ু নাশক এবং পাকস্থলীর পক্ষে উপকারী। অধিক সেবনে ঘাম হয় এবং দেহ উত্তপ্ত করে। প্রশ্রাববৃদ্ধির গুণ আছে কিন্তু কখন কখন মৃত্রনালীতে জ্বালাও সৃষ্টি করে। কিছু পরীক্ষায় এই বীজের আণ্টিবায়োটিক গুণও সপ্রমাণিত।

পীপের কুবেো (কুবেব, শীতলচিনি, সুগন্ধমরিচ, কাবাবচিনি) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গাছ যার তেল মৃত্রসম্পর্কিত রোগে উপকারী। ভারতের পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলে এর চাষ সহজেই সম্ভব।

60. ইসবগুল

বৈজ্ঞানিক নাম	: প্রাচ্টাগো ওভটা
বর্গ	: প্রাচ্টাজিনেসি
আঞ্চলিক নাম	: প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এই ওষুধের আঞ্চলিক নাম সংস্কৃত ‘ইসবগোলা’ বা ‘ইসবগোলে’র প্রকারভেদ এবং তারই ভিত্তিতে বাবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ঘন রোমে ঢাকা প্রায় শাখাহীন ছোট লতা। ৪ থেকে 25 সে.মি. লম্বা এবং সরু পাতা।
বেলনাকার স্পাইকে ছোট ফুল দেড় থেকে চার সে.মি. লম্বা। ফল ৪ মি.মি. লম্বা যার
ওপরের অংশটা মনে হয় যেন একটা ঢাকনা। বীজ নৌকাকৃতি।

প্রাপ্তিস্থান

উত্তরপশ্চিম ভারতের কিছু জায়গায় প্রাকৃতিক। অন্যত্র চাষ করতে হয়।

ঔষধী গুণ

ইসবগুলের বীজ ওষুধের কাজে লাগে। বীজে প্রভূত পরিমাণে এলবুমেন এবং মিউসিলেজ
থাকার কারণেই ওষুধের গুণ।

বহুবিধ ত্বকি রোগে যেমন, অ্যামিবিক অথবা ব্যাসিলিরি আমাশয় এবং ত্বকি
অতিসারে ইসবগুল অত্যন্ত উপকারী ঔষধিক যিন্তীকে ঠাণ্ডা রাখে এবং কোষ্টবদ্ধতা দূর
করতে সাহায্য করে। সেবনের আগে বীজ জলে ভিজিয়ে নিলে নরম হয় এবং তাড়াতাড়ি
কাজ করে। শুকনো বীজ আস্ত্রিক গোলযোগ করে এবং পাচনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

বীজের মিউসিলেজ মলকে নরম করে ফুলিয়ে দেয় এবং বহিস্করণে সাহায্য করে।
বীজ চূর্ণ করার পর খেড়ে নিলে যে খোলস আলাদা হয়ে যায় তাকেই বলা হয়
ইসবগুলের ভূষি।

ভূষির গুণ বীজেরই অনুরূপ অর্থ নাই এই যে অন্তে আটকে থেকে কোন অসুবিধা
ঘটায় না। জলে না ভিজিয়েই ভূষি খাওয়া যায়। বীজের চেয়ে সেটা বেশী সুবিধা এবং
সহজ।

বীজের অন্তলে যে তেল পাওয়া যায় তাতে শতকরা 50 ভাগ লিনোলিক অ্যাসিড থাকার ফলে ধমনী কাঠিন্যে অত্যন্ত উপকারী। কুসুম তেলের তুলনায় এই তেল বেশী সক্রিয় এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ধরণের পিণ্ডস্তরকে কমিয়ে দিয়েছে।

61. ইতিয়ান পোড়োফিল্ম

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পোড়োফিল্ম হেক্সান্ড্রুম
বর্গ	:	বেরেরিডেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : বনবেগন, পাপি গুজরাতি : ভেনিভেল কাশ্মীরি : বনওআদান মারাঠী : পদওআল পাঞ্জাবী : বনকাকড়ি, শুল কাকড়ি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ছোট এবং সরস, সোজা গাছ যার শিকড় এবং প্রকাণ্ড মাটির ওপরই ছড়িয়ে থাকে। যে শাখায় ফুল ধরে সেটা উর্ধ্বমুখী এবং ওপরে দুটো পাতা থাকে। পাতার বাস 15 থেকে 25 সে.মি. ৩ থেকে ৫ টি বৃত্তাংশে গভীর ভাবে ভাগ করা, কিনারা দাঁতালো এবং অল্প বেশনী দাগ থাকে। আড়াই থেকে পাঁচ সে.মি. বাসের পেয়ালা আকারের সাদা বা দুষ্যৎ গোলাপী ফুল, একক ভাবে ফোটে। আড়াই থেকে পাঁচ সে.মি. বাসের ফল, ডিশ্বাকৃতি এবং অল্প লালচে।

প্রাপ্তিষ্ঠান

হিমালয়ের আভাস্তরীণ অঞ্চলে 3000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়। কাশ্মীরে 1800 পর্যায়ে নেমে আসে।

ঔষধী গুণ

গাছের কাণ্ড শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রকাণ্ডে এক রকম রজন থাকে, পেড়োফিল্ম, যা রেচক। কার্য্যকরী হতে সময় নেয় কিন্তু শক্তি অনেক। অধিক পরিমাণে তীব্র হালা সৃষ্টি করে, পেটে মোচড় দেয়। সাধারণতঃ বেলাদোন্নার সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। বহু চর্মরোগে এবং টিউমারের ক্রমবৃদ্ধিতে উপকারী। কানসার চিস্তির ওপর কোন প্রভাব আছে কিনা তা বর্তমানে পরীক্ষাধীন।

এই বর্গের এক মার্কিনী দেশজ শ্রেণী হল পোড়োফিলুম পেলটাইম ঘার কিছু কিছু চাষ ভারতে হয়। কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং সিকিমে, হিমালয়ের পার্বতা অঞ্চলে 1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় এই শ্রেণীর চাষ সম্ভব।

62. লতা কস্তুরি

বাণিজ চিত্র-৫

বৈজ্ঞানিক নাম	: সোরালেআ কোরিলিফেলিআ
বর্গ	: পেপিলিওনেসি
আঞ্চনিক নাম	: হিন্দী : বাবচি
	: গুজরাতি : বাভাচি
	: মারাঠী, পাঞ্জাবী : বাবচি
	: সংস্কৃত : সুগন্ধকটক
	: তামিল : কার্পোকারিষি
	: তেলুগু : কালা গিজা
	: উর্দু : বাকুচি

বৈজ্ঞানিক নাম সোরালেআ এবং দেশজ নাম বাবচির ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ঘন রোমশ এবং প্রস্থিময় শাখার সোজা গাছ। পাতা গোলাকার, ওপরে এবং নিচে কালো গাঢ়ি থাকে। নীলাভ গোলাপী ছোট ফুল পত্রকক্ষে একগুচ্ছে 10 থেকে 40 টি পর্যাপ্ত ফোটে। ফল কালো, গোলাকার অথবা আয়ত এবং ঘন গর্তে ভরা। বীজ একটা, মসৃণ।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে পোড়ো জায়গার আগাছা। কোন কোন জায়গায় চাষ করা হয়।

ঔষধী গুণ

বীজই ওষুধের কাজে লাগে।

বীজের তেল চর্ম রোগের কিছু জীবাণুর ওপর অত্যন্ত কার্যকরী। সেই কারণে কুষ্ট এবং শ্বেতীরোগের জন্য মনমের কাজে এবং খাওয়ার ওষুধের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মৃত্যবিরোচক। কৃমিনাশের গুণও বীজে আছে। জীবাণু এবং কৃমিনাশক গুণ পরীক্ষায় সপ্রমাণিত। বীজের নির্যাস যৌনবাধি সম্পর্কিত না হলে তবেই শ্বেতীরোগে ফলপদ হয়। কুষ্ট রোগে ব্যবহৃত হয় বলে এর আর এক নাম 'কুষ্টনাশিনী'। দাঁতের গোড়া পচে গেলে এই গাছের শিকড়ে উপকার পাওয়া যায়।

63. ইভিয়ান কিনো

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টেরোকার্পুস মাসুপিউস
বর্গ	:	পেপিলিওনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : পিআসাল, বিজাসাল গুজরাতি : বিবলা কঙড় : হোমে মালয়ালম : কিনো মারাঠী : হোনি সংস্কৃত : মহাকুটজ

গাছের ছালে যে গাঁদ থাকে তারই নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘কিনো’।

বর্ণনা

গাছ বেশ বড় এবং শোভনীয়। গাছের পাতা সংযুক্ত, 5 থেকে 7 টি উপপত্র থাকে। উপপত্র 8 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, আয়ত বা দীর্ঘ বৃত্তিত। বড় এবং ঘন শুচ্ছ সুগঞ্জিত হলদে ফুল আন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা। গোলাকার সপক্ষ ফল 2 থেকে 5 সে.মি. লম্বা। ভেতরে একটাই বীজ।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের মধ্য এবং উপদ্বীপ অঞ্চলে বিশেষ করে মিশ্রিত পাতাবরা অরণ্যে খুবই সাধারণ। গুজরাট, মধ্য এবং হিমালয়ের নিম্নভরে প্রায় 1100 মি. উচ্চতা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। গাছে যখন ফুল ধরে তখন অপূর্ব সুন্দর লাগে।

ঔষধী শুণ

গাছের পাতা, ফুল এবং গাঁদ ঔষধের কাজে লাগে।

ছাল কাটলেই যে গাঁদ বের হয় তাকেই বলা হয় ‘কিনো’। কিনো কোষ্টরোধক এবং অতিসারে উপকারী। এর ক্রিয়া খয়েরের তুলনায় কোমল। দাঁতের ব্যথাতেও কার্যকারী। জ্বর এবং মৃত্রদোষে ব্যবহার হয়। পাতা থেঁতো করে ফোড়া দ্বা এবং অন্যান্য চর্ম রোগে মলমের মতন ব্যবহার হয়।

ডায়াবিটিস (বহুমুদ্র) রোগে এই ওষুধ ফলপ্রদ। এই গাছের কাঠ সারারাত জলে

ভিজিয়ে রাখার পর সেই জল পান করলে ডায়াবিটিসে উপকার হয়। এই দর্বীর অবশ্য বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে শতকরা মাত্র সাতজন উপকৃত হয়েছেন।

অন্যান্য প্রয়োগ

গাছের বাঠ বাড়ী তৈরির কাজে এবং উচ্চমানের ফার্নিচারের পক্ষে উপযুক্ত।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী টেরোকাপুস সান্তালিনস (হিন্দী: লালচন্দন; সংস্কৃত: রক্তচন্দন) ঔষধী হিসেবে উপকারী। এই গাছের অঙ্গকাঠ (হার্ট উড) মাথা ব্যথা এবং অঙ্গ প্রদাহে প্রলেপের কাজে ব্যবহার হয়। দক্ষিণ ভারতে এই গাছ কাঠ হিসেবেও জনপ্রিয়।

64. চন্দ্রা বা সর্পগন্ধা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	রাউভলফিয়া সাপেচিনা	
বর্ণ	:	এপিসিনেসিএ	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী মালয়ালম মারাঠী সংস্কৃত তামিল তেলুগু উর্দু	: ছেটা চাঁদ চুভানাএলপুরি হক্কায়া সর্পগন্ধা, চন্দ্ৰিকা চাভভা আভালপুরি পাতালগন্ধি ধনবৰুআ

(সারণপুর : মুংগা)

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম রাউভলফিয়া। রাউভলফিয়া ছিলেন ১৮ শতাব্দীতে এক জার্মান উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক।

বর্ণনা

উর্ধ্মমুখী, 30 থেকে 75 সে.মি. উচ্চ পরিচ্ছন্ন ঝোপ। এক গ্রাহিতে একাধিক, 8 থেকে 20 সে.মি. লম্বা পাতা চক্রকার হয় এবং শীর্ষ দেশে সরু হয়ে ছেটু বৃত্তের মতন হয়ে যায়। দেড় সে.মি. লম্বা ফুল, পাপড়ি সাদা কিম্বা গোলাপী, পুষ্পবৃত্ত গভীর লাল। ছেট ছেট গুচ্ছে ফোটে। ফুল ছেট এবং গোলাকার, পাকলে ঘন বেগুনী বা কালচে।

প্রাপ্তিস্থান

1000 মি. উচ্চতা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বাঙ্গলেই পাওয়া যায়। পশ্চিম এবং পূর্ব ঘাটের নিম্ন পাহাড়ী এলাকায় আর হিমালয়ের কিছু অংশে বেশী জন্মায়। বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলেও দেখা যায় এবং আজকাল চাষও বছ জায়গায় নিয়মিত করা হয়।

ঔষধী গুণ

তিন চার বছর বয়সের গাছ, শরৎ কালে সংগ্রহ করার পর, অক্ষত ছাল সমেত শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ বিশ্বাস যে এই ঔষধী গাছের

ব্যবহার ভাৱতীয় চিকিৎসা শাস্ত্ৰে প্ৰায় চার হাজাৰ বছৰ ধৰে প্ৰচলিত। চড়ক সংহিতাতেও এৰ উল্লেখ আছে।

শিকড়ে বহুপ্ৰকাৰ স্কাৰীয় পদাৰ্থ আছে। এৰ প্ৰধান ব্যবহার রক্ত চাপ কমাবাৰ জন্য, শ্ৰেণ্যদান এবং সন্মোহক হিসেবে। উচ্চ রক্তচাপে এবং উন্মাদ রোগে এই ঔষুধেৰ ব্যবহার বহুল প্ৰচলিত। শ্ৰেণ্যদানে সময় নেয় বলে জটিলাবস্থায় ব্যবহার কম হয় তবে দীৰ্ঘস্থায়ী মানসিক রোগে এবং অগভীৰ উদ্বিগ্নতায় যথেষ্ট উপকাৰী। সৰ্পগঙ্কা সন্মোহিত কৱে শাস্তি দেয়। ব্ৰনকাইটিস, ইঁপানি এবং গ্যাসট্ৰিক আলসাৱেৰ রুগ্ণীদেৱ এই ঔষুধ দেওয়া হানিকৰ।

সৰ্পগঙ্কাৰ শিকড় জুৰ এবং পেটেৰ কিছু অসুখেৰ জন্য উপকাৰী।

এই বৰ্গেৰ অন্যান্য শ্ৰেণীৰ কিছু গাছ যেমন রাঃ টেট্ৰোফিলা ঔষুধেৰ কাজে লাগে।

এই বৰ্গেৰ গাছ নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে এবং এসবে ভাৱত শৰ্ধু অগ্ৰণীই নয়, গৌৱাৰাহিত। তবে কিছু দেশেৰ প্ৰচেষ্টা কিছু সমন্বয়ী ঔষুধ রাসায়নিক প্ৰণালীতে সৃষ্টি কৰা। সঘতন তৃণিতে, চিৰস্বৰ্জ অৱণ্ণে এবং হিমালয়েৰ কিছু অংশে এৰ চাষ সহজ এবং সন্তুষ্ট।

শিকড় চেৱাই কৱে চাষ কৱাই এৰ সহজ পদ্ধতি। বীজও বপন কৰা যায় এবং ডাল কেটেও লাগানো যায়। এক একৰ জমি থেকে 6 থেকে 7 কুইন্টল ঔষুধ পাওয়া যায়। দেৱাদুনেৰ ফৰেষ্ট রিসাৰ্চ ইনসিটিউট দু-বছৰেৰ পূৱৰোন জমি থেকে অনেক বেশী পৱিমাণ পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

65. কোকিমা বা রেবন্দচিনি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	রেউম এমোডি
বর্গ	:	পোলিগোনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : রেবন্দচিনি গুজরাতি : গামনিরেভনচিনি সংস্কৃত : রেবৎ চিনি তেলুগু, তামিল : নাট্রইরেভলচিনি

বর্ণনা

লম্বা গাছ। শিকড় এবং শুঁড়ি বেশ শক্ত এবং মোটা। নিচের দিকের পাতা বেশ বড়। 30 থেকে 45 সে.মি. লম্বা এবং মোটা বৃক্ষে, গোলাকার পাতার ব্যাস প্রায় 60 সে.মি। রক্ত বেগুনী ছোট ফুল বড় শুচে ফোটে। 1.3 সে.মি. লম্বা ফুল, রং বেগুনী।

প্রাপ্তিস্থান

কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং নেপালে 3,000 থেকে 4,000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের প্রকাণ্ড শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়। আর এক শ্রেণী হল রেউম ওয়েবিআনুম। ফুল ফোটার ঠিক আগে 6 থেকে 7 বছরের পুরোনো গাছের প্রকাণ্ড নেওয়া এবং ছাল অক্ষত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

রেবন্দচিনি রেচক। ওষুধে ট্যানিন থাকার ফলে কোষ্ঠশুঁরির পর কোষ্ঠরোধক-প্রভাবে কোষ্ঠবদ্ধতাও সম্ভব। অরু ব্যাধিতে ফলপ্রদ। ট্যানিন আছে বলে কোন কোন অতিসারে (যেমন অঙ্গে কোন উক্তেজক কিছু থাকার ফলে যে অতিসার) এই ওষুধ উপকারী।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

ব্রিটেনের ঔষধ কোমে রেউম পামাটুসের প্রকাণ্ড থেকে পাওয়া ওষুধ স্বীকৃত। কিন্তু ভারতীয় শ্রেণী থেকে পাওয়া ওষুধও সন্তোষজনক।

66. এরি বা ভেরেভা

(ক্যাষ্টের অয়েল বীজ)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	রিসিনুস কম্পুনিস
বর্গ	:	ইউফোবিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : আরভি
	:	অসমীয়া : ভেরেভা
	:	গুজরাতি : দিভেলি
	:	মালয়ালম : আভানাক্কা
	:	মারাঠী : আরভি
	:	ଓଡিয়া : জড়া
	:	সংস্কৃত : এরাভা
	:	তামিল : আমানাক্কাম
	:	তেলুগু : এরাভামু

কখন কখন এই শ্রেণীর বিভিন্ন গাছকে স্থানীয় ভাষায় আলাদা নাম দেওয়া হয়; যেমন বীচি সাদা হলে ভট রেস্তি, ফাকাশে হলে ঘোগীয়া রেস্তি।

প্রাচীন সাহিত্যে এই গাছের উল্লেখ আছে ‘চিরবীজ’, ‘পঞ্চাংশুল’ এবং ‘বাতারি’ নামে। তিনটিই গাছের আকার অথবা ঔষধী শুণের পরিচায়ক। বীজ কিছু চিত্রিত তাই ‘চিরবীজ’। গাছের পাতা হস্তাক্ষর এবং পাঁচটা শিরা আছে তাই ‘পঞ্চাংশুল’ এবং বাতের অরি (শত্রু) তাই ‘বাতারি’।

ইংরেজী নামের ভিত্তিতে বাবসাহিক নাম ‘কাষ্টের অয়েল’।

১৮

ବୋପାକୃତି ହଲେଓ କଥନ କଥନ ବଡ଼ ଗାଛେ ପରିଣତ ହୟ । ପାତା ଗୋଲାକୃତି କିନ୍ତୁ ସାତ
(କଥନ କଥନ ନଯ) ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଏବଂ କିନାରା ଦାଁଭାଳ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଶାଖାର ଶୀର୍ଷ ଘନ
ଓଛେ ଫୋଟେ । କଟିଆୟୁକ୍ତ ବୈଲ୍ଲିକ ଆବରଣେ ଢାକା ଫଳ 6 ଭାଗେ ଭାଗ କରା । କଠିନ
ଖୋଲାଯୁକ୍ତ ବୀଜ ଆଯତ । ଏହି ବର୍ଗେର ଆର ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଗାଛ ବନ୍ଧବସୀ । ତାର ଶାଖା ଶକ୍ତ
ଏବଂ ଲାଳ ରଂଘେର ବୀଜ ବେଶ ବଡ଼ । ତାର ତେଲ ଜ୍ଵାଳାନୀ ଏବଂ ମେଶିନେ ଦେଉଯାଇ ପକ୍ଷେଇ
ଉପ୍ୟକ୍ତ । ଅନା ଶ୍ରେଣୀ ଯା ବାଂସରିକ ଭାବେ ଚାଷ କରା ହୟ ତାର ବୀଜ ଧ୍ୱର ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ।

তারই তেল ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। আরও এক শ্রেণী আছে যার পাতা বেগুনী এবং তামাটোর সংমিশ্রণ। সে গাছ শুধুই বাগানের শোভা।

প্রাপ্তিষ্ঠান

প্রায়শঃ ক্ষেত্রের ধারে এবং বাগানে চাষ করা হয়। প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া যায় বসতির ধারে, মাঠে, বাচানে এবং পোড়ো জমিতে।

ওষধী গুণ

গাছের বীজ ওষুধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বীজ অত্যন্ত বিষাক্ত। দুটো তিনটো বীজই মৃত্যু ঘটাতে পারে। বীজ থেকে পাওয়া তেল, ক্যাষ্টের অয়েল, রেচকের কাজে লাগে। ফলের রস অথবা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করাই সাধারণ পদ্ধতি। চোখের ওষুধ তৈলাক্ত করার জন্য এবং মনমে প্রশম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

সন্তান প্রসবে সাহায্য কিছু করে কিনা সন্দেহজনক। উপরন্ত, গর্ভবতী নারীর পক্ষে এবং মাসিক শ্রাবের সময় রেচক হিসেবেও এই তেল ব্যবহার করা অনুচিত।

গর্ভনিরোধী জেলী এবং ক্রিম তৈরির কাজে এই তেল লাগে। (বাস্তারের আদিবাসীরা গাঁটের ব্যাথায় এই গাছের পাতা ঘসে। কটি পাতা থেঁতো করে রেচকের জন্যও তারা ব্যবহার করে)।

এই তেল দিয়ে তৈরি ‘জেল’ চর্মরোগে ফলদায়ক এবং একজিমা বা ঐ ধরণের অন্য চর্মরোগের প্রতিষেধক।

67. চন্দন (সুখদ)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সান্তালুম অবলুম
বর্গ	:	সান্তালাসিআ
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : চন্দন, সান্দাল গুজরাতি : সুখদ কর্ণাটক : অগরু গন্ধা মারাঠী : চন্দন সংস্কৃত : মলযুজ, ভোগীবল্লভ তেলুগু, তামিল : চন্দন, সান্দাল

গাছের ভারতীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

মধ্য আয়তনের চিরসবুজ গাছ যার শাখা প্রশাখা নিচের দিকে ঝুকে থাকে। গাছের ছাল কালচে, অসমতল, সোজাসুজি ঢিড় থাওয়া। পাকা কাঠ সুরভিত। বিপরীতমুখী পাতা 4 থেকে 7 সে.মি. লম্বা, ওপর দিকে ঝুকিবেকে। অল্প বেগুনী ফুল ছোট ছোট শুচ্ছে ফোটে। 6 মি.মি. ব্যাসের ফল, সরস, রং কালচে বেগুনী।

প্রাপ্তিস্থান

ডেকান উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক প্রাচৰ্যে জন্মায়।

ঔষধী গুণ

চন্দনের অসংকাঠ (হার্টডেড) থেকে পাওয়া তেল ঔষধের কাজে লাগে।

চন্দনের তেল ডাইস রিআ (মূত্রবৃদ্ধি এবং প্রস্তাবের সুবিধা), সিসটাইটিস, গনোরিয়া এবং কাশি ইত্যাদি রোগে উপকারী। পিত্তকোষের ক্ষয় রোগেও চন্দনের তেল ব্যবহার হয়।

চন্দনের কাঠ জলে ঘসলে যে লেই হয় তা বেশী ভরে কপালে, চর্মরোগে এবং অঙ্গ স্ফীতিতে প্রলেপের কাজে লাগে। বীজ থেকে পাওয়া তেল চর্মরোগে ফলপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

চন্দন কাঠের সৌরভ বহুকাল থাকে এবং এ থেকে বহু ছোট ছোট জিনিষ তৈরি হয়। কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ধূপকাঠি এবং ধূনো হয়। প্রসাধন সামগ্ৰীতে এৰ তেল লাগে এবং কৌটপতঙ্গের প্রতিৱোধকও এৰ তেল দিয়ে তৈরি হয়।

68. অশোক

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সারাকা অশোকা
বর্গ	:	সিসলপিনিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : অশোক গুজরাতি : অশোপালাভা মারাঠী, ওড়িয়া, মালয়ালম : অশোকা তামিল : অশোচম

স্থানীয় ভারতীয় নামের ডিপ্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘অশোকা’।

সাধারণ এই ভারতীয় নামের সূত্র হল রামায়ণের ‘অশোক বাটিকা’—
যেখানে সীতা বন্দী ছিলেন।

বর্ণনা

চিরস্বৃজ ছোট গাছ। পাতা সংযুক্ত 7 থেকে 25 সে.মি. লম্বা এবং চর্মশ উপপত্র থাকে। পাতা অত্যন্ত বেশী এবং ঘন বলে উপরিভাগ স্বৃজ চাঁদোয়ার মতন মনে হয়। ফুল উজ্জ্বল কমলা রংয়ের সঙ্গে রঙিন সহপত্র থাকে এবং ঘন শুচে ফোটে। শুঁটি 15 থেকে 25 সে.মি. লম্বা, চ্যাষ্টা এবং বহু বীজে ভরা।

প্রাপ্তিস্থান

মধ্য এবং পূর্ব হিমালয়ে আর ভারতের পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। ফুলের সৌন্দর্যের জন্য বাগানে প্রায়ই লাগানো হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের শুকিয়ে নেওয়া ছাল ওষুধের কাজে লাগে। ওষুধে সংকোচক গুণ আছে বলে অত্যধিক মাসিকস্ত্রাবে প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গর্ভাশয়ের অতিরিক্ত রক্তস্ত্রাবে আর্গাটের পরিবর্তে এই ওষুধ প্রয়োগ করা যায়।

গাছের ফুল ধৈতো করে জলে ভিজিয়ে নিলে রক্ত আমাশয়ে উপকারী এবং বীজ মুদ্রসম্পর্কিত রোগে ফলপ্রদ।

69. কুড়

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সাউসু রেআলাপ্সা
বর্গ	:	কম্পোজিটি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কুট গুজরাতি : কুথ মালয়ালম : সেপুদিদ সংস্কৃত : আগাডা, কুষ্ট তেলুগু, তামিল : কোষ্টম

হিন্দী এবং বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

২ মি. পর্যন্ত উচু বন্ধবমী গাছ। পাতা বেশ বড়। নিচের পাতা সপক্ষ বৃক্ষে 102 মি. লম্বা। ওপরের পাতা ছোট, কখনও কখনও বৃক্ষ কিছুই থাকে না। এই পাতার মূলে দুটো লতি থাকে যা বৈঁটাকে জড়িয়ে থাকে। ২ সে.মি. লম্বা ঘন নীলাভ বেগুনী ফুল গোল পুষ্পপুঁজি ফোটে। কয়েকটি পুষ্পপুঁজি এক গোছা হয়ে পত্রকক্ষে অথবা শাখার শীর্ষে ধরে। ফলের ওপর প্রায় 1.7 সে.মি. লম্বা পালকানুরূপ রোম থাকে বলে ধরার সময় পুষ্পপুঁজকে তুলোর সমষ্টি বলে মনে হয়।

প্রাপ্তিস্থান

কাশীর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় 2500 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ওষুধ বীজাণু বারক এবং সংক্রামক শক্তিনাশক। ব্রনকাইটিস, হাঁপানি, বায়ু রোগ এবং কিছু হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত রোগে উপকারী। মূত্রবর্দ্ধকের কাজও করে। শরীরের অবসন্ন মাংসপেশীকে শিথিল করে বলে হাঁপানি এবং কাশিতে উপকারী তবে ফল কিছু ক্ষণস্থায়ী। চর্মরোগ এবং বাতেও এই ওষুধ কার্যকরী।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শিকড়ের যে সব উপকরণ ইথার এবং পেট্রোলে মিশে

যায় সেগুলো বার করে দেওয়ার পর যা থাকে ব্রনকাইটিসের ওপর তার প্রভাব এবং উপকার অনেক বেশী।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের অন্য শ্রেণীর কিছু গাছ হিমালয়ে পাওয়া যায় কিন্তু তাদের ঔষধী গুণ কিছু সীমিত। হিমাচল প্রদেশ থেকে সিকিম পর্যন্ত হিমালয়ের উচ্চতর অঞ্চল এই গাছের চামের উপযোগী।

70. বেরেলা বা বালা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিডা কর্ডিফোলিয়া
বর্গ	:	মালভেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : খারেণ্টি, কুংগি গুজরাতি : বালাদানা মালয়ালম : কট্টুরম মারাঠী : চিকানা ওড়িয়া : বাড়িআনলা সংস্কৃত : জয়স্তি তামিল : আরিভল মানাইপুতু তেলুগু : চিরবেঙ্গা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। পাতার আকার হস্তপিণ্ডের মতন বলে বৈজ্ঞানিক নামে কর্ডিফোলিয়া কথাটির প্রয়োগ।

বর্ণনা

বহু শাখা প্রশাখায় ভরা ছড়ানো ঝোপ। পুরো গাছ তারাকার রোমে ভরা। পাতা 2 থেকে 5 সে.মি. ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার, মোটা এবং কিনারা দাঁতাল। বৃক্ষ পাতার চেয়ে ছোট। ছোট হলুদ রংয়ের ফুল একক বা কয়েকটা একসঙ্গে ফোটে। 6-থেকে 8 মি.মি. ব্যাসের ফল 7 থেকে 10 ভাগে ভাগ করা। প্রত্যেক ভাগ বিশেষ ভাবে জালকিত এবং প্রত্যেকটির শীর্ষে দুটো করে শূক থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে পোড়োজমির সাধারণ আগাছা।

ঔষধী গুণ

পুরো গাছই ঔষধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ টনিক এবং যৌনশক্তিবৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপারে গাছের বীজ বেশী কার্যকরী। আদা দিয়ে শিকড়ের মণ কিছু ছরে উপকারী। শিকড়ের ছাল চুর্ণ করে এবং দুধ ও চিনি মিশিয়ে কিছু স্তৰোগে (যেমন লিউকোরিয়া) এবং স্নায়বিক

দুর্বলতায় দেওয়া হয়। শিকড়ের রস ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। শিকড়ের ছাল সেসাময় তেল এবং দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে কিছু প্রকার মুখের পক্ষাঘাতে উপকার হয়।

গাছের বীজ গনোরিয়া এবং কলিক ব্যথায় ফলপ্রদ।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

সিডা অকুটা (বাংলা এবং হিন্দী: বনমেঠী; সংস্কৃত: বালা)। এই গাছ জ্বর, পেটের কিছু অসুবিধা ও স্নায়ু এবং প্রশাব সম্পর্কিত রোগে উপকারী। পাতারও ঔষধী গুণ আছে। সিডা রঞ্জিফেলিয়া (হিন্দী: শ্বেতবেরেলা; সংস্কৃত: অতিবালা)। বাতের ব্যথা এবং শ্বাসনালীর ক্ষয় রোগে উপকারী।

সিডা স্পিনোজা (হিন্দী: গুলসকরি; সংস্কৃত: নাগবালা)। শিকড় এবং শিকড়ের ছাল মূত্রাশয়ের জ্বালা কমাতে সাহায্য করে, গনোরিয়া এবং জ্বরে উপকারী। টনিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পাতারও অনুরূপ গুণ আছে।

71. কণ্টকারী

বর্ণিল চিত্র-৪

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সোলানুমসুরাটেনসে
বর্গ	:	সোলানেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কাটেরি, রিসনি অসমীয়া : কটসারেআ সংস্কৃত, কন্নড় : কণ্টকারী গুজরাতি : ভায়ারিঙ্গানি ওড়িয়া : বৃহত্বিষ্ণনি পাঞ্জাবী : কভিয়ারি, মোক্ষায়ন তামিল : কাভানগাট্টারি তেলুগু : চল্লনমু লাগা, নলমুড়াকা

ভারতীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম কণ্টকারী।

বর্ণনা

শাখা প্রশাখা বহুল অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ লতা যা মাটিতে ছড়ায় এবং ওপরেও উঠে যায়। নতুন শাখা তারাকার সূক্ষ্ম রোমে ভরা থাকে। সারা গাছে আন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা ঝকঝকে হলদে রংয়ের কাঁটা থাকে। 10 সে.মি. পর্যন্ত লম্বা পাতা শিরায় এবং কাঁটায় ভর্তি। প্রায় 2 সে.মি. লম্বা বেগুনী রংয়ের ফুল, ছোট ওছে পাতার উল্টো দিকে ফোটে। দেড় থেকে দু সে.মি. ব্যাসের গোলাকৃতি, হলদে রংয়ের ফল, সরস। ফলের গায়ে সবুজ রংয়ের শিরা থাকে।

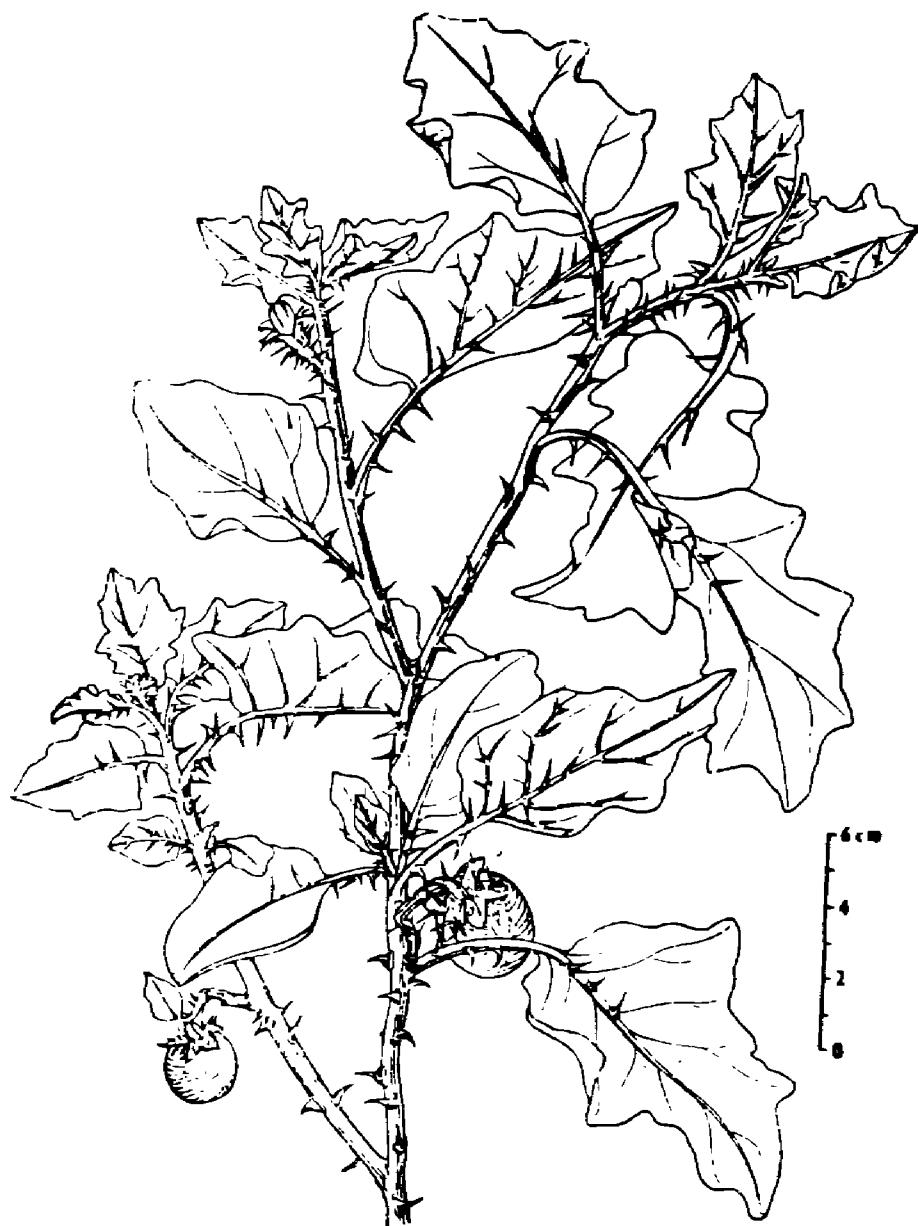
প্রাপ্তিস্থান

প্রায় সারা ভারতেই, পথের ধারে, খোলা মাঠে এবং পোড়ো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাশি, ইঁপানি, বুকে ব্যথা এবং কয়েক রকম জ্বরে এই ওষুধ ব্যবহৃত হয়। মৃত্ববর্দ্ধক এবং মৃত্যুশয়ে পাথর হলে উপকার পাওয়া যায়।



চিত্র 20: সোলানুম

ফল এবং শুকের জীবাণুনাশক শুণ পরীক্ষায় সপ্রমাণিত।

এই গাছের ফল বহু রোগে উপকারী, যেমন গলা ঝরাপ, ব্রনকাইটিস, মাংসপেশীর ব্যথা, বিভিন্ন প্রকারের জ্বর ইত্যাদি।

পশ্চ আদির ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই গাছের পাতা এবং ডালের জন্ম নিরোধী কোন শুণ নেই। গাছের বিভিন্নাংশ সর্পিঘাতে উপকারী বলে যে সাধারণ বিশ্বাস ছিল, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সেটা অমূলক। (বাস্তারের অধিবাসীরা কানে বাথা হলে এই গাছের ফল খেতো করে তার রস কানে ঢালে।)

অন্যান্য প্রয়োগ

কচিপাতা এবং ফল রান্না করে খাওয়া যায়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

সোলানুমনিগুম (বাংলা: গুড়কামাই, কাকমাছি; হিন্দী: ঘামাই, মাকোই; কন্নড়: কাচিগিড়া; পাঞ্জাবী: পিলাক) বহু ভারতীয় ওষুধের প্রয়োজনীয় উপকরণ। আমাশয়ে, অনানা পেটের অসুবৈ এবং জ্বরের যে সব ওষুধ তাদের উপকরণ হিসেবে এই ওষুধ অত্যন্ত কার্য্যকরী। মৃত্যবর্দ্ধকের শক্তিও আছে। ঘা এবং অনানা চর্মরোগে এই গাছের রস ফলদায়ক। ফল আরও কার্য্যকরী। টিনিক, রেচক, ক্ষিদে বাড়ায়। হাঁপানি, চর্মরোগে, প্রদ্রবপ্রাপ্তিক রোগ এবং অতিরিক্ত পিপাসায় উপকারী। কাঁচা ফল খেতো করে দাদে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। ঔষধী শুণসম্পর্ক অনানা শ্রেণীর মধ্যে হল সোলানুমডুলসামারা (সংস্কৃত: কাকমাছি) সোলানুম ফেরকস্ (বাংলা ও হিন্দী: রামুরশুণ; সংস্কৃত: চন্দ্রপুষ্প), সোলানুম ইনকানুম (চিত্র 20, হিন্দী: গাগলিভাটা) এবং সোলানুম ইডিকুম (বাংলা: তিতাতেকুরি; সংস্কৃত: বৃহত্তিকা)।

সম্প্রতি সোলানুম ডিয়ারুম সোলানাসুডিনের সূত্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

চাষ করা শ্রেণী

এই বর্গের অত্যন্ত সুপরিচিত আরও দুটো শ্রেণীর মধ্যে একটা হল বেগুন (সোলানুম মেলোনগেনা) যার কিছু ঔষধী শুণ আছে। কাঁচা বেগুন হৃৎপিণ্ডের পক্ষে টিনিক, ক্ষিদে বাড়ায় এবং রক্তশোধন করে। এই গাছের পাতার লেই সিফিলিস ঘায়ে লাগানো হয়। শিকড়ের মতো দেওয়া চলে। দ্বিতীয়টা হল আলু, (সোলানুম ট্যুবারোসম)। আলুর সিদ্ধ করা জল ফুসকুড়ি, পোড়া ক্ষত ইত্যাদির পক্ষে উপকারী। চর্ম রোগের কিছু মনমে এবং বড়তে আলুর মত ব্যবহার করা হয়।

নতুন প্রচেষ্টা

এই বর্গের এক বিদেশী শ্রেণী- সোলানুম অডিকুলার, কাশ্মীরে চাষের চেষ্টা হচ্ছে। এর গাছ থেকে যৌন হর্মন ‘সোলাসোডিন’ পাওয়া যায়।

72. কড়ায়া

বৈজ্ঞানিক নাম	:	স্টেকুলিআ উরেণস
বর্গ	:	স্টেকুলিএসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : কুল, শুল, কড়াই গুজরাতি : কাভোল, কড়ায়া কন্নড় : ভুটালি মালয়ালম : তেষ্টি পাঞ্জাবী, মারাঠী : কুলু ওডিয়া : গুন্দোলা তামিল : ডেলাইপুটালি তেলুগু : পোনাকু (সাওতাল পরগণা : তেলেচ)

ভারতীয় স্থানীয় নামের ভিত্তিতে বাবসায়িক নাম কড়ায়া।

বর্ণনা

ঘন্ধাকারের পাতাবরা গাছ। বকবকে মসৃণ সাদা অথবা ফিকে সবুজ ঘেষা সাদা ছালের জন্য অবশ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাখার শীর্ষে পাতার রাশি। পাতা আকারে বড় 20 থেকে 40 সে.মি. ব্যাসের আয়তনে, পাঁচ ভাগে ভাগ করা এবং তলার দিকে অত্যন্ত রোমশ। ঘন রোমশ শুচে হলদে বা বাদামী রঙের ছেট ছেট ফুল ধরে। ফলে চার পাঁচটা মেটা, বড়, লাল রঙের গার্ড পত্র থাকে। ফলও ঘন, কঠিন রোমশাবৃত।

প্রাপ্তিস্থান

ক্রান্তীয় হিমালয়ে এবং ভারতের পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণতঃ প্রচল অথবা অর্দ্ধপ্রচল বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

কড়ায়া বা কাদিরা গাঁদ যা গাছের ডাল থেকে পাওয়া যায় তাই ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গাঁদে রেচক শুণ আছে। চর্মরোগে কড়ায়া গাঁদ ত্রাগাক্তাথ গাঁদের চেয়ে কেমল অস্ত

বেশী উপকারী। কঠরোগে, নকল দাঁতের মশলায়, লজেনসে এবং পেস্ট ত্রাগাকাঁথ গাঁদের পরিবর্তে কড়ায়া গাঁদ ব্যবহার করা হয়।

(বাস্তারের অধিবাসীরা গাছের ছাল খেঁতো করে আসন্ন প্রসবা নারীদের খেতে দেন। তাদের বিশ্বাস এতে প্রসব সহজ হয়।)

অন্যান্য প্রয়োগ

সংসারের অনেক জিনিষ এই গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়, যেমন দরজা, জানলা, মৌকা, প্যাকিং কেস ইত্যাদি।

ছালের অঁশ খুব শক্ত বলে তাই দিয়ে দড়ি তৈরী হয়, মোটা কাপড়ও বোনা হয়। বীজ খাওয়া যায় এবং গাঁদ দিয়ে বোলও রান্না করা হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আরও দুটো শ্রেণী হল:

স্টেক্সুলিআ ভিলোসা (হিন্দী: উদল; ওড়িয়া: কোদালো)। এই গাছ সারা ভারতে পাওয়া যায় এবং এর গাঁদ ত্রাগাকাঁথ গাঁদের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে।

স্টেক্সুলিআ ফোএটিডা (জংলী বাদাম)। এই গাছ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায় এবং এই গাছের বীজের তেল রেচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

73. চিরতা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	স্বের্তিআ চিরাইতা
বর্গ	:	জেসিএনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : চিরায়তা কন্নড় : নেলাবেতু মারাঠী : চিরাণিটা সংস্কৃত : কিরাতা তিঙ্গ তেলুগু, তামিল : নীলা ডেমু

ভারতের আঞ্চলিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

প্রায় দেড় মি. উচ্চ বাংসরিক গাছ। 10 সে.মি. লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র পাতা, বৃক্ষহীন, জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী হয়ে ফোটে। ফুল হালকা সবুজের সঙ্গে গোলাপী মেশানো। প্রতোক পাপড়ি লতিতে এক জোড়া সবুজ গ্রাহ্য থাকে। ফল 6 মি.মি. কিন্তু তারও বেশী লম্বা এবং ডিম্বাকৃতি।

ঔষধী গুণ

ফুলস্ত অবস্থায় পুরো গাছ তুলে শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

অত্যধিক তিঙ্গতা, জ্বর ও কৃমিনাশক শক্তি এবং পাচকতার গুণে চিরতা সারা ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। ঔষধী গুণে, চিরতা জেনিআনা কূরুর অনুরূপ। জ্বর, অতিসার এবং দুর্বলতায় চিরতা খুব উপকারী। ম্যালেরিয়াতেও দেওয়া হয় কিন্তু চিরতার জ্বর কমানোর শক্তি পরীক্ষায় সপ্রমাণিত নয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের প্রায় সাত আট শ্রেণীর গাছ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায় যা চিরতার মতনই ব্যবহার করা হয়।

কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের উচ্চাংশ চিরতা চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

74. লোধ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিমপ্লোকোস রাসেমোসা
বর্গ	:	সিমপ্লোকাসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : লোধ গুজরাতি : লোদ্রা মারাঠী, সংস্কৃত : লোধ তেলুগু : লোধুণ্ড
		(সিংহভূষণ : লুদাম দাকু)

সংস্কৃত নাম লোধ থেকে বোঝা যায় যে নেতৃপাত বন্ধ করে।

বর্ণনা

প্রায় 6 মি. উচ্চ ছোট গাছ। ৪ থেকে 20 সে.মি. লম্বা পাতা, তীক্ষ্ণাগ, ঘন সবুজ, চর্মশ এবং কিনারা সম্পূর্ণ অথবা দাঁতাল। পাতার বৃত্ত ছোট, ৪ থেকে 20 মি.মি. লম্বা। 1.2 সে.মি. ব্যাসের সাদা অথবা স্লিপ হলদে রংয়ের ফুল পত্রকক্ষে ছোট শুচে ফোটে। ফল 1 থেকে 1.3 সে.মি. লম্বা, রং ঘন বেগুনী, কালোর কাছাকাছি।

প্রাপ্তিষ্ঠান

পূর্ব এবং মধ্য ভারতের সমতল ভূমি এবং নিম্ন পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

তাজা ছাল বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়।

অজীর্ণতায়, চোখের অসুখে এবং ফোড়ায় এই ওষুধ খুব উপকারী। দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পাতে ছালের চোলাই দিয়ে কুলকুচা ফলপ্রদ। ছালের চোলাই দিয়ে তৈরি মলমের প্রলেপ দিলে ফোড়া তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে। বন্ধনী গুণ আছে বলে মাসিক ব্যুৎপত্তি অভিযন্ত রক্তস্তর বন্ধ করায় সাহায্য করে। এই একই কারণে পাতলা পায়খানাতেও উপকারী। প্রশ্নাবে চর্বি আঘিক্যে এবং এলিফেন্টাসিস রোগেও এই ওষুধ ব্যবহার হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী সিমপ্লোকোস পানিকু লাটা (স্থানীয় ভাষায় লোধ নামেই পরিচিত) পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই গাছের ছাল লোধেরই সমতুল্য এবং উনিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

75. কালো জাম

ব্রেক টিক্স-21

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিজিজিউম কুমিনি
বর্গ	:	মিটেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : জামুন অসমীয়া : জামু গুজরাতি : জামু মালয়ালম : যাভেল মারাঠী : জামুল ওড়িয়া : জামকুক সংস্কৃত : জামুল তামিল : নাগই, সামবল

গাছের সাধারণ ভারতীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

১. বর্ণনা

বড়, চির সবুজ গাছ। ৪ থেকে 20 সে.মি. লম্বা, চর্মশ, মসৃণ, ঝকঝকে পাতা বিপরীতমুখী ধরে। ছেঁট, অনুজ্জ্বল সাদা ফুল বড় শুচে ফোটে। দেড় থেকে চার সে.মি. লম্বা ফল, ডিস্কার। কাঁচা অবস্থায় বেগুনী, পাকলে প্রায় কালো। বীচি সাধারণতঃ একটাই। জাম খাওয়ার পর জিব এবং ঠোটে বেগুনী রং বচ্ছকণ লেগে থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

ভিজেমাটি অরণ্যে, জলাশয়ের ধারে এবং নদীনালার কিনারাতেই বেশী দেখা যায়। খুব শুকনো জায়গায় প্রাকৃতিক ভাবে জন্মায় না, তবে পৌতা গাছ যত্নের ফলে রাজস্থানের মরুভূমিতেও দেখা যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের ছাল, ফল এবং বীজ ঔষধের কাজে লাগে।

ছালের বক্সনী শক্তি প্রবল এবং গলা খারাপ, ব্রনকাইটিস, হাঁপানি, ফোড়া আর আমাশয়ে উপকারী। রক্ত শোধনের জন্য এবং গার্গেলের কাজে ব্যবহৃত হয়। ছালের তাজা রস ছাগলের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে অতিসারে উপকার হয়।



মেঝা চিত্র 21: কালোজাম

বহুত্বরোগে (ডায়াবিটিস) বীজ খুব উপকারী। ফলের রসেও এ শুণ আছে। তবে বীজ থেকে তৈরি ওষুধ বেশী কার্য্যকরী। দেখা গেছে যে খাওয়ার চাইতে ইনজেকশনে উপকারী বেশী হয়। বহুত্ব রোগে বিজাসালের (ভারতীয় কিনো) তুলনায় এই ওষুধ অপেক্ষাকৃত ভাল।

অন্যান্য প্রয়োগ

ফল অত্যন্ত জনপ্রিয়। কাঁচাই খাওয়া যায়। গাছের কাঠও নানান কাজে লাগে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের অন্য একটি প্রধান শ্রেণী সিজিজিউম অ্যারোমাটিকম (হিন্দী: লং; বাংলা: লবঙ্গ) ঔষধী শুণে অতি ভাল। শুকিয়ে নেওয়া ফুলের কুঁড়িই হল লবঙ্গ। অত্যন্ত সুগন্ধিত, উদ্বেজক এবং বায়ু নাশক। অজীর্ণতায়, বায়ু আধিক্যে, বমনেছা দমনে এবং গা বমিতে অত্যন্ত উপকারী। লবঙ্গের তেল জীবাণু নাশক এবং নিয়মিতভাবে থেকে থেকে আসা যন্ত্রনাম্য ফলপ্রদ।

76. তেঁতুল

ব্রেকা চিক্রি-22

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ট্যামারিস ইভিকা
বর্গ	:	সিসলপিপিএসি
আণ্ডলিক নাম	:	হিন্দী : ইমলি মরাঠী, গুজরাতি : আমলি কন্নড় : টিষ্প মালয়ালম : আমলাম ওড়িয়া : তেন্তলি সংস্কৃত : আমলিকা তামিল : পুলি তেলুগু : আমলিকা

গাছের ইংরেজি নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

বেশ বড় গাছ। পাতা সংযুক্ত, 10 থেকে 20 জোড়া উপপত্র থাকে, প্রায় এক সে.মি. লাল দাগ কাটা স্থিক্ষ হলদে রংয়ের ফুল, আয়তনে ছোট, সোজা শুচে পাতার মধ্যে ফোটে। ৪ থেকে 20 সে.মি. লম্বা বাদামী রংয়ের ফল, 2 থেকে 3 সে.মি. চওড়া, মাংসাল, নিচের দিকে ঝুলে থাকে।

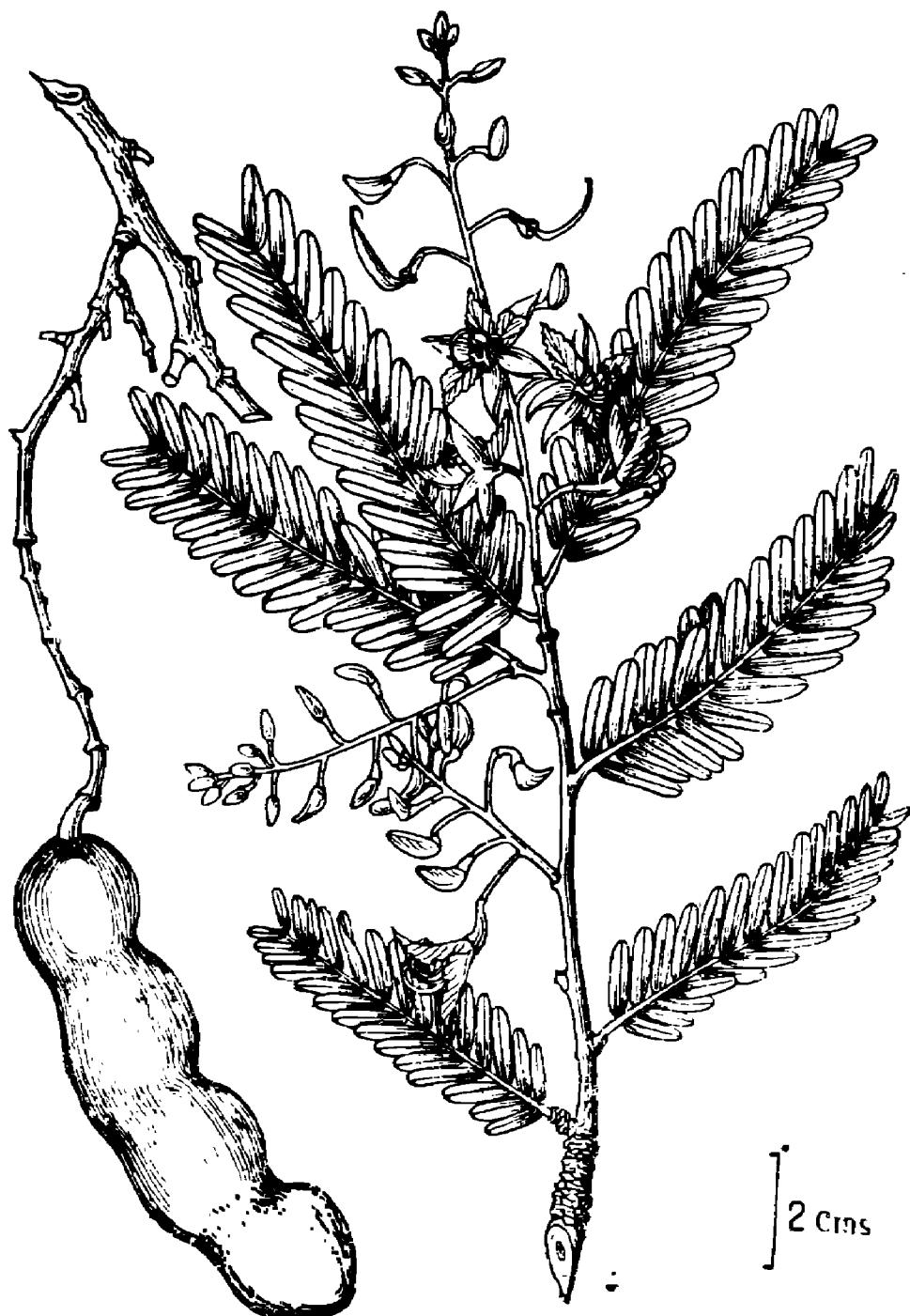
প্রাপ্তিস্থান

ভারতের মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলে তেঁতুল গাছ খুবই সাধারণ। অন্যান্য জায়গায় বাগানে এবং পথের ধারে পৌতা হয়।

ঔষধী গুণ

ফলের শাঁস ও শূধের কাজে লাগে।

শাঁস রেচক। তেঁতুল গোলা জল শরীর তাজা করে এবং জ্বরে উপকারী। রেচকের প্রয়োজনে এমনিই অথবা অন্য ভেদী উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে পান করা যায়। মেশালে অন্য রেচকের শুণ কিছু নষ্ট করে দেয়।



রেখা চিত্র 22: তেঁতুল

অন্যান্য প্রয়োগ

এই গাছের কাঠে কীট লাগে না বলে বহু কৃষি যন্ত্র, সাংসারিক জিনিষ, ফার্নিচার ইত্যাদি তৈরি হয়। এই কাঠের কয়লা ভাল বারুদ তৈরির কাজে লাগে। পাতা থেকে হলদে রং পাওয়া যায়। তেঁচুলের শাসে যে অ্যাসিড আছে তাতে কপা এবং পেতলের জিনিষ পরিষ্কার হয়। জ্যাম এবং জেলীতে তেঁচুলের বীচি ব্যবহার হয়। তেঁচুলের বীচির পাউডার দিয়ে কাঠ জোড়ার আঠা হয় এবং মিলে কাপড়ের মাড় তৈরি হয়।

৭৭. বাহেরা

ব্রেকা চিকিৎসা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টার্মিনালিআ বেন্ডিভিকা
বর্গ	:	কমব্রেটেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : বাহেরা অসমীয়া : বোভিআ, হলুচ পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাতি : বাহেরা সংস্কৃত : তেলা ফল তামিল : আক্কাম, তামরি তেলুগু : তাড়ি, তন্দ্রা

গাছের ভারতীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

প্রায়শঃ বহু আলস্পূর্ণ বেশ বড় গাছ। সাধারণতঃ শাখার শীর্ষে ১০ থেকে ২৫ সে.মি. লম্বা পাতার রাশি। স্পাইকে, দুর্গন্ধিময় ছেট হালকা সবুজ রংয়ের ফুল। ২ থেকে ৩ সে.মি. লম্বা, ঘন রোমাবৃত এবং ডিস্বাকৃতি বাদামী রংয়ের ফল।

প্রাপ্তিস্থান

পশ্চিম ভারতের উষ্ণাধল ছাড়া ১০০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

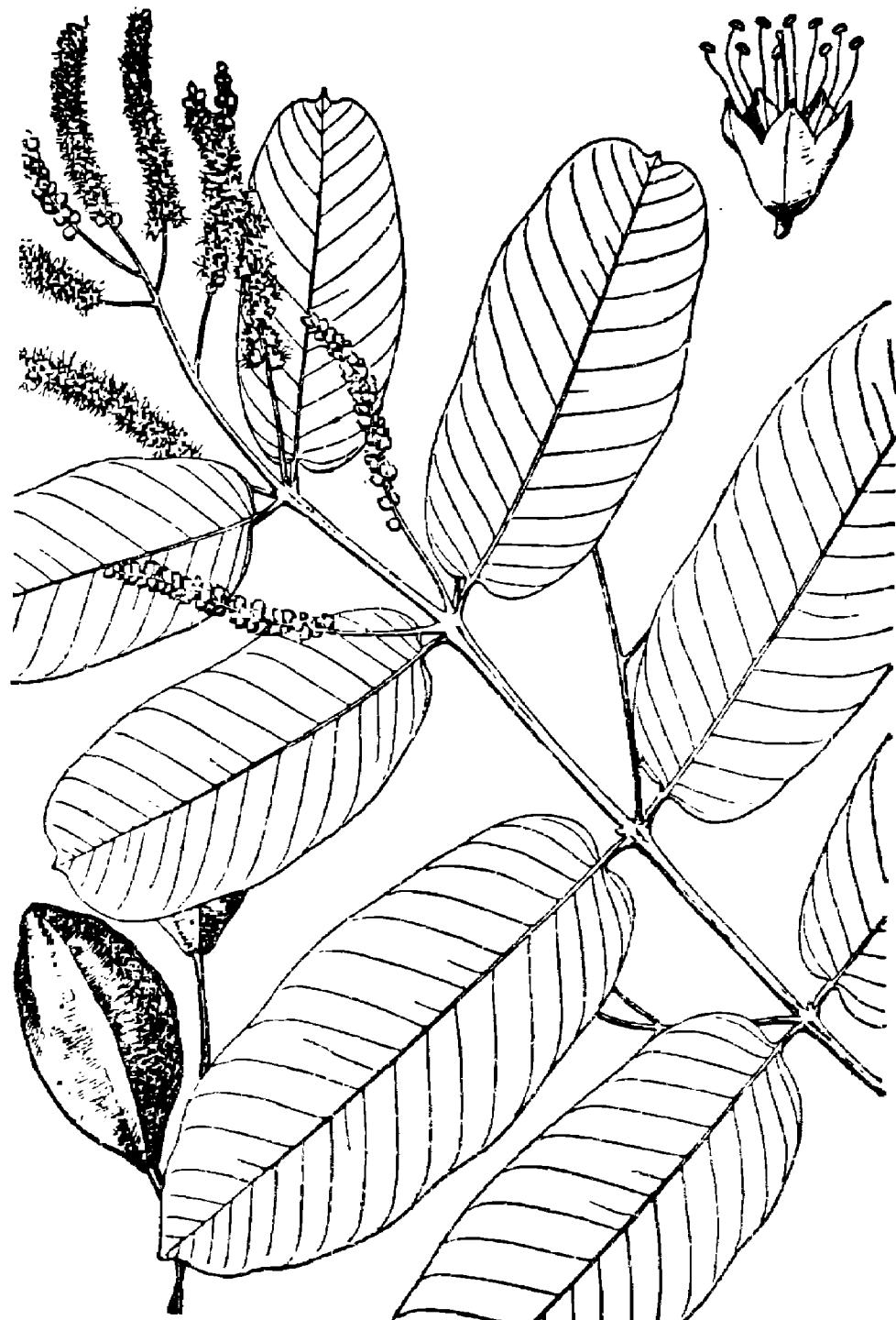
ফল শুকিয়ে নিয়ে ওষধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

পেটের গোলযোগ ঘেমন অঙ্গীর্ণতা, অতিসার ইত্যাদিতে বাহেরা উপকারী। ব্রেন টিনিক হিসেবে দেওয়া হয় এবং চোখের জন্য ঠাণ্ডা লোসন তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হয়। শোথ, কৃষ্ট এবং অর্শ রোগেও উপকারী। আধপাকা ফল রেচক কিন্তু পাকা এবং শুকিয়ে নেওয়া ফলের প্রভাব ঠিক উল্লেখ।

প্রসিদ্ধ ভারতীয় ঔষুধ ত্রিফলায় বাহেরা তিনটির একটি। অন্য দুটি হল আমলকি (বা আওলা) এবং হাররা।

অন্যান্য প্রয়োগ

বাহেরা গাছের কাঠ জলে নষ্ট হয় না বলে মৌকা তৈরির কাজে লাগে। কৃষি যন্ত্রেও তৈরি



হয়। ট্যানিন আছে বলে চামড়া ট্যানিং এবং চামড়া আর কাপড় রং করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

টার্মিনালিআ বর্গের আরও বহু শ্রেণী আছে যাদের ঔষধী গুণ আছে।

টার্মিনালিআ চেবুলা (চেবুলিক মাইরোবালান)। হিন্দী: হর হরদ, হাররা, হরিতকি, তামিল: হরক্কাজ; বাংলা: হরতুকি)। এর ঔষধী গুণ বেশিরিকারই অনুরূপ। কিছু প্রাচীন সাহিত্যে একে বলা হয়েছে 'অব্যাখ্যা' অর্থাৎ যা ব্যাখ্যা দূর করে।

এই শ্রেণীর গাছ বড় বা মাঝারি। পাতা 10 থেকে 20 সে.মি. ডিম্বাকৃতি, তৌঙ্কাণ্ড কিন্তু শাখার শীর্ষে নয়, সমস্ত শাখা জুড়ে, জোড়ায় জোড়ায় বিপরীত মুখী হয়ে ফোটে। পাতার নিচে দিকে দুটো প্রস্তু থাকে। নিষ্পত্ত সাদা ফুল, শাখার শীর্ষে স্পাইকের ওপর ধরে। 2 থেকে 4 সে.মি লম্বা ফলে অত্যন্ত স্পষ্ট পাঁচটা শৈলশিরা থাকে।

শুকিয়ে নেওয়া ফলই ওষুধ যা চেবুলিক মাইরোবালান বা হররা নামে প্রচলিত। পুরোনো ঘা, ক্ষত বা ক্ষালডে প্রলেপের মতন ব্যবহার করা হয়। মুখের প্লেজ্যা ফিল্টার ফুললে এই ওষুধের গার্গেলে উপকার হয়। মাইরোবালান রেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, হৎপিণ্ডের টনিক এবং রক্ত চাপের যথেষ্ট উপকারী বলে জানা গেছে।

দাঁতের মাড়ি শক্ত করার জন্যে হররার ফল কার্য্যকরী, ত্রিফলার একটি উপকরণ এবং এই ফলের মিষ্ঠি আর আচার ভারতীয় সংসারে অত্যন্ত জনপ্রিয়। হজমে সাহায্য করে এবং মদু ভাবে রেচক।

টার্মিনালিআ অর্জুন (হিন্দী: অর্জুন, কাহু, কোভা; সংস্কৃত: ইন্দ্ৰদ্রুম) জলাশয়ের ধারে এবং জলা জায়গায়, ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এই গাছের ছাল বন্ধনী শক্তিসম্পন্ন এবং জুর, হাড়ভাঙ্গা ও আভ্যন্তরীণ আঘাতে ফলপ্রদ। হৎপিণ্ডের টনিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই গাছকে বলা হয়েছে নদীসরজা অর্থাৎ যা নদীতে জন্মায়।

78. শুলক

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টিনোস্পেরা কর্ডিফোলিয়া
বর্গ	:	মেনিস্পেমেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : গিলোআ, গিলো গুজরাতি : শুলভেল করড় : আনেবুলে মালয়ালম : অমৃত মারাঠী : শুলভেল তামিল, সংস্কৃত : তমুতভন্নি তেলুগু : শুডুচি
		(মাদ্রাজ : থিঙ্গা থেগা)

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'টিনোস্পেরা'।

বর্ণনা

শীসালো শাখার বেশ বড় জতা। শাখা থেকে, বট গাছের মতন বহু শিকড় নিচের দিকে ঝুলে থাকে। শাখা প্রশাখা সাদা সাদা গ্রাহিতে ভর্তি। ৫ থেকে 10 সে.মি. ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার পাতায় ৭ থেকে ৯ টা শিরা থাকে এবং বৃত্তে খুব ছোট। ফুল ছোট। পুরুষ এবং নারী ফুল আলাদা। পুরুষ ফুল উপপত্রের কঙ্কে শুচে ফোটে। নারী ফুল একক চন্দের আলাদা ফোটে। ফল মটর দানার মতন। রং লাল।

প্রাচী স্থান

নাহি ট্রাক্ষ এলাকায় ভারতে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

অক্ষত ছাঁচ সমেত গাছের ডাল গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিলেই ওষুধ। এই ওষুধ টনিক এবং কলিক জ্বরে উপকারী। যৌনশক্তিবর্ধক বা কামোদীপক। শিকড় এবং ডানা শক্তিবর্ধক আৰ অতিসার এবং আমাশয়ে ফলপ্রদ।

79. সাবুনি

ব্রেক চিক্ক-24

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ড্রিআনথেমা পোর্টুলাকস্ট্রুম
বর্গ	:	ফাইকোইডি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : লালসাবুনি
		গুজরাতি : শতোদা
		কঙড় : মুচ্ছুয়োনি
		পাঞ্জাবী : বিষখাপ্রা
		সংস্কৃত : পুনর্বী
		তামিল : সাকমাই
		তেলুগু : গালিজের

বর্ণনা

জমিতে ছড়িয়ে যাওয়া, সরস লতা। শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হয়ে বহুবৃ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পাতা শীর্ষদেশে বেশী ঢওড়া। ফুল অত্যন্ত ছোট এবং পাতার বৃত্তে হারিয়েই থাকে। ফলও ছোট এবং ফুলেরই মতন আড়ালে থাকে। বীজ কালো রংয়ের বৃক্কাকার এবং অতি ক্ষুদ্র রোঁয়ার ভর্তি।

প্রাপ্তিস্থান

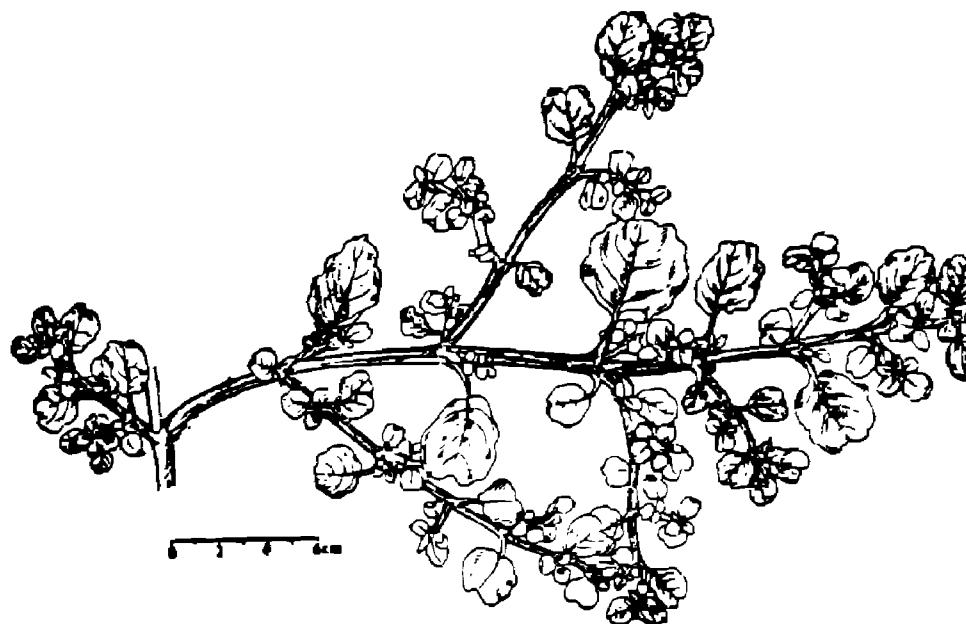
সারা ভারতে সর্বত্র পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের পাতা ও মুখের কাজ করে।

পাতার 'পুনর্বী ভিন' নামীয় ক্ষরীয় পদার্থ (আলকালয়েড) থাকে। ওটা মূত্রবন্ধক বলে শোথরোগে খুব উপকারী। বৃক্ক এবং ঘৃতের পীড়ায় অঙ্গ স্ফীতি হলে এই ওমুধ ফলপদ, বিশেষ ভাবে রোগের প্রথমাবস্থায়। পরে উপকার হলেও কখন কখন সেটা স্থায়ী হয় না।

পুরো গাছ গর্ভপাতে প্রযোজ্য কিনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গর্ভাশয় ক্ষুচিত করার কিছু গুণ গাছের অবশ্যই আছে।



ব্রেকা চিত্র 24: সামুনি

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী ট্রিআনথেমা ডেকান্ড্রাও ঔষধী গুণসম্পন্ন। শিকড় রেচক এবং মাসিক ঝাতু দমনে আর অশুকোষ স্ফীতিতে উপকারী। গর্ভপাতের শক্তি পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু সঠিক এখনও কিছু হয়নি।

80. গোবর

বেদা চিত্র-25

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ডিবলুম টেরেস্ট্রিস
বর্গ	:	জাইগোফিলেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : গোবর গুজরাতি, মারাঠী, পাঞ্জাবী : গোবর কন্নড় : নেগালু মালয়ালম : নেরিনগিল সংস্কৃত : লঘুগোচ্ছৰা তামিল : নেরঞ্জে তেলুগু : পংয়েক

ভারতীয় স্থানীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।



বেদা চিত্র 25: গোবর

বর্ণনা

সুস্ক্র রোমাকীর্ণ মাটিতে ছড়িয়ে পড়া লতা। ৫ থেকে ৪ সে.মি. লম্বা পাতা, সংযুক্ত। প্রত্যেক পাতায় ৪ থেকে ১২ মি.মি. লম্বা, ৪ থেকে ৭ জোড়া উপপত্র থাকে। পাতা বিপরীতমুখী ফোটে। পত্রকক্ষে অথবা বিপরীত দিকে, এক থেকে দেড় সে.মি. ব্যাসের হালকা ইলুদ রংয়ের ফুল একক ভাবে ফোটে। ফুল অভ্যন্তর বিচ্চির এবং বহু শিরায় ডর্তি। ফুল প্রায়ই কাপড়ে, পশু আদির গায়ে এবং গাড়ীর চাকায় আটকে যায়। সাইকেল চালকেরা গোঢ়ক ফুলকে ভয় পান কারণ প্রায়ই এই ফুলের জন্য চাকা পাঠার হয়ে যায়। ফুলের পঞ্চাংশে বহু বীজ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

৩০০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের ফুলই ঔষধের কাজে ব্যবহার হয়।

যৌন দুর্বলতায় এবং মৃত্রপ্রাসঙ্গিক রোগে উপকারী। শ্রবীর ঠাণ্ডা করে। ফুলের শাস্তি গেঁটে বাত এবং মৃত্রগ্রস্থি সম্পর্কিত রোগে ফুলপ্রদ। মৃত্রবর্দ্ধক। পরীক্ষায় মৃত্রবর্দ্ধক গুণ সন্দৰ্ভে প্রমাণিত।

৪১. অন্তমূল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টাইলোফেরা ইভিকা
		(টি: আস্থামাটিকা)
বর্গ	:	একস্লিপিএডেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : অন্তমূল মালয়ালম : ভাল্লিপালা মারাঠী : পিটাকারি ওড়িয়া : মেতি তামিল : কাগিতাম

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম ‘টাইলোফেরা’। অন্তমূল স্থানীয় নাম। ‘আস্থামাটিকা’ থেকে বোৰা যায় হাঁপানি রোগে এই গাছের প্রয়োগ।

বর্ণনা

বহু শাঁসালো শিকড় সমন্বিত আরোহী লতা। ৫ থেকে 10 সে.মি. লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র, ডিম্বাকৃতি পাতা জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী ফোটে। প্লান হলদে রংয়ের বড় ফুল, ভেতর দিকে বেগুনী, ছেট গুচ্ছ ফোটে। ৫ থেকে 10 সে.মি. লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র ফল এক সঙ্গে দুটো করে ধরে। ফলের ওপর বহু শৈলশিরা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের সমতল ক্ষেত্রে এবং পাহাড়ে 1000 মি. পর্যন্ত উচ্চতায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শুকিয়ে নেওয়া শিকড়ই ঔষধ।

ইপিকাকের প্রতিকল্প হিসেবে অন্তমূল সন্তোষজনক এবং আমাশয়ে উপকারী। শিকড়ের কাই হাঁপানি এবং ব্রনকাইটিসে দেওয়া হয়। বমনে সাহায্য করে বলেই হাঁপানিতে ফলপ্রদ।

82. বন পেঁয়াজ বা জংলী পেঁয়াজ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	উজিনিআ ইভিকা
বর্গ	:	লিলএসি
আঞ্চলিক নাম	:	জংলী পিয়াজ, বন পিয়াজ কোলাকান্দা
গুজরাতি	:	জংলী কান্দো
মারাঠী	:	রণকান্দা
সংস্কৃত	:	কোলাকান্দা
তামিল	:	নারিভেংগায়াম
তেলুগু	:	নাক্কাভাল্লি গাড়ডা

এই বর্গের ইউরোপীয় শ্রেণীকে বলা হয় স্কুইল। ভারতীয় শ্রেণী
প্রতিকর্ষ হিসেবে সন্তোষজনক বলে এই শ্রেণীকে ইভিয়ান স্কুইল বলা হয়।

বর্ণনা

ছোট কন্দজ গাছ। কন্দ ৫ থেকে 10 সে.মি. ব্যাসের ডিস্বাকার বা গোলাকার এবং
নিষ্পত্ত সাদা রংয়ের হয়। কন্দের কাছের পাতা লম্বা, সরু এবং তীক্ষ্ণাগ্র। ফুলের উঁচি
সোজা প্রায় 15 সে.মি. উঁচু। লম্বা সরু শুচে হালকা বাদামী ফুল। দেড় থেকে দু
সে.মি. লম্বা ফুল দুদিকেই সরু। বীজ কালো।

প্রাপ্তিস্থান

এই গাছের প্রাপ্তিস্থান উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ে 2000 মি. উচ্চতায় দক্ষিণে কেরল থেকে
পূর্বদিকে বিহার পর্যন্ত বিস্তারিত।

ওষধী গুণ

কন্দের শুকনো ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কন্দ ফালি করে কেটে শুকিয়ে নিলেই ওষুধ।
তারই নাম ইভিয়ান স্কুইল।

এই ওষুধের গুণ ডিজিটালিসের অনুকূল তবে কার্যাকরী হতে সময় নেয় এবং
ওষুধের পরিমাণ কিছু বেশী নাগে। যে রোগে ডিজিটালিসের প্রয়োজন অর্থে এলার্জি
বা অন্য কোন বিশেষ কারণে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেইসব ক্ষেত্রে বন পিয়াজ ব্যবহার

করা নাভজনক। হন্দপিস্টের রোগে, কাশিতে এবং ব্রনকাইটিসে এই ওষধ উপকারী।
মূত্রবদ্ধক গুণও আছে।

ভারতীয় স্কুইল ইউরোপীয় স্কুইলেরই সমকক্ষ। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে
ভারতীয় স্কুইল জ্ঞানিক ব্রনকাইটিস এবং শ্বাসনালীর লেস্থায়টিত রোগে কার্যকরী।
ভারতের যে কোন সমতল ভূমিতে বন পিঁয়াজের চাষ সম্ভব।

৮৩. ভ্যালেরিওন

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ভ্যালেরিআনা অফিসিনালিস
বর্গ	:	ভ্যালেরিআনসি
আধুনিক নাম	:	হিন্দী : বিন্ডিলোটন, বদরংবোয়া, জলাকন মারাঠী : কালাভুলা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

ବର୍ଣ୍ଣନା

বহুবর্ষী ছেট গাছ, এক মি. পর্যাপ্ত উঁচু হয়। এর শিকড় প্রকাণ্ডের চাইতে মোটা, যার ফলে বহু অঙ্কুর বেরিয়ে মাটির নিচে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খাঁজ সমন্বিত ডাল নিচের দিকে রোমশ, ওপর দিকে মসৃণ। নিচের পাতা লম্বা বৃক্ষে ফোটে, ওপরে ছেট। সাদা বা নিষ্পত্তি সাদা ছেট ফুল ছেট ছেট গুচ্ছ শাখার শিখরে ফোটে। ফুল রোমহীন, ছেট মসৃণ।

ପ୍ରାଚୀନତାମ

2500 মি. উচ্চতায় কাশ্মীরের বিশেষ এলাকায় পাওয়া যায়।

ପ୍ରକାଶକୀ ଶ୍ରୀ

ଗାନ୍ଧେର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଇ ଓ ସୁଧ ।

শিকড় শরৎকালে তুলে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নিলে ওষুধ ভাল হয়। ভালেরিআন নার্টতস্তুকে শিথিল করে বলে হিষ্টিরিয়া সংক্রান্ত এবং অন্যান্য স্নায়বিক রোগে ব্যবহার হয়। শিকড় এবং প্রকাণ্ডের তাজা রস অর্ধিক কার্যকরী।

বেশী শুকোলে ওষধের গুণ কমে যাব।

অনিদ্রায় তাজা রস আচ্ছন্নতা আনে এবং হৃদরোগে কিছু ওষধে ব্যবহার করা হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী, ভালেরিআন জটামানসি, (হিন্দী: মুক্ষবালা; সংস্কৃত: তাগারা) কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, শৈবধী শুণে ভালেরিআনের সমকক্ষ এবং একই রোগে ব্যবহারও করা চলে। উক্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষ সম্ভব।

৪৪. অশ্বগন্ধা

ব্রেথ চিক্র-26

বৈজ্ঞানিক নাম	:	উইথানিআ সোমনিফেরো
বর্গ	:	সোলানেসি
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী : অশ্বগন্ধা গুজরাতি : আসন, ঘোড়া আসর, সাহিআনা পোপড়া করড় : হিরোমান্দিনোগিড়া মালয়ালম : অমৃক্কিরাম অন্যান্য সব অঞ্চলে : অশ্বগন্ধা
স্থানীয় নামের ভিত্তিতেই বাবসাইক নাম।	:	

বর্ণনা

দেড় মি. পর্যান্ত উচু মাঝারি বা ছেটখাটো খোপ। শাখা প্রশাখা ছেট তারাকার রোমে
ভর্তি। পাতা 10 সে.মি. পর্যন্ত লম্বা, ডিম্বাকৃতি এবং শাখার মতই রোমশ। ফুল হালকা
সবুজ, ছেট, আন্দাজ এক সে.মি. লম্বা, পত্রকক্ষে ছেট শুচে অল্প সংখ্যায় ফোটে।
ফল 6 মি.মি. ব্যাসের গোলাকৃতি, মসৃণ এবং লাল। ঝিল্লীর বৃত্তির ভেতর থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে পাওয়া যায়। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ক্ষয় রোগ, বাত, যৌন এবং সাধারণ দুর্বলতায় অশ্বগন্ধা উপকারী। মৃত্ববর্দক,
স্নায়ুকে শাস্ত করে এবং শারীরিক ক্রিয়ায় অবরোধ দূর করে।

শিকড় চূর্ণ করে ফোড়া, ক্ষত এবং অঙ্গস্ফীতির ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়। শিকড়ের
জীবাণুনাশক এবং অ্যাটিব্যাওটিক গুণ সম্পত্তি পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

উইথানিআ কোএণ্ডোলেনস (হিন্দী: আক্রি; পাঞ্জাবী: খামজীরা) উত্তরপশ্চিম ভারতে
পাওয়া যায়। এই গাছের ফল অজীর্ণতায় এবং যকৃৎ সংক্রান্ত রোগে উপকারী।



বিশ্বাচিত্র 26: অশ্বগন্ধা

গ্রন্থপঞ্জী

ঘোষ, ই. ও বিশ্বাস, কে, 1950-1952, ভারতীয় বনৌমাধি, কলকাতা, দুই খণ্ড।

Agharkar, S. P. 1953. *Gazetteer of Bombay State. General-A, Botany, Part I-Medicinal Plants*, Bombay.

B. P. C. 1963. *The British Pharmaceutical Codex*, London.

Bhandari, Chandraraj. 1951-1957. *Vanaushadhi Chandrodaya*, Varanasi, 10 Parts (in Hindi)

Bhatnagar, S. S., H. Santapau, J. D. H. Desa, A. C. Maniar, N. C. Ghadeally, M. J. Solomon, S. Yellore and T. N. S. Rao 1961. Biological Activity of Indian Medicinal Plants, Indian J. med. Res, 49 (5:799-813).

Bhatnagar, S. S., H. Santapau, F. Fernandes, V. N. Kamat, N. J. Dastoor and T. N. S. Rao 1961. Physiological Activity of Indian Medicinal Plants. J. Sci. and Industr. Res. Suppl. 20A:1-24.

Biswas, K. 1956. *Common Medicinal Plants of Darjeeling and the Sikkim Himalayas*, Calcutta.

Chopra, R. N. 1958. *Chopra's Indigenous Drugs of India*. Revised by R. N. Chopra, I. C. Chopra, K. L. Handa and L. D. Kapur, Calcutta.

Chopra, R. N., R. L. Badhwar and S. Ghosh 1949. *Poisonous Plants of India*, New Delhi.

Chopra, R. N. and I. C. Chopra 1955. *A Review of Work on Indian Medicinal Plants*, New Delhi

Chopra, R. N., I. C. Chopra and B. S. Varma 1969. *Supplement to Glossary of Indian Medicinal Plants*, New Delhi.

Chopra, R. N., S. L. Nayar and I. C. Chopra 1956. *Glossary of Indian Medicinal Plants*, New Delhi.

- Dastur, J. F. 1951. *Medicinal Plants of India and Pakistan*, Bombay.
- Dutt, U. C. 1877. *The Materia Medica of the Hindus*, Calcutta.
- Gupta, R. 1972. 'Vital drugs and essential oil bearing plants as future cash crops in India' Indian Farming, P. 33.
- Jain, S. K. 1963. Studies in Indian Ethnobotany—Plants used in Medicine by the Tribals of Madhya Pradesh. *Bull Region Res. Lab. Jammu* 1(2):126-128.
- Jain, S. K. 1965. On the Prospects of Some New or Less-Known Medicinal Plant Resources. *Indian Med. J.* 53(12):270- 272.
- Jain, S. K. 1965. Medicinal Plant Lore of the Tribals of Bastar, *Economic Bot.* 19(3): 236-250.
- Jain, S. K. 1967. *Vanaspati Kosh—A Hindi-Latin Dictionary of Economic Plants of India*, Delhi.
- Jain, S. K. 1981(Ed.) *Glimpses of Indian Ethnobotany*, New Delhi.
- Jain, S. K. & C. R. Tarafder 1963. Studies in Indian Ethnobotany — Native Plant Remedies for Snake-bite among the Adivasis of Central India. *Indian Med. J.* 57(12):307-309.
- Jain, S. K., D. K. Banerjee & D. C. Pal 1973. Medicine Plants Among Certain Adibasis in India. *Bull. Bot. Surv. India* 15:85-91.
- Jain, S. K. & C. R. Tarafder 1967. Medicinal Plant Lore of the Santals —a revival of Rev. P.O. Bodding's Work, *Economic Bot.* (in Press).
- Kirtikar, K. R. & B. D. Basu 1935. *Indian Medicinal Plants* (2nd Ed. revised by E. Blatter, J. F. Caius and K. S. Mhaskar, Allahabad, 4 Vols.)
- Maheshwari, P. & Umrao Singh 1965. *Dictionary of Economic Plants in India*, Delhi.
- Majumdar, G. P. 1927. *Vanaspati Plants and Plant Life as in Indian Treatises and Traditions*, Calcutta.

- Mhaskar, K. S. & J. F. Caius 1931. Indian Plant Remedies used in Snake-bite. *Indian Med. Res. Mem.* 19.
- Mukerji, B. 1953. *The Indian Pharmaceutical Codex*, New Delhi.
- Nadkarni, A. K. 1954. *Dr. K. M. Nadkarni's Indian Materia Medica*, Bombay. Revised Ed.
- Santapau, H. 1953. *The Flora of Khandala on the Western Ghats of India. Rec. Bot. Surv. India* 16(1):1-335.
- Shah, N. C. 1981. Need of Systematic Cultivation of Medicinal Herbs used in Indigenous Systems and traditional Medicine. *Indian Drugs* 18(6):210-217.
- Sunderraj, D. & G. Balasubramanyam 1959. *Guide to Economic Plants of South India*, Madras.
- Thakar, Jaikrishna Indraji 1926. *Plants of Cutch and their Utility*, Bombay (in Gujarati).
- Trivedi, Pandit Krishna Prasad 1961-67. *Dhanvantari, Vanashadhi Visheshank*, Aligarh, Parts 1-4 (in Hindi).
- U. S. D. 1955. *The United States Dispensatory*, Philadelphia.
- Uphoff, J. C. Th. 1959. *Dictionary of Economic Plants*, New York.
- Virmani, O. P., P. Singh & A. Husain, 1980. *Current Status of Medicinal Plant Industry in India*. *Indian Drugs* 17(10) 318-340.
- Watt, G. 1889-1893. *A Dictionary of Economic Products of India*, 6 Vols., Calcutta.
- Wren, R. C. 1950. *Potter's Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations*. Revised by R. W. Wren, London.
- Anonymous 1948-66. *Wealth of India, Raw Materials*, 7 Vols, New Delhi.
- Several Journals on General Science, Economic Botany, Pharmacology, Pharmacy and Medicine, particularly the following:
- Indian Journals of Pharmacy; Indian Journal of Medical Research and Journal of Scientific and Industrial Research.*

**Click Here For
More Books>>**